INDIAN EXPRESS

TELANGANA ISSUE ▮ Even in Andhra Pradesh his party has been rebuffed by the YS Rajasekhar Reddy government

Neglected at Centre, TRS chief Rao sulks

PRADEEP KAUSHAL
NEW DELHI, DECEMBER 29

Rao is unable to figure out what to do next having lost bargaining power after pulling his six ministers out of the Congress-led Andhra Pradesh Cabinet in July

HIS separate statehood demand frozen in sheafs of papers of a ministerial group, Union Labour Minister and Telangana Rashtra Samithi (TRS) chief K Chandrasekhar Rao is home alone, nursing his wounds—both political and physical.

He has a fractured leg, but that did not stop him from wheeling in to the 40th Labour Conference here on December 9. However, this enthusiasm is missing when it comes to the Cabinet. He has skipped at least four meetings in the past two months. He also did not attend the recent session of Parliament to vote on crucial legislations. The reason: disillusionment.

Apart from zero movement forward by the year-old Pranab Mukherjee Committee on Telangana after eliciting the views of political parties, back home in Andhra Pradesh, Rao faces the total apathy of Chief Minister Y S Rajasekhar Reddy who has ignored his plea to defer the Pulichintala irrigation project. The problems have been compounded by party dissidence and reverses in local polls.

Rao allowed himself to be persuaded to leave the decision on the statehood issue to UPA Chairperson Sonia Gandhi, who had, in turn, entrusted the matter to a ministerial group comprising Mukherjee, Rural Development Minister Raghuvansh Prasad Singh and Communications Minister Dayanidhi Maran. The committee obtained views of other parties, after which instead of formulating a plan, it became inactive.

It is quite clear the Congress is not inclined to carve Telangana out of Andhra Pradesh. Its own chief minister is against the idea. The party, while aligning with the TRS, had only promised Rao a second state re-organisation committee (SRC) to consider the demand. The CMP, which followed, said the UPA government would "consider" the demand "at an appropriate time after due consultations and consensus". In any case, if the Congress decided to create the new state, it would obviously want to take total credit for it rather than let Rao bask in achievement.

So long as the TRS remained a part of his government, YSR was under pressure from party general secretary in-charge Digvijay Singh to heed Rao's demand to defer the Pulichintala project. With the TRS' withdrawal, YSR is going ahead with the scheme, which, Rao claims, would irrigate farms only in the coastal areas while submerging limestone deposits in Telangana.

YSR's self-confidence has been boosted by the Congress sweeping two-thirds of municipalities in the recent polls, leaving the TRS smarting even in its strongholds. To add to Rao's woes, there is a resentment in the TRS against the rise of Rao's nephew T Harish Rao. In an open letter last month, eight of the party's 26 MLAs criticised their chief for "dictatorial functioning and encouraging family rule in the party."

Rao suspects YSR's hand in the rebellion. Sources close to Rao admitted that he is dismayed, but unable to figure out what to do next after having pulled all his six ministers out of the state Cabinet in July.

Though Congress president Sonia Gandhi has always been keen to keep all UPA partners on board, the TRS—with five members in the Lok Sabha—cannot rock the boat should it want to leave the coalition. The party, which has 185 MLAs in 294-member Andhra Assembly, does not need TRS support in the state either.

Ginger group worries for UPA

PRADEEP KAUSHAL
NEW DELHI, DEC 29

THERE is fresh worry for the Congress, the emergence of a ginger group within the UPA. Apart from usual suspects—NCP, TRS and JMM—the group has a new recruit, Laloo Prasad Yadav's RJD.

TRS chief and Labour Minister K Chandrasekhar Rao, after discussions with NCP chief, Sharad Pawar, Laloo and JMM chief Shibu Soren, today announced the decision to float the group. Its avowed purpose is reviewing implementation of the common minimum programme (CMP) of UPA.

Rao told reporters that they would also discuss other relevant issues and give suggestions to PM Manmohan Singh and Sonia Gandhi. There was no "conspiracy" in the move, Rao said, adding, "We are doing this on a positive note."

Laloo confirmed the move at Patna. He told the media: "We have to run the government for five years. We need to come together." He said: "How the programme (CMP) is implemented; what more needs to be done...we have to work on all these, besides ministry related work."

Trying to downplay the fresh development, Congress general secretary Ambika Soni told reporters here that she did not wish to comment, not sure of "what Mr Rao has said." She said leaders of several UPA constituents had informed Ahmed Patel, political secretary to Sonia, that they were not aware of any initiative to float such a group.

The four parties have a total of 42 members with RJD alone accounting for 24. With the 60-strong Left Front subjecting Manmohan Singh to frequent shelling, and the 40-strong Samajwadi Party waiting for an opportunity to create trouble, this is a bad news for the Congress. Fortunately the DMK and its two offshoots, PMK and MDMK, have not joined in.

Sources said that each disgruntled party had its own grouse, apart from some common goals.

The TRS was upset over a lack of movement on Telangana statehood issue. Soren was unhappy for being on an indefinite wait for an inclusion in the Cabinet.

The NCP is worried over Congress consolidation following an influx of Narayan Rane's followers from Shiv Sena. Laloo has been marginalised after the Bihar defeat.

ফের হতে পারে গোর্খাল্যান্ড-লড়াই

বিরুদ্ধে বললেই তিস্তায় ফেলব, হুমকি ঘিসিংয়ের

কৌশিক চৌধুরী ● দার্জিলিং

দিল্লি থেকে ফেরার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই সুর বদলে গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে সামনে রেখে বিরোধী দল ও সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের তিস্তায় ছুড়ে ফেলার হুমকি দিলেন সুবাস ঘিসিং। রবিবার দার্জিলিঙের চকবাজারে আয়োজিত প্রকাশ্য সভায় পাহাড়ের বিরোধী দল পি ডি এফের তিন শীর্ষ নেতা এবং সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের 'অসুর' বলে গালি দিয়ে জি এন এল এফ প্রধান বলেন, "পি ডি এফের তিন নেতা এবং সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের আমি সতর্ক করে দিচ্ছি। আমাদের বিরুদ্ধে উল্টোপাল্টা কথা বললে কিংবা লিখলে ওই অসুরদের তিস্তায় ছুড়ে দেব। প্রয়োজনে বিরোধী দলের ওই নেতাদের ঝান্ডা-সহ তিস্তায় বিসর্জন দেব। অসুর মারলে পাপ হয় না।"

রবিবারের জনসভায়

ভিড়ে উপচে পড়া সভায় দলীয় প্রধানের উসকানির জেরে গোটা পাহাড়ই ফের অশান্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কা করছে রাজনৈতিক মহল। উদ্বিগ্ন পুলিশ-প্রশাসনের কর্তারাও। ষষ্ঠ তফসিলের চুক্তি সই হওয়ার পরে পাহাড়ের সি পি এম এবং সি পি আর এম সমর্থকদের উপরে জি এন এল এফ হামলা শুরুর খবর পেয়ে শুক্রবার দিল্লি থেকে ফিরে পাহাড়বাসীকে আশ্বাস দিয়েছিলেন ঘিসিং। কোথাও কারও গণতান্ত্রিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হবে না বলে আশ্বাসও দেন তিনি। কিন্তু এ দিন ঘিসিংয়ের হুঁশিয়ারির পরে তাঁর দলের 'মারকুটে' সমর্থকেরা ফের পাহাড়ে অশান্তি ছড়াতে সক্রিয় হয়ে উঠতে পারেন বলে ভুক্তভোগী পাহাড়বাসীর আশঙ্কা। পি ডি এফ এবং রাজ্যের শাসক দল সি পি এম নেতৃত্বও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। পি ডি এফ নেতারা বলেছেন, "সমালোচনা করার অধিকার কেড়ে নেওয়া চেষ্টা করলে গণতন্ত্র বিপন্ন হবে। সেটা ঘিসিংকে বুঝতে হবে।" দার্জিলিং জেলা সি পি এম নেতৃত্ব অবশ্য বিশদ ভাবে খোঁজখবর নেওয়ার পরেই কোনও মন্তব্য করা হবে বলে জানিয়েছেন।

ষষ্ঠ তফসিলের চুক্তি সই হওয়ার পরে ঘিসিং দিল্লিতে বসে 'খুশি হওয়ার' কথা বলেছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের ভূমিকার প্রশংসা করেছেন। এমনকী, সি পি এম সমর্থকদের উপরে হামলার নিন্দাও করেছেন। কিন্তু পাহাড়ের বিরোধী দলের জোট পি ডি এফের শরিকেরা প্রকাশ্যেই ঘিসিংয়ের সমালোচনা শুরু করেন। পি ডি এফের অভিযোগ, পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের কথা বলে জি এন এল এফের জন্ম হলেও বাস্তবে উল্টো পথে হাঁটছেন ঘিসিং।

এই প্রেক্ষাপটে তড়িঘড়ি জনসভার আয়োজন করার নির্দেশ দেন ঘিসিং। বিরোধী দলের তোলা প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে শুরুতেই আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠেন জি এন এল এফ প্রধান। সভামঞ্চ থেকেই তিনি ঘোষণা করেন, "ষষ্ঠ তফসিলভুক্তির মাধ্যমে আমরা গোর্খাল্যান্ড গড়ার প্রবেশদ্বারে পৌঁছেছি। ভবিষ্যতে গোর্খাল্যান্ড আদায়ে আমরা বদ্ধপরিকর।" এখানেই শেষ নয়, গোর্খাল্যান্ডের দাবি আদায়ের জন্য তাঁরা যে ফের সশস্ত্র লড়াইয়ের পথেও হাঁটতে পিছপা হবেন না সে কথাও জানিয়ে দেন তিনি। ষষ্ঠ তফসিলভুক্তির ফলে পাহাড়বাসীর ঠিক কী সুবিধা হবে সেই ব্যাপারে বাসিন্দাদের কৌতূহল থাকলেও তা নিয়ে বিশদ ভাবে কিছু বলেননি ঘিসিং। তিনি শুধু বলেছেন, "আলাদা রাজ্য হলে নেতা-মন্ত্রী ও জনতার মধ্যে শ্রেণি বৈষম্য হত। ষষ্ঠ তফসিলে আমরা সবাই জনজাতি হিসাবে সমান সুবিধা পাব। এটাও মাথায় রাখতে হবে।" সেই সঙ্গে শিলিগুড়িকে অন্তর্ভুক্তির প্রসঙ্গে ঘিসিং জানিয়েছেন, তিনি শিলিগুড়ির ব্যাপারটি প্রস্তাব হিসাবে দিলেও কখনও দাবি করেননি।

12 DEC 2005

পাহাড়ে হামলা, তবু শান্তির আশ্বাস ঘিসিঙের

কৌশিক চৌধুরী ● শিলিগুড়ি

যা হওয়ার হয়েছে, ষষ্ঠ তফসিল ভুক্তির আনন্দে অন্য কোনও দলের সমর্থকদের উপরে আর হামলা হবে না বলে পাহাড়বাসীকে প্রতিশ্রুতি দিলেন জিএনএলএফ প্রধান সুবাস ঘিসিং।

শুক্রবার দিল্লি থেকে দার্জিলিঙে ফেরার পথে শিলিগুড়িতে কয়েকশো সদস্য-সমর্থকের সামনেই ঘিসিং বলেন, "ষষ্ঠ তফসিল সংক্রান্ত চুক্তি হওয়ার পরে সেবক-কালিঝোরা-সহ কয়েকটি এলাকায় আমাদের কিছু সদস্য-সমর্থক অতিরিক্ত আবেগপ্রবণ হয়ে পড়ে উত্তেজনা ছড়ায়। খবর পেয়েই দলের সমস্ত সদস্য-সমর্থককে সতর্ক করেছি। সংযত থাকতে বলেছি। ওই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি পাহাড়ে আর হবে না। পরিস্থিতি পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ রাখতে আমি বদ্ধপরিকর। পাহাড়বাসী সমস্ত মানুষ আমার উপরে নিশ্চিন্তে ভরসা রাখতে পারেন। ভবিষ্যতে আমার দলের কেউ উত্তেজনা ছড়ালে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেব।"

ষষ্ঠ তফসিল সংক্রান্ত ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সই করার পরে কেন্দ্র ও রাজ্যের ভূমিকায় 'খুশি হওয়ার' কথা জানালেও শিলিগুড়িকে অন্তর্ভুক্তির দাবি তিনি যে সহজে ছাড়বেন না, সে কথাও জানিয়ে দেন ঘিসিং। তিনি বলেন, "পার্বত্য পরিষদ ষষ্ঠ তফসিলভুক্তির সঙ্গে সঙ্গেই কোন মৌজাগুলি হস্তান্তর হবে তার প্রাথমিক তালিকা হয়েছে। তিন মাস পরে কলকাতায় দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হবে। সেই সময়ে ফের শিলিগুড়িকে অন্তর্ভুক্তির দাবি তুলব।" প্রসঙ্গত, লিখিত চুক্তির পাশাপাশি ঘিসিংয়ের সঙ্গে রাজ্য সরকারের একটি 'অলিখিত' চুক্তিও হয়েছে—আগামী বিধানসভা ভোট পর্যন্ত কোনওপক্ষই অপরপক্ষকে ঘাঁটাবে না।

ঘিসিং দাবি করলেও শিলিগুড়িকে পার্বত্য পরিষদে দেওয়ার সম্ভাবনা বাস্তবে অসম্ভব বলে জানিয়ে দিয়েছেন শাসকদল সিপিএমের দার্জিলিং জেলা নেতৃত্ব। তবে শীতের মরসুমে ষষ্ঠ তফসিলে মৌজা হস্তান্তরের প্রস্তাবকে ঘিরে পাহাড় ফের উত্তপ্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কা রুখতে ঘিসিং স্বয়ং আসরে নামায় স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেছে সিপিএম। সেবক ও কালিঝোরা মৌজা পরিষদের আওতায় দেওয়ার ব্যাপারে রাজ্য সরকার রাজি হতেই সেখানকার সিপিএম সমর্থকদের জিএনএলএফে যোগ দেওয়ার ফতোয়া দেওয়া হয়। ভাঙচুর হয় গাড়ি-বাড়ি। টানা হুমকির জেরে বিপন্ন হয়ে পড়েন ওই দুটি এলাকার সিপিএম নেতা-সমর্থকরা। সেই পরিস্থিতিতে ঘিসিং 'অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয়' দিয়েছেন বলে জেলা সিপিএম মনে করছে। দলের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জীবেশ সরকারের কথায়, "জিএনএলএফের অত্যুৎসাহী সমর্থকদের হাঙ্গামার প্রবণতা বন্ধ করতে ঘিসিং সফল হবেন বলে আশা করছি।"

জিএনএলএফ সূত্রের খবর, দিল্লিতে বসেই সেবক, কালিঝোরায় গণ্ডগোলের খবর পান ঘিসিং। তখনই উদ্বিগ্ন হয়ে দলের স্থানীয় নেতাদের

এর পর সাতের পাতায়

10 DEC 2005

ষষ্ঠ তফসিলের দাবি পূরণ, রাজ্য ও কেন্দ্রকে কৃতিত্ব দিলেন ঘিসিং

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ ডিসেম্বর: অনর্গল ক্যামেরার ফ্ল্যাশ আর তার মাঝে আবেগাপ্লুত সুবাস ঘিসিং। আবেগের বশেই বলছিলেন, "এর আগে অনেক ঝামেলা হয়েছে। অবশেষে আমাদের দাবি পূরণ হয়েছে। আমরা সবাই খুব খুশি। এর কৃতিত্ব আমি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে দিতে চাই। আমাদের দাবি ওঁরা মেনে নিয়েছেন।"

সতেরো বছরের আন্দোলনের পরে ত্রিপাক্ষিক চুক্তি সই করে উদার ভঙ্গিতেই কথা বলছিলেন ঘিসিং। ত্রিপাক্ষিক চুক্তির মাধ্যমেই আজ ষষ্ঠ তফসিলের আওতাভুক্ত হল দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ।

ঘিসিংয়ের সব দাবি রাজ্য সরকার মেনে নিয়েছে, এমন নয়। অপর পক্ষে, কেন্দ্র-রাজ্যের সব উপরোধ ঘিসিংও মানেননি। তবে তিন পক্ষের সাক্ষরিত এই চুক্তি দেখে সাফ বোঝা যাচ্ছে, গোর্খা ভবনে আজ উৎসবের আবহাওয়া কতটা যুক্তিসঙ্গত। চুক্তি সই করে বেরিয়ে এসে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বললেন, "উনি আরও এলাকা দাবি করছিলেন। আমি বলেছি, আর চাইবেন না। তবে দু'একটি জায়গা নিয়ে এখনও সমস্যা রয়েছে। কলকাতায় ফিরে গিয়ে আমরা আবার ঘিসিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করে তা স্থির করে নেব।"

এই চুক্তি অনুযায়ী, ষষ্ঠ তফসিলের অধীনে পরিষদের আওতায় পড়ছে শিলিগুড়ি মহকুমার ১৪টি পূর্বনির্দিষ্ট মৌজা, যেগুলি ইতিমধ্যেই পরিষদের অন্তর্ভুক্ত। বাড়ানো হয়েছে দু'টি মৌজা। সেই দু'টি হল সেবক পার্বত্য বনাঞ্চল এবং সেবক বনাঞ্চল। ঘিসিংয়ের দীর্ঘদিনের দাবি অনুযায়ী শিলিগুড়ি শহর দেওয়ার কোনও প্রশ্ন নেই বলে আগেই জানিয়েছিল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার। এই চুক্তিতেও তার নামগন্ধ নেই। শিলিগুড়ি না-দেওয়া হলেও চুক্তিতে উল্লিখিত ১৬টি মৌজার বাইরে আরও কয়েকটি মৌজা পরিষদকে দেওয়া হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সাক্ষর হওয়ার পরে এই চুক্তি এ বার মন্ত্রিসভায় পাশ হবে। তার পরে সংবিধান সংশোধনের জন্য সংসদে বিল আনা হবে। গোটা প্রক্রিয়াটি যথেষ্ট সময় সাপেক্ষ। ঘিসিংয়ের কাছে কেন্দ্রের প্রস্তাব ছিল, এই সময়ের মধ্যে পুরনো নিয়মে এক দফা ভোট হয়ে যাক পাহাড়ে। তার পরে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পরিষদ ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় এসে গেলে পুরনো পরিষদ ভেঙে দিয়ে নতুন ভোট হোক। ঘিসিং এই প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, ভোট অবশ্যই হবে, কিন্তু তা এক বারই। অর্থাৎ পরিষদ ষষ্ঠ তফসিলভুক্ত হয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পরে।

চুক্তি স্বাক্ষরের আগে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে আজ সকালে বঙ্গভবনে দেখা করতে যান দৃশ্যতই খোশ মেজাজে থাকা ঘিসিং। প্রায় এক ঘণ্টা বৈঠকে ওই 'অ্যাকর্ড'-এর খসড়া আলোচনা হয়। দুপুরে বুদ্ধদেব আসেন নর্থ ব্লকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব, রাজ্যের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবের উপস্থিতিতে এই 'অ্যাকর্ড' সই হয়।

এর পর পাঁচের পাতায়

Ghising wins, Darjeeling to be in 6th Schedule now

Bharti Jain
NEW DELHI 17 NOVEMBER

THE Centre, giving in to a long-standing demand of the Gorkha National Liberation Front (GNLF) chief and caretaker head of the Darjeeling-Gorkha Hill Council (DGHC) Subash Ghisingh, is set to include the Darjeeling hills in West Bengal in the Sixth Schedule of the Constitution.

A tripartite memorandum of settlement creating an autonomous, self-governing body for administering the Darjeeling-Gorkha hill region is likely to be signed at a meeting with Union home minister Shivraj Patil, West Bengal chief minister Buddhadeb Bhattacharjee and Mr Ghising here on November 25.

According to the memorandum, which is on the lines of the Bodo accord, the autonomous region to be recognised under the Sixth Schedule may include — apart from the hill regions of Darjeeling — some areas (equivalent of a mouza) of the Siliguri plains as well. This will have to be ratified by the Parliament.

Mr Ghisingh had been demanding a Sixth Schedule status for the Darjeeling hills for quite some time now and had refused to hold elections to the DGHC unless the Centre and West Bengal government agreed to the same.

Though there was some opposition from the government, which feared that a constitutional status for DGHC may trigger similar demands from other hill regions dominated by tribals, it now seems that both New Delhi and Kolkata are willing to take the risk.

Once the tripartite agreement conferring Sixth Schedule status of DGHC areas is cleared, West Bengal will be the first state outside the North East to come under its purview. The Sixth Schedule currently includes tribal areas of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram.

Interestingly, the tribal component of the DGHC region is not 50% or above — a condition for inclusion in the Sixth Schedule. The authorities, however, cite the example of the Bodo Autonomous Council, which also enjoys special status under the Sixth Schedule despite not having 50% tribal population.

In any case, there is a proposal to confer tribal status on Nepali Gorkhas, and when this is done, the DGHC would automatically have majority tribal population, making it eligible for Sixth Schedule status.

The Sixth Schedule status for the DGHC would essentially entail legislative powers, greater economic, educational and linguistic autonomy, besides preserving the tribals' land rights and ethnic identity.

A 12-member executive council, according to the tripartite pact, is to be set up for governing DGHC areas. The chief and deputy chief of this body will enjoy the status of a Cabinet minister.

The Economic Times

ষষ্ঠ তফসিল না-হলেও বাড়তি সুবিধা মিলতে পারে ঘিসিংয়ের

স্টাফ রিপোর্টার: ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ৪৮ ঘণ্টা আগে দিল্লিতে পৌঁছে বুধবার বিকেল থেকেই আসরে নেমে পড়েছেন সুবাস ঘিসিং। নয়াদিল্লির চাণক্যপুরী এলাকার 'গোর্খা ভবন'-এ পৌঁছেই সক্রিয় হয়ে উঠেছেন জি এন এল এফ সুপ্রিমো ও তাঁর অনুগামীরা। সেখান থেকে কখনও ফোন যাচ্ছে নর্থ ব্লকে। আবার কখনও ফোন যাচ্ছে মহাকরণেও। জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনের দফতরের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা হচ্ছে। ঘনঘন ফোনে কথা হচ্ছে দার্জিলিঙের সঙ্গেও। এই মুহূর্তে ষষ্ঠ তফসিলের দাবি মানা সম্ভব না-হলেও সংবিধানের ৩৭১ নম্বর ধারায় স্বীকৃতির পাশাপাশি বাড়তি কিছু সুবিধা দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে কেন্দ্র ও রাজ্য। এই পরিস্থিতিতে কাল, শুক্রবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে। তার আগে নিজের পালে বাতাস টানতেই ঘিসিং মরিয়া হয়ে উঠেছেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক সূত্রের খবর, পাহাড়ে শান্তি বজায় রাখার বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দিয়েই সমাধানসূত্র খোঁজা হচ্ছে।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মহাকরণে বলেন, "রাজ্যের তরফে ওই বৈঠকে যোগ দিতে যাচ্ছেন স্বরাষ্ট্রসচিব অমিতকিরণ দেব। আশা করছি, আলোচনায় একটা সমাধানসূত্র বেরোবে।" মুখ্যমন্ত্রীর আশাবাদী হওয়ার কারণ, কয়েক দিন আগে তিনি কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত সফর চলাকালীনই পাহাড়ের সমস্যা নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেছেন। পরে দিল্লিতে গিয়ে পাহাড় সম্পর্কে রাজ্যের অবস্থান স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ওই আলোচনার পরে এটাও স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে, পাহাড়কে সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় আনার দাবি মানা কেন্দ্র ও রাজ্য, উভয়ের পক্ষেই কার্যত অসম্ভব। পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বলেছেন, "রাজ্যের তরফে পাহাড়ের জন্য সংবিধানের ৩৭১ নম্বর ধারা পরিমার্জনের প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। পার্বত্য পরিষদ যাতে দুর্বল না-হয়ে পড়ে, সে-জন্য সব রকম চেষ্টা চলছে।"

ঘিসিং দাবি করলেও সরকারি তথ্যে দার্জিলিং পাহাড় আদিবাসী ও উপজাতি অধুষিত নয়। সে-ক্ষেত্রে ৩৭১ নম্বর ধারা পরিমার্জন করে তাতে পাহাড়ের জমি সংক্রান্ত যাবতীয় দায়িত্ব পরিষদের হাতে দেওয়ার কথা ভাবা হয়েছে। সেই সুবাদে পাহাড়ের গোটা চা-বাগান ও বনাঞ্চলের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা পাবে পরিষদ। জি এন এল এফ সূত্রে জানা গিয়েছে, বাড়তি ক্ষমতা পাওয়ার ব্যাপারে ঘিসিংয়ের আপত্তি নেই। তবে ষষ্ঠ তফসিলের দাবি পুরোপুরি অগ্রাহ্য হলে রাজনৈতিক ভাবে সমস্যায় পড়বেন ঘিসিং। কেননা সেপ্টেম্বরে পাহাড়ে পরিষদের ভোট হলে ঘিসিংয়ের দাবি অগ্রাহ্য হওয়াটা সামনে এনে প্রচারে নামতে পারে পাহাড়ের বিরোধী জোট। সেই ক্ষেত্রেও সমাধানের রাস্তা খোঁজা হচ্ছে।

জি এন এল এফ সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে জাতীয় সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে জি এন এল এফের কথা হয়েছে। আজ, বৃহস্পতিবার কমিশনের চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে ঘিসিং ফের পাহাড়কে উপজাতি ও আদিবাসী সম্প্রদায় অধ্যুষিত বলে ঘোষণার দাবি জানাবেন। কেন্দ্র ও রাজ্য ওই দাবি এখন মানতে নারাজ। তবে ঘিসিং ৩৭১ নম্বর ধারার প্রস্তাবে রাজি হলে একটি কমিটি গড়ে তাঁর দাবির যৌক্তিকতা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিতে পারে কেন্দ্র। সে-ক্ষেত্রে কমিটির রিপোর্ট দেওয়ার আগেই পাহাড়ে নির্ধারিত সময়ে নির্বিঘ্নে ভোট করানো যাবে। আগামী বছর বিধানসভা নির্বাচনের আগেও পাহাড়ের দিক থেকে বাধা আসার সম্ভাবনা থাকবে না।

30 JUN 2005 ANANDABAZAR PATRIKA

ঘিসিঙের নতুন দাবি মানতে নারাজ কেন্দ্র

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ২৭ জুন: গোর্খাদের সংবিধানে ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় উপজাতির মর্যাদা দেওয়ার জন্য সুবাস ঘিসিঙের দাবি মানবে না কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বিষয়ে যে তাঁরা রাজ্যের পাশেই আছেন, তা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে আজ জানিয়ে দেন শিবরাজ পাটিল। আজ জাতীয় উন্নয়ন পর্ষদের অনুষ্ঠানের ফাঁকে বিজ্ঞানভবনেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। দার্জিলিং পরিস্থিতি নিয়ে দু'জনের সবিস্তার কথা হয়েছে। গতকাল কলকাতায় প্রধানমন্ত্রীর কাছে এই বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

বুদ্ধদেববাবু আজ পাটিলকে জানান, সংবিধানের ৩৭১-ক ধারা অনুসারে পঞ্চায়েত, বনসৃজন ও জমি হস্তান্তর-সহ একাধিক বিশেষ ক্ষমতা রাজ্য সরকার গোর্খা পার্বত্য পরিষদের হাতে তুলে দিতে রাজি আছে। তবে গোর্খাদের যে উপজাতির মর্যাদা দেওয়া সম্ভব নয়, তা ঘিসিংকে বোঝানোর দায়িত্ব কেন্দ্রেরও রয়েছে। পাটিলও এই ব্যাপারে রাজ্যের মতামতকেই সমর্থন করেছেন বলে মন্ত্রক সূত্রে জানা গিয়েছে।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে যোগ দিতে আগামী ১ জুলাই সুবাস ঘিসিং দিল্লি আসছেন। এই বৈঠকে ভোটের ব্যাপারে সমাধানসূত্র মিলবে বলে আশা করছেন বুদ্ধদেববাবু। আজ পাটিলের সঙ্গে বৈঠকের পর তিনি বলেন, "সেপ্টেম্বর মাসের আগে যাতে দার্জিলিং-এ নির্বিঘ্নে ভোট করা যায়, ওই বৈঠকে তার সমাধানসূত্র বেরোবে বলে আশা করছি।"

এই 'সমাধান সূত্র' কী হবে তা স্পষ্ট না করলেও মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছেন, "আমরাও কিছু প্রস্তাব দিয়েছি। ওঁরাও দিয়েছেন। তার মধ্যে থেকেই সমাধান পাওয়া যাবে।" বুদ্ধদেববাবু নিজে ওই বৈঠকে আসবেন না। রাজ্য সরকারের তরফ থেকে স্বরাষ্ট্রসচিবের আসার কথা।

দার্জিলিঙের পাশাপাশি বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের প্রসঙ্গটি নিয়েও আজ কথা হয়েছে। বুদ্ধ পাটিলকে জানিয়েছেন, পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য অবিলম্বে ব্যবস্থা নিতে পাটিলকে আর্জি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

ষষ্ঠ তফসিলে না এলে জ্বলবে পাহাড়, হুমকি ঘিসিংয়ের

কৌশিক চৌধুরী ● কার্শিয়াং

এক সপ্তাহের মধ্যে পাহাড়কে ষষ্ঠ তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাবে রাজ্য সরকার রাজি না-হলে দার্জিলিঙে আগুন জ্বালানোর হুমকি দিলেন সুবাস ঘিসিং।

বুধবার তাঁর ৭০তম জন্মদিনে ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের মাধ্যমে রাজ্য সরকারকে ওই হুমকি দিয়েছেন জি এন এল এফ সুপ্রিমো। জি এন এল এফের তরফে কার্শিয়াং শাখার সভাপতি ইন্দ্রনায়ারণ প্রধান এক জনসভায় বলেছেন, "রাজ্য সরকার সংবিধানের ৩৭১ নম্বর ধারায় পার্বত্য পরিষদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়ার খসড়া প্রস্তাব দিয়েছেন। আমাদের চেয়ারম্যান তা মানতে নারাজ। তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলভুক্ত করতে হবে পাহাড়কে। ২৯ জুনের মধ্যে রাজ্য সরকারকে আমাদের চেয়ারম্যানের প্রস্তাব মানতে হবে। নইলে ৩৭১ নম্বর ধারা সংক্রান্ত খসড়া প্রস্তাব জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।" তাতেও কাজ না-হলে দার্জিলিংকে পৃথক রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করার হুমকিও দিয়েছে জি এন এল এফ।

জি এন এল এফ সূত্রে জানা গিয়েছে, সংবিধানের ৩৭১ নম্বর ধারায় অন্তর্ভুক্ত হলে পার্বত্য পরিষদের খুব বেশি ক্ষমতা বৃদ্ধির সম্ভাবনা নেই। সে ক্ষেত্রে সংবিধানের আওতায় পাহাড়ে একটি উন্নয়ন কমিটি গঠিত হবে। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষমতা থাকবে। কিন্তু ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় পাহাড়কে আনা হলে কয়েকটি ক্ষেত্রে আইন প্রণয়ণের ক্ষমতা থাকবে পরিষদের। সেই সুবাদে পুলিশ ও বিচার বিভাগের উপরে প্রভাব থাকবে। সরাসরি কেন্দ্রের সাহায্যও মিলবে। এই তথ্য জানিয়ে জি এন এল এফ নেতৃত্ব ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় পাহাড়কে আনার দাবিতে সরব হন। তবে আদিবাসী ও উপজাতি অধ্যুষিত না-হলে ষষ্ঠ তফসিলে কোনও এলাকাকে আনা হয় না। দার্জিলিঙের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাসিন্দা আদিবাসী কিংবা উপজাতি নন বলে সরকারি সূত্রে দাবি করা হয়েছে। কিন্তু ঘিসিং তা মানতে রাজি নন। উল্টে পাহাড়ের বাসিন্দারা যে আদিবাসী সম্প্রদায়ের তা প্রমাণ করতে সম্প্রতি ঘিসিং ঘটা করে বাঁদর, শিব ও শিলা পুজো করার পরামর্শ দিয়েছেন।

এই দিন সেই পরামর্শ মেনে কার্শিয়াঙে নাচগানের আয়োজন হয়। মিছিল, আদিবাসী নৃত্য, সমাবেশের মাধ্যমে ঘিসিং অনুগামীরা তাঁর জন্মদিন পালন করেন। কার্শিয়াঙের বিধায়ক শান্তা ছেত্রী বলেন, "সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলে পাহাড়কে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আন্দোলন চলছে।"

25 JUN 2005

Ghisingh's map

Subaltern sans frontiers

Surviving stalwarts of the undivided CPI may be too startled for words by Subhas Ghisingh's latest grandstanding. Having flown the trial balloon of Gorkhaland in the forties, they and the present set of apparatchiks of the Bengal Left will find the GNLF leader's suggestion that the DGHC area be made part of Bangladesh too hot a potato. It's another pie in the sky that comes soon after the state government unveiled its draft report on Darjeeling, a roadmap that aims at development under Article 371 and relegates the autonomy issue to the footnotes. Ghisingh has been shrewd enough to hedge the issue though lesser lights in the GNLF have rejected the draft. After maintaining a deceptive silence for over a fortnight, he now comes up with an outlandish, even a double-edged formula — merger with Bangladesh or autonomy under the Sixth Schedule. Clearly, he is intent on exploiting the geo-politics of the region. The proposal is reminiscent of his statement before the 1999 elections when he compared the DGHC to a snapped kite that could land in Nepal, Bhutan or Bangladesh.

That indeed would be an incredibly absurd chapter in South Asian studies. As absurd perhaps as his parallel demand that the DGHC be governed under the Sixth Schedule that runs counter to the state's objectives under Article 371. In effect, Ghisingh as indeed the rank and file of the GNLF are clamouring for tribal status along with the state-sponsored freebies. The DGHC area will then be administered by an autonomous District Council under the Governor's control. The GNLF leader's suggestion seems intended to severely curtail the powers of the state and scuttle Article 371 at the threshold. It comes at a particularly critical juncture, when Buddhadeb Bhattacharjee is trying to bring about momentous changes in the Hills without upsetting the political contours. Gorkha ethnicity has been accepted, save the right to secede. This seems a fairly sensible proposal to deal with an area that has been in the melting pot since the eighties. It is time the Left Front government called Subhas Ghisingh's bluff with a devastating snub.

10 JUN 2005 THE STATESMAN

State goes trekking

Uphill task in Darjeeling

Decades after the undivided CPI flew a trial balloon called Gorkhaland, the Bengal Left has given a new spin to its dealings with the hills. Implicit in the draft report on the proposed development board is the first major attempt to redefine the Gorkhaland movement. The autonomy issue, the foundation of the DGHC and indeed the bedrock of the agitation that swept the hills in the eighties, doesn't even get a footnote treatment; it has been ignored altogether. The GNLF's outright rejection of the draft wasn't entirely unexpected, though Subhas Ghisingh himself continues to play footsie on the issue. His offer to agree to any option — Article 371 or the Sixth Schedule — provided it is accepted by the Hill people is neither here nor there. There will be no increase in the powers of the DGHC and the development board may eventually emerge as an alternative to the hill council. And for the first time, the state has given the assurance of constitutional guarantees. Buddhadeb Bhattacharjee has been fairly dexterous in playing his cards He seems set to bring about momentous changes in the Hills, without rocking the boat just yet. Unlike the undivided CPI, the party now is against Gorkhaland; it seems to have accepted self-determination of Gorkha ethnicity minus the right to secede.

The striking feature is that the state government has taken recourse to Article 371 to draw up a roadmap without political contours. The name of the game is "accelerated development". And towards that end, the government has given short shrift to the political process. The effort runs counter to the Darjeeling Gorkha Hill Council Act, 1988, that had granted autonomy. The planned development is bound to be carried out on the state's terms. The council will only have executive powers with no authority to enact legislation, a demand that was made under the Sixth Schedule. Political parties may even find it difficult to accept the council's composition; the DGHC can accommodate only three hill MLAs and its chairman has been stripped of his powers to nominate three members. The state government strengthens its control with the right to nominate four. And the CPI-M's vote bank is taken care of with one-third women's representation and guaranteed quotas for SC/STs. For all the changes in the hill council's functions and composition, it boils down to the party's anxiety to protect its constituency. It seems unlikely that the likes of Madan Tamang, AIGL president, will accept the draft. Nor for that matter will Ghisingh find it easy to reconcile himself to the government's proposal to get the Election Commission handle the council elections.

0 JUN 2005 THE STATESMAN

03 JUN 2005 THE HINDU

The bogey of a Gorkhaland state, again

Subash Ghisingh's rejection of West Bengal's proposal for constitutional guarantee for the DGHC is an ominous sign.

Marcus Dam

THE WEST Bengal Government's draft proposal seeking constitutional guarantee under Article 371 for the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC), 16 years after its formation, comes as an affirmation of the need to grant greater autonomy to a region whose recent history has been marked by bouts of political uncertainty.

The draft, distributed to political parties for endorsement, is being supplemented by an approach paper.

Under preparation by the State leadership of the Communist Party of India [Marxist], the approach paper seeks to address the questions of ethnic aspirations and sub-nationalist passions which determine local political coordinates, govern public discourse and run deep in the collective psyche of the people.

Chinese experience

Interestingly, the approach paper draws on the experiences of China and the erstwhile Soviet Union in handling issues related to regional autonomy and self-determination springing from the demands of ethnic communities without compromising on national sovereignty.

That the long-running agitation for a Gorkhaland state in the hills was propelled by ethnic and linguistic passions cannot be denied. A lesson the West Bengal Government appears to have picked up from history is that these passions can often turn disruptive unless adequately addressed. Hence there is a need to amend Article 371 to provide a constitutional guarantee to the DGHC rather than continue to accept its functioning under a State Act. There is also a need to formulate an approach paper at the political level seeking to safeguard the interests of the Gorkhas as a dominant ethnic community with a distinctive social and linguistic identity.

Renewed demand

All this comes at a time when the stirrings of a renewed statehood demand threaten to rupture the fragile peace in the Darjeeling hills. Buddhadeb Bhattacharjee's Government earlier this year took the wind out of the sails of the protagonists of Gorkhaland by agreeing to invest the DGHC with greater powers. And even as the matter was left for constitutional experts to ponder over, the CPI (M) re-assessed the political situation in the hills and acknowledged that the ethnic compulsions suffusing the body politic are just as cogent as the economic imperatives.

Subash Ghisingh's Gorkha National Liberation Front (GNLF) — the leading political force in the hills — has rejected the State's proposals to give constitutional guarantee to the DGHC (of which Mr. Ghisingh has been Chairman since its formation), even before the other political parties had time to react. This could be ominous. The statehood bogey is being raised again; the only acceptable alternative to the GNLF is the DGHC's inclusion in the Sixth Schedule.

The Centre appears to be undecided. As for the West Bengal Government, its preference is clear — greater regional autonomy and no talk of Gorkhaland.

Backward race in Hills

Statesman News Service

DARJEELING, June 1. — In the race to become Backward, some bloopers are to be expected.

Various communities today, as directed by GNLF president Mr Subash Ghisingh, who has been clamouring for tribal status to DGHC areas, thronged the Circuit House here to meet the head of the chairman of the National Commission for Backward Classes, Mr Ram Surat Singh. They put in piles of files containing documents to establish their tribal identity.

What they conveniently forgot was that the NCBC looks after requests for inclusion into Other Backward Classes and the welfare of the so-listed communities.

The requests for inclusion into the Scheduled Tribe list are handled by the National Commission for Scheduled Tribes. Mr Singh told the community representatives that an application would have to be made to the NCST. "Just by your saying that you have to be made tribals, won't help," he said.

The demand to get enlisted in the ST list has gained popularity among the various races that constitute the Nepalese community following the recent demand of Mr Ghisingh to include the DGHC in the Sixth Schedule of the Constitution. The Schedule is meant for predominantly tribal areas of the North-east.

While some ethnic Nepali groups like the Tamang and Limboo already enjoy ST status, the majority of the Nepalese — which Mr Ghisingh insists should be called Gorkhas — are part of the "general" population. In the present euphoria to get the Backward tag, more specifically tribals, even the Nepalese Brahmins are claiming that 300 years ago they were tribals.

Ironically Mr Ghisingh, who had once rejected the description of Nepalese as tribals, today met Mr Singh. The GNLF chief demanded that the entire Hill people be declared Tribals and he submitted a detailed application.

01 JUN 2005 THE

TDP urges Left to prevent division of Andhra Pradesh

Statesman News Service

HYDERABAD, May 29. — Telegu Desam Party today appealed to the Left parties to join hands with them to prevent further division of Andhra Pradesh even as TDP president Mr N Chandrababu Naidu said he would lay down his life to preserve Andhra Pradesh's unity.

"The UPA speaks of consensus. But then, only if the Left parties say 'yes', would a separate Telangana state be formed. And it is our firm belief that they (the Left) would not do that. We are inviting them to join us for the cause of our state's integrity," TDP leader Mr C Rajeshwara Rao said while moving the resolution on an integrated state at the party's annual convention here today.

The party allowed maximum time, over two hours, for a threadbare discussion on the issue. "Let us bring together friendly parties on this issue. Let us hold meetings across the state to display the unity of Telugu people. Let us explain the importance of unity to the people," TDP leaders maintained.

TDP leaders were of the view that India was yet to achieve a complete sense of nationalism, as there were several regional sentiments. "When we talk about globalisation, the identity of 100 crore Indians should be given protection. For such a united India, a united AP is imperative," Mr Rao said.

Mr Naidu intervened saying: "Let us prepare for any sacrifice to maintain our territorial integrity. If need be, we will lay down our lives for the unity of the state." The TDP, whether in power or not, had always been consistent on maintaining an integrated state, he said and added that there were regional imbalances and the development of backward areas was the only way to address it.

Interestingly, Mr Naidu almost hailed Indira Gandhi for rejecting separate statehood even at the height of the Telangana movement in the 1970s.

30 MAY 2005 THE STATESMAN

GNLF draft to propose Schedule-6

HT Correspondent
Darjeeling, May 24

GNLF CHIEF Subash Ghisingh has finally broken his silence on recent developments concerning the fate of the DGHC. He has said he would consider both Article 371 and the 6th Schedule of the Constitution and would opt for the one he felt was more suitable for the hill people — both politically and economically.

At the same time, he pointed a finger at the state government, the Centre and certain hill leaders, saying they were the main obstacles to a separate state of Gorkhaland. Talking to the media on the occasion of Buddha Jayanti on Monday, Ghisingh said the state government should be more transparent regarding its draft proposal seeking the application of Article 371. "It is not clear what they have proposed. I have not seen the draft proposal yet," Ghisingh said.

The GNLF chief, for the first time, openly said that his party was preparing a draft proposal for Darjeeling's inclusion in the 6th Schedule. "The basis of our proposal is the census report of 1931," he said. The document characterises the entire Gorkha community as Hill Tribes. The list also includes Brahmins and Chettris ((Khas).

On whether the Scheduled Castes within the Gorkha community could be given Scheduled Tribe status, Ghisingh said, "We will have to see." He said the 6th Schedule had provisions for running an area by an elected body, waving off speculation that he would press for a nominated panel.

He also scotched rumours that the 6th Schedule was his alternative to the demand for Gorkhaland. "The 6th Schedule and Gorkhaland are two separate issues. The 6th Schedule does in no way close the doors on the Gorkhaland demand," he maintained.

The state government should have been more transparent regarding its draft proposal, seeking the application of Article 371. It is not clear what they have proposed

Ghisingh also reacted to talks of a Maoist shadow on Hill politics following the publication of a recent article in *Janadesh* (mouthpiece of Nepal Maoists), which claimed "it is only the Maoists who can achieve the goal of Gorkhaland in Darjeeling, where parties are entangled in electoral drama." The GNLF chief dismissed it as "a bogus political exercise with no credibility".

The article, incidentally, also accused Ghisingh of betraying the Gorkhaland cause. It described the current debate on empowering the DGHC either under the Sixth Schedule or Article 371 as an attempt to undermine the Gorkhaland demand and divide the Indian Nepalis.

Ghisingh also refuted the charge levelled by Madan Tamang, chairman, People's Democratic Front (PDF), that Ghisingh was hobnobbing with people from the other side of the border and that two Nepalese writers — Nagendra Sharma and Kishor Adhikari — had held meetings with him in Darjeeling.

25 MAY 2005 HINDUSTAN TIMES

4 MAY 2005 THE STATESMAN

Marxists craft a draft 'development board' for Hills

Niraj Lama in Darjeeling

May 23. — The proposed hill council for Darjeeling under Article 371, as drawn up by the West Bengal government, is only a regional development board. The Statesman has procured a copy of the proposal — 371-J — though the Marxist administration is yet to make it public. The draft lays down the outline for the proposed council as it would be included in the Constitution; details are to be framed by the state legislature subsequently.

It expunges all political allusions. The formation of it is predicated upon "promoting accelerated development in the hill areas... to secure a balanced development of the state." There is no acknowledgement of the political processes behind the move to create it.

In contrast, the Darjeeling Gorkha Hill Council Act, 1988, was politically nuanced, granting "autonomy" to the hills. The Act provided for the "establishment of an autonomous council for the social, economic, educational and cultural advancement of the Gorkhas..."

The proposed council is to be an executive arm without any law-making powers as was sought under the Sixth Schedule. It would have virtually the same departments as the DGHC, with powers to "plan for economic development and social justice". It is the proposed composition of the council that

EXCLUSIVE

marks a major departure from the current practice and it will not be easily accepted by the political parties here. The total number of seats has not been specified but the government can make nominations to four seats - down from 11 as it is with the DGHC.

The power of the DGHC chairman to nominate people to three seats has been removed. Siliguri's Member of the Legislative Assembly is also to be included.

The DGHC has berths only for the three hill MLAs. Quotas for Scheduled Tribes and Castes and one-third women's representation are guaranteed. Clause IV says that the number of seats reserved for the backward classes will be in proportion to their number against the total, and such seats may be allotted by rotation. "Not less than one-third of the total number of seats to be filled by direct elections shall be reserved for women," is pledged in Clause V. Reflective of the recent controversy over repeated extensions granted to the DGHC, which even entailed amending the Act, the state government has decided this time to keep the way clear.

If the government cannot hold elections for any reason, its term can be extended by six months "at a time". The government wants the Election Commission to handle the council polls though elections to the DGHC are conducted by the state government, which made it easier to postpone them.

India-Nepal Maoist boost to Gorkhaland

KESHAV Pradhan
Kathmandu, May 17

JUST WHEN it seemed as though all was quiet on the northern front, the ghost of Gorkhaland is back from nowhere to give Buddhadeb Bhattacharjee sleepless nights.

If one Subash Ghisingh was trouble enough, the cause of a separate homeland for North Bengal's Gorkhas has lately found new and far more dangerous and ideologically radical proponents: Maoists rebels, both Indian and Nepalese, giving the issue a whole new international dimension.

The development is seen as part of a move by the underground rebels to expand their base across the strategic region hemmed in by Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sikkim, Assam and Bihar. Coming under their growing influence, a section of Nepali-speaking youths from Bhutan have already set up the Communist Party of Bhutan (Marxist-Leninist-Maoist).

An article in Tuesday's *Janadesh*, the Nepalese Maoists' mouthpiece, said, "It's only the Maoists who can achieve the goal of Gorkhaland in Darjeeling where parties are entangled in electoral drama.

"The creation of Gorkhaland is not possible until the movement is turned into a class struggle against imperialist, feudal and expansionist forces. The people of Darjeeling, the Terai and the Dooars are waiting for a party that will obtain Gorkhaland for them," the article said.

It accused GNLF chief Subash Ghisingh of betraying the Gorkhaland cause and called the current debate on empowering the DGHC either under Sixth Schedule or Article 371 of the Constitution an attempt to undermine the Gorkhaland demand .

18 M' n THE HIDUSTAN TIMES

TDP on way out, BJP to talk Telangana

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Bracing for any rupture of ties with its southern ally, Telugu Desam Party (TDP), BJP has decided to revive its plank for the separate Telengana state to be carved out of Andhra Pradesh.

BJP, which feels that TDP supremo N Chandrababu Naidu might call it quits as early as on May 29 at the Mahanaadu congregation of party workers, has already instructed its workers to put the separate Telegana issue back on the frontburner. The party has historically supported the creation of the separate state, but had to de-emphasise the issue to appease Naidu who with a strong TDP contingent in Lok Sabha provided numerical buffer to the Vajpayee government and who would not countenance any idea of the bifurcation of Andhra Pradesh.

A B Vajpayee

C Naidu

As it gets ready to renew the advocacy for the separate state, the party leadership has decided against directly targeting Naidu, which could provoke him to severe the ties immediately.

The party's estimate of Naidu's intentions is in line with the assessment in other quarters that there was little incentive for the former chief minister to persist with the arrangement. A key factor behind the formation of the United Front government in 1996, Naidu was forced to veer towards BJP because of the appeal of former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee in Andhra Pradesh. The rise in its ratings was not as huge as to make BJP a Division A side, but big enough to provide Naidu an edge in a direct fight with the main adversary, Congress. The result was a partnership which often came under strain, but held on because of the BJP's need for numbers in the Lok Sabha, and Naidu's stake in a "friendly" Centre.

Naidu sees little profit in continuing the partnership after the erosion of Vajpayee's appeal and the assessment that getting into the clinch with BJP cost him the support of Muslims.

BJP's tactical retreat on Telengana for the sake of an alliance is of a piece with the backtracking it has done on the issue of a separate state of Vidarbha. Though a consistent champion of the statehood for Vidarbha, it had to agree to suspend the campaign in deference to the wishes of the senior saffron partner, Shiv Sena.

Party strategists see advantage in reving up the campaign for Telengana. It feels that Telengana Rashtra Samiti which reaped a rich harvest of votes in both Lok Sabha and state polls on the strength of the separate state plank, runs a real risk of loss of credibility because of its failure to make good its pledge.

17 MAY 2006 THE TIMES OF INDIA

Left for red light on Telangana statehood

HT Correspondent
New Delhi, May 6

THE CPI(M) has opposed the formation of a separate Telangana state and told the UPA Coordination Committee group considering the issue that it would "weaken the federal principle" and "open up a plethora of demands for new states".

In a communiqué to defence minister Pranab Mukherjee, group chairman and CPI(M) general secretary Prakash Karat said linguistic states provided the bedrock for the country's federal system and contributed to the federal polity.

"Dividing these states into smaller states will weaken the federal principle. Small states emerging out of the division of linguistically homogenous states will be more dependent on the Centre and this will militate against the federal principle," he said.

"The CPI(M) has always held that we need both a strong Centre and strong states to strengthen national unity," Karat added.

The leader said that instead of tackling the root cause of regional imbalance, backwardness and underdevelopment, the demand for new states would be a diversion and open up a host of intra-state problems. This would heighten differences and weaken the unity of the people.

Karat said Telangana was historically underdeveloped and had lagged behind in development since Independence too. Suggesting a number of steps for the region's development, he said priority should be given to irrigation projects that cater to Telangana's needs.

Karat suggested that a comprehensive land distribution programme be undertaken in the state with the focus on Telangana; special steps be taken to improve the economic and social conditions of Dalits, tribals and minorities.

He said a high-powered committee should be formed to undertake a comprehensive study of imbalanced development among different regions and districts, a development index for each mandal should be developed on this basis and comprehensive plans prepared.

KARAT'S TAKE

- CPM is of view that creation of a separate state will 'weaken federal principle' and 'open up a plethora of demands for new states'
- It feels the move would be a diversion and it would open up a host of intra-state problems
- It would also heighten differences among the people
- He suggested that a comprehensive land distribution programme be undertaken in the state with the focus on Telangana

07 MAY 2006 THE HINDUSTAN TIMES

পৃথক তেলেঙ্গানার বিরোধিতায় সিপিএম

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৫ মে: গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের প্রথম থেকেই সিপিএম পৃথক রাজ্য গড়ার বিরুদ্ধে। আর এখন যখন সুবাস ঘিসিং ফের মাথাচাড়া দিচ্ছেন, তখন পৃথক তেলেঙ্গানা গড়ার বিরোধিতায় যে তারা সরব হবে, তাতে কোনও সংশয় নেই। সেই সুরেই ইউপিএ-র তেলেঙ্গানা সংক্রান্ত সাব কমিটির কাছে পৃথক রাজ্য না-গড়ে তেলেঙ্গানার উন্নয়নে সাত দফা সুপারিশ পেশ করল সিপিএম।

অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী চন্দ্রশেখর রাওয়ের সঙ্গে কার্যত সম্মুখসমরে নামল সিপিএম।

কেন্দ্রের শাসক জোট ও সমর্থকদের মধ্যে পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবি একটি প্রধান বিতর্কিত বিষয়। চন্দ্রশেখর রাওয়ের (তেলেঙ্গানা রাষ্ট্রীয় সমিতি) দলের লক্ষ্যই হল পৃথক তেলেঙ্গানা গঠন। কিন্তু সিপিএম প্রথম থেকেই এই দাবির বিরোধিতা করে আসছে। তাদের মূল বক্তব্য, ভাষাভিত্তিক রাজ্যগুলিকে এখন ফের ভাঙা শুরু হলে তার কোনও শেষ নেই। তাই সমাধান খুঁজতে হবে উন্নয়নের মাধ্যমে।

অন্ধ্রপ্রদেশের তেলেঙ্গানা অঞ্চল কী ভাবে সেচ থেকে শুরু করে শিল্প ও চাকরি-সহ সমস্ত বিষয়ে বঞ্চিত হয়েছে, তা পৃথক তেলেঙ্গানার দাবিদার সংগঠনগুলি গত দু'বছরে বিস্তারিত তুলে ধরেছে। গত নির্বাচনে ইউপিএ-র চেয়ারপার্সন সনিয়া গাঁধী-সহ বিভিন্ন নেতা ওই সব তথ্যের ভিত্তিতেই পৃথক তেলেঙ্গানার বিষয়টি খতিয়ে দেখার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

কিন্তু সরকারের মেয়াদ প্রায় এক বছর হয়ে গেলেও তেলেঙ্গানা নিয়ে আলোচনা খুব বেশি এগোয়নি। জোটের তরফে একটি সাব-কমিটি তৈরি হয়েছে মাত্র। সেই সাব-কমিটির সামনে সিপিএম লিখিত ভাবে জানিয়ে দিয়েছে, "অনগ্রসরতার সমাধান অন্ধ্রের বিভাজন নয়। এই ধারণা বিভ্রান্তিকর, পৃথক রাজ্য হলেই উন্নয়ন নিশ্চিত হয়ে যাবে। নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নিয়ে আর্থ-সামাজিক অনগ্রসরতা ও অনুন্নয়নের মোকাবিলা করতে হবে।" এর পরেই তারা যে সাত দফা ব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন সেগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছে।

সিপিএম চায়, তেলেঙ্গানা ও অন্য অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য সেচ প্রকল্প, ব্যাপক ভূমি বণ্টন কর্মসূচি, পশ্চাৎপদ মণ্ডলগুলিতে শিক্ষা বিস্তারের বিশেষ ব্যবস্থা, দলিত-হরিজন-সংখ্যালঘুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা, অনুন্নয়নের সমস্যা খতিয়ে দেখতে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি (কোন কোন অঞ্চল বেশি অনুন্নত তা নির্ধারণ করে তার ভিত্তিতে উন্নতির সুপারিশ করবে যে কমিটি), তেলেঙ্গানার লোকেদের চাকরির জন্য পূর্বতন নির্দেশগুলি কার্যকর করা এবং অনগ্রসর অঞ্চলের জন্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দ করা। যদিও মজাটা হল, এই ধরণের দাবিগুলি গত প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে বার বার তুলেও তেলেঙ্গানা 'বঞ্চিত'ই থেকে গিয়েছে।

06 MAY 2005 ANADABAZAR PATRIKA

Karat warning on Telengana

Prakash Karat

NEW DELHI, May 5. – The CPI-M general secretary, Mr Prakash Karat, in a note to Mr Pranab Mukherjee, chairman of the group appointed by the UPA coordination committee on the subject of a separate Telengana state, said acceding to the demand for such a state "will open up a plethora of demands for new states to be carved out of existing linguistic states".

The CPI-M has instead suggested steps to tackle the root cause of regional imbalance, backwardness and underdevelopment in the Telengana region. The note called for giving priority to irrigation projects, land distribution programmes, improved educational facilities, special measures for socio-economic development of Dalits, Girijans and tribals and allocation of special funds to the region.

"Small states emerging out of the division of the linguistically homogenous states will be more dependent on the Centre and this will militate against the federal principle. The CPI-M has always held that we need both a strong Centre and strong states to strengthen national unity," the party note maintained. — SNS

06 MAY 2006 THE STATESMAN

04 MAY 2
THE TELEGRAPH

Ghisingh ball in Centre court

A STAFF REPORTER

Calcutta, May 3: Unable to soften up Subash Ghisingh, whose intransigence over defining the constitutional status of Darjeeling has been disturbing the region, the state government today lobbed the issue to the Centre's court.

Government officials confirmed that the latest position sprang out of changing circumstances resulting from Gorkha National Liberation Front (GNLF) chairman Ghisingh's call for an "extensive" campaign for an autonomous Darjeeling Gorkha Hill Council, of which he is now a caretaker.

At a meeting yesterday, Ghisingh told GNLF MLAs, councillors and leaders to launch a campaign for the inclusion of three subdivisions in the sixth Schedule of the Constitution that, he argued, would facilitate the bestowing of tribal status on the hill people.

To seed the grounds further, Ghisingh is reportedly planning to fly to Delhi this week to meet the home minister.

Over the past several weeks Ghisingh has resisted all state government efforts for a negotiated settlement, forcing Writers' Buildings to call for a central initiative towards a full discussion in Parliament and an all-party approach to the issue at the national level.

"Realising the gravity of the issue, we want the matter to be discussed in Parliament and at an all-party meeting at the national level," said urban development minister Asok Bhattacharya, also the Left Front convener in Darjeeling.

Bhattacharjee and Ghisingh: No next round?

His report on the political churning in the hills in the wake of Ghisingh's current stand is now with the chief minister. The CPM, too, is pressing Buddhadeb Bhattacharjee to bring the Centre into the picture in a bigger way.

From Ghisingh's standpoint, the Darjeeling issue will stand resolved once Bhattacharjee's government and the CPM recognise what he calls "ground realities" and accede to his suggestion for a constitutional status for the DGHC.

"Bestowing the constitutional status on the DGHC is not a matter to be solved in any bipartite or tripartite meeting," a senior CPM functionary said, adding that the situation called for a central initiative.

Last week, the chief minister informed Prime Minister Manmohan Singh that he favoured an amendment to Article 371 of the Constitution for the purpose of bestowing the special status.

On its part, the GNLF pressed for the inclusion of Darjeeling, Kurseong and Kalimpong subdivisions in the sixth schedule of the Constitution.

During the last tripartite meeting in Delhi, in which home minister Shivraj Patil was also present, the Centre examined the options of amending the Article 371 and including the subdivisions in the sixth Schedule. None of the two will be possible minus Parliament's approval and a consensus among political parties.

Darjeeling: Going downhill...

By subordinating people's interests and democratic rights to political expediency, the Buddhadeb Bhattacharjee-Subash Ghisingh duo has reduced the DGHC to a non-starter. The Congress, of course, has its own axe to grind. And the Maoists may be eyeing the area, writes NIRAJ LAMA

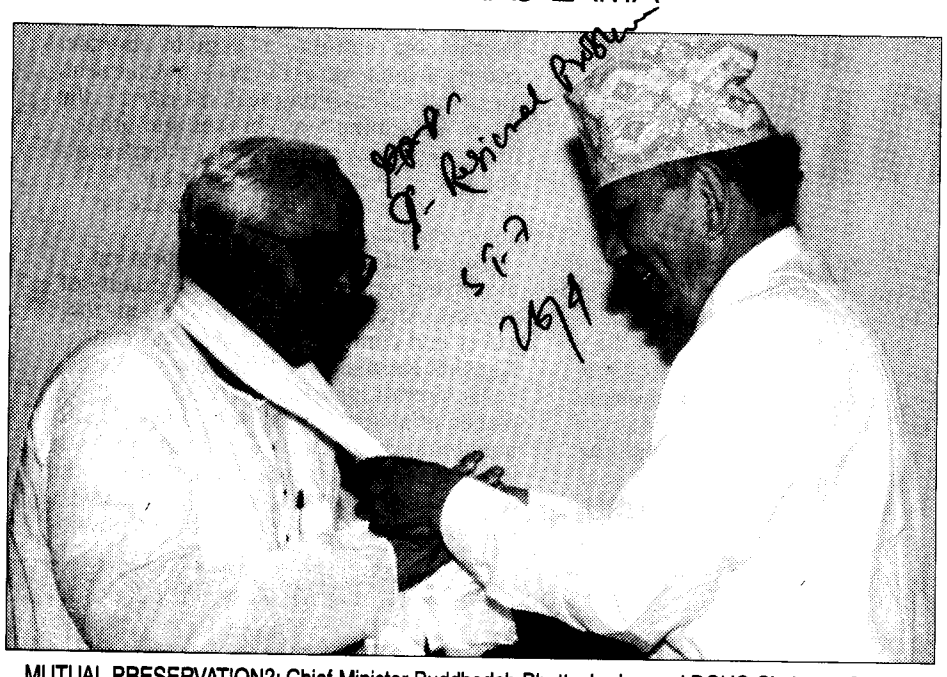

MUTUAL PRESERVATION?: Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee and DGHC Chairman Subash Ghisingh at Writers' Buildings in Kolkata. — PTI

The Darjeeling Gorkha Hill Council, a unique exercise in Indian federalism established 16 years ago is about to be discarded as a failure. A general consensus over its inefficacy now prevails and that includes the West Bengal government.

Writers' Buildings has agreed on the need to overhaul the purported "autonomous hill council", which it has been claiming for long as a "model" for the country. Hopefully, this time the Marxists will be sincere and discard hyperbole. (It is another matter that the Ladakh Autonomous Hill Development Council was set up in 1995 on the lines of the DGHC.)

After two years of unprecedented violence for separate statehood rocked the Darjeeling Hills, the DGHC was set up in 1988. The politico-administrative set-up was a result of a tripartite agreement among the State government, the Centre and the Gorkha National Liberation Front, led by Subash Ghisingh. The council's mandate was to advance hill people socially, economically, educationally and culturally, by lending a measure of autonomy to the region. After 16 years, however, the general feeling in Darjeeling is that of despondency. Economic opportunities are negligible, education and health facilities inspire no confidence, infrastructure is antiquated and the fragile hill ecology is under threat. The people feel that the DGHC has failed to meet their aspirations. Rather, the council has bred corruption and criminalised politics, even as living conditions of the masses deteriorated.

The DGHC elections, due before 25 March 2004, has been put on hold by the state government indefinitely. Since the beginning of this year, four rounds of tripartite talks have been held in New Delhi, with Mr Ghisingh demanding an "alternative" to the DGHC.

At the last round of talks in New Delhi, the Sixth Schedule and Article 371 of the Constitution were discussed as options for the DGHC. While there has been no commitment yet from either the state government or the Centre, the GNLF after Mr Ghisingh's return claimed it would be "either, or" of the aforementioned constitutional provisions for Darjeeling. The state government has engaged constitutional experts to understand the implications of the provisions. (The hill people are anxious and curious to understand these constitutional obscurities). The state government would be loathe to lose control over the Darjeeling Hills. Under the Sixth Schedule and Article 371, the influence that the Writers' Buildings wielded over the DGHC would be significantly reduced. The power struggle that the state government and the DGHC publicly engaged in during Jyoti Basu's chief ministership is somewhat tempered during Buddhadeb Bhattacharjee's administration.

There are strong suggestions that this time the Left Front government is mentally prepared to accede, to a great degree, the nearly 100-year-old demand for autonomous rule in the Darjeeling Hills, short of Gorkhaland. Under the Sixth Schedule, the elected autonomous district councils are powerful enough to not just legislate and impose taxes, but also have its own judiciary. (The DGHC just has executive powers). Any Act of the state legislature or Parliament will not prevail in the Sixth Schedule's ambit unless the Governor or the President, respectively, decide to intervene.

The state has been barred from encroaching on the number of Subjects on which the autonomous district councils can make laws. The above provision, included in Article 244 (2) and 275 (1) of the Constitution, is expressly for the administration of tribal areas in Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. These are areas inhabited by tribals who have well-defined customs and institutions, which the Constitution lends legitimacy to through the Schedule. In the case of Darjeeling, the tribal population is a minority and there are no traditional institutions of the kind that exists in the North-east that can administrate. This throws up problems, when considering the possibility of including the Darjeeling Hills in the Sixth Schedule. The state government has, reportedly, turned down this option.

Article 371 has 10 different provisions [from 371- 371 (i)], ranging from creating regional development boards under the Governor in Maharashtra and Gujarat to creating a Central University in Andhra Pradesh and closer home, special provisions guaranteed to Sikkim under 371(F). What is common to these provisions is the special powers conferred on the Governor to intervene in the administration of these areas/institutions. Article 371 does not devolve the powers from the state government to the extent it does in the Sixth Schedule. It won't be surprising if this option gets exercised. But how exactly it would translate administratively for Darjeeling is a matter of speculation. One thing is clear. A constitutional recognition is in the offing for whatever autonomous dispensation may be created for the Darjeeling Hills. One of the biggest lacunae of the DGHC was its lack of constitutional recognition, though it was created under a state Act "assented to by the President". For all practical purposes, the DGHC became just another state government department.

The so-called autonomy was a farce, with the government not only exercising control over most of the Subjects transferred to the DGHC, but deliberately setting up parallel authorities that undermined the council's powers. For instance, while panchayat and rural development is a transferred Subject, block development officers, extension officer (panchayats) and the panchayat staff remain with the district administration. There are many more examples. Though during the signing of the tripartite agreement the Centre and the state had committed to a regular flow of funds to make the exercise of the hill council a success, it turned out to be patchy in practice.

The average flow annually is said to be about Rs 100 crore. It is hard to verify details – particularly, that of finance – when it comes to the hill council, and that brings us to the biggest problem — non-transparency and irregularities, under an inept leadership, is characteristic of the DGHC's functioning. The state government turns a blind eye to it all.

After the assassination attempt on Mr Ghisingh in February, 2001, the DGHC virtually became a one-man's personal enterprise. For four years, Mr Ghisingh as the Chairman did not convene a meeting of the General Council nor of the Executive Council. It is mandatory for the two bodies to meet once in three months and once every month, respectively.

The state government, which has 11 nominees to the General Council, declared ignorance about the meetings not being held when challenged in courts through a writ petition filed by an Opposition leader. Clearly, Writers' and Mr Ghisingh circled the wagons, keen on mutual preservation.

It is important for the state government to keep the Ghisingh phenomenon going, even if it means postponing elections and making him the DGHC's sole caretaker, in defiance of democratic principles. The GNLF leader is an old customer and in Kolkata's view, keeps peace in the Hills.

Though the public perception of Mr Ghisingh outside the Hills is that of a man for Gorkhaland, in the he is seen as a state-sponsored stumbling block on the way to separate statehood. The latter view is closer to the truth. Writers' Buildings cannot ignore the fact that Mr Ghisingh's popularity has waned with disaffection growing among the people. Writers' is under pressure from the CPI-M hill cadres to take a clear stand against the GNLF, which has led the political wing of the government, including the CPI-M and the CPI, to align themselves with the three-party Opposition coalition — the People's Democratic Front, comprising the All-India Gorkha League, the GNLF (C) and the Communist Party of Revolutionary Marxists.

It is a fine balance for the government. While on the one hand the regional CPI-M leaders, including the State Urban Development Minister, Ashok Bhattacharya, accuses Mr Ghisingh on the floor of the Assembly of "blackmailing" the government. On the other, a month later, the Chief Minister apologises for the remarks. That is the reason the CPI-M's relation with the PDF is peculiar. The government is averse to the rise in the strength of the AIGL and the CPRM, fearing their latent tendency towards a separate state.

It cannot be denied that the CPI-M has joined the Opposition group, only to be able to control the growth of the AIGL and the CPRM. The CPI-M's long-term aim is to be the GNLF's alternative in the Hills. When it comes to the Centre, it is also not seen to be fair to the Darjeeling Hills.

The Centre had agreed to postponing elections and making Mr Ghisingh sole-caretaker of the DGHC. The Congress, which secured the support of the GNLF during the last parliamentary elections and won the Darjeeling seat, is hopeful for a favourable performance in the region in next year's Assembly elections. The Congress is ready to keep Mr Ghisingh in good humour – another reason why the state government has been mollycoddling the GNLF leader. It is trying to ensure that the Congress does not advance in the Hills before the Assembly polls.

Complex as the politics of the Hills is, the larger good has been subordinated. The state government, the Centre and Mr Ghisingh are seen to be engaged in a desperate struggle to survive in the Hills, oblivious to the problems of the place. If this is how it continues — now, even the panchayat elections in the Hills have been deferred indefinitely – Buddhadeb Bhattacharjee's fears of the Maoists across the border fomenting trouble in Darjeeling may come true. It is the Chief Minister who is preparing the ground for it, by suspending the democratic rights of the hill people. This has also made the case for separate statehood stronger.

(The author is The Statesman's *Darjeeling-based correspondent.)*

24 APR 2005

THE HINDUSTAN TIMES

Centre strikes down Ghisingh demand

No CBI probe into 2 councillors' murder

Romita Datta
Kolkata, April 23

GNLF SUPREMO Subash Ghisingh is not having his way with the Centre, though the Left Front government has been more than eager to meet his demands. In a recent letter to the state government, the Centre has struck down two of Ghisingh's vital demands.

Ghisingh had demanded CBI probes into the murder of three GNLF councillors and an assassination attempt on himself as a precondition for the holding of the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC) elections, but a letter from A.K. Srivastav, joint secretary in the Union ministry of home affairs (MHA), written last week, has made it clear that the Centre was ready to engage the CBI only in two of the cases — the killing of councillor C.K. Pradhan and the attempt on Ghisingh's life — although the state had agreed to all four.

Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee had no problems to the CBI investigations as demanded by Ghisingh, but, now, the Centre's reluctance to meet the GNLF chief's demand in full has raised apprehensions of fresh complications in the holding of the DGHC polls.

The demand of CBI investigation into the murder of three GNLF councillors—C.K.Pradhan, Rudra Pradhan and Prakash Singh—and a murder attempt on Ghisingh himself had been one of the GNLF chief's persistent demands, and he had even threatened to paralyse life in the Hills and prevent the DGHC polls if the demand wasn't met.

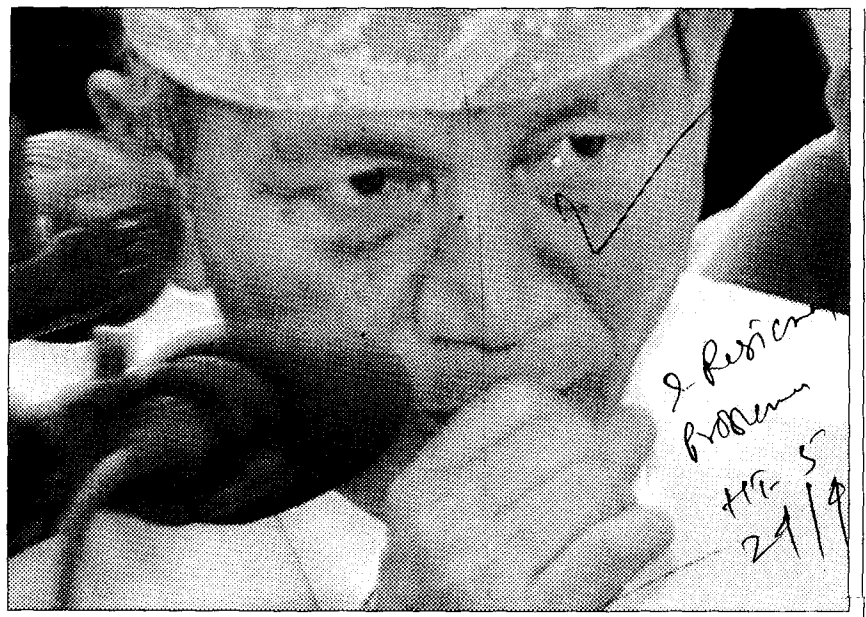

Though Ghisingh's reaction was not available, the Centre's decision appears to have come as a shock to GNLF councillors. The party's Darjeeling branch committee president, Dipak Gurung, couldn't, at first, believe the Centre had taken such a decision. He said CBI probes into all four cases were still fundamental to their package of prerequisites for letting elections in the Hills and hoped the Centre would fulfil them step by step. He, however, added that Ghisingh was the final authority to decide the GNLF's future course of action.

The letter from the ministry of home affairs has asked the state government to issue a notification on the basis of which the Delhi Special Police Act would empower the CBI to investigate the cases. The state has acted accordingly and the CBI is expected to begin its probe into two cases — instead of four — very soon.

Opp loads ammo against GNLF

HT Correspondent
Darjeeling, April 23

IN ORDER to scupper the ruling GNLF's poll manoeuvres, the five-party Opposition alliance in the Hills met on Friday evening to discuss their strategies for the Mirik Municipality elections and the Darjeeling Municipality bypolls.

Battle for the smallest civic body is hotting up, with the political parties in the Hills eyeing it as a testing ground in the run-up to the DGHC elections. The coordination committee of the CPI(M), CPI, CPRM, AIGL and GNLF(C) has decided to hold a rally and a public meeting to commemorate May Day. Left Front president Biman Bose is expected to take part in the rally on May 1.

The Opposition also plans to organise a seminar to highlight the "lackadaisical attitude" of the DGHC. It will discuss in details the Sixth Schedule and Article 371 to create general awareness among the people.

"The public should know what Subash Ghisingh and his GNLF are actually hankering for in the name of constitutional guarantee, which they claim is necessary to alleviate the miseries of the people of the Hills. The seminar will give the people a clear picture of the constitutional complexities and unmask a power-hungry GNLF," Gorkha League leader S.B. Zimba said, adding that constitutional experts would be present to explain the intricacies of the Sixth Schedule.

Zimba said the PDF's main aim this time would be to break the tradition of GNLF candidates emerging victorious "by hook or by crook". The Gorkha League leader's assertion was corroborated by the fact that the PDF announced its candidates in all nine wards in Mirik and in ward-22 of Darjeeling on Saturday.

The Opposition has fielded Madhu Thapa for ward-1, T.S. Moktan for 2, Kamala Tamang for 4 and Sanjay Sarki for ward-5. CPI(M)'s Narayan Pradhan filed his nomination from ward-22 of the Darjeeling Municipality. After the nominations were filed on Saturday, the coordination committee also chalked out a common minimum programme for the polls.

Meanwhile, in the rival camp, GNLF leaders exuded confidence of sweeping the civic body elections this time too. Deepak Gurung, the party's Darjeeling Branch Committee president said: "We will win all nine seats of Mirik and the Darjeeling by-elections. The people will once again repose their faith in the GNLF and the Green Flag."

The total number of nominations filed on Saturday — the last day of submitting papers — for the nine wards in Mirik stood at 40, with three contesting on CPI(M) tickets. A less-known face in the Hill political circles, Duncan Gurung, filed his on a Congress ticket from ward-8. For ward-22 of the Darjeeling Municipality, there are five candidates in the fray.

COUNTDOWN TO CIVIC POLLS

Ghisingh seeks ST status for Gorkhas

Amitava Banerjee
Darjeeling, April 19

WITH BOTH the Centre and the state government amenable to a Sixth Schedule status for the Hills to end the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC) imbroglio, the Gorkha National Liberation Front (GNLF) chief, Subash Ghisingh, has begun preparing the ground to meet the Sixth Schedule criteria.

He is now pressing for the inclusion of the various Gorkha communities in the list of Scheduled Tribes, as the Constitution strives to protect tribal interests, tribal autonomy and their rights over land through the Fifth and Sixth Schedules. The area under the DGHC must, therefore, have a predominantly tribal population to come under the Schedule's protective clauses. Some of the places already included in the Sixth Schedule are the tribal areas of the Northeastern states such as Meghalaya, Mizoram, Tripura and Assam, including Karbi Anglong and the North Cachar Hills.

The Sixth Schedule provides for the establishment of autonomous district councils and autonomous regions empowered with legislative, judicial, executive and financial powers, but lays down that a region's population must be at least 60 per cent tribal to avail of the privileges.

To ensure that the DGHC is not disqualified on this score, Ghisingh (presently the administrator, DGHC) wrote to Kunwar Singh, chairman, National Commission for STs, on April 9, expressing his gratitude for granting scheduled tribe status to the Tamangs and Limbus, which was done through a Government of India gazette notification, but demanded similar status for the other Gorkha communities as well. "The action of the Government of India has created confusion, controversy and ill feelings among other Gorkha tribes like Khambu (Rai), Gurung, Mangar, Newar, Khas (Chettri) and Baahun (Brahmin), who follow the same language, culture and religious beliefs, and all of them, including the Tamangs and Limbus, who are worshippers of stones, rivers, trees, etc, come under the Bonbo (shamanistic worship)," he wrote.

Ghisingh maintained that the matter had already been discussed in the second round of the tripartite review meeting on the fate of the DGHC on January 28, chaired by Dhirendra Singh, Union home secretary, in New Delhi.

"I would, therefore, on behalf of the DGHC, request you to consider the above case for granting Scheduled Tribes status to all the members of the other left out Gorkha communities as a special case," Ghisingh wrote.

The 1991census had shown a tribal population of 74,019 in the three hill sub-divisions of Darjeeling, while the 2001 census put the figure at 85,047 out of a total population of 7,90,591. The welfare office for the backward classes estimates — although no census has yet been conducted after the inclusion of the Tamangs and Limbus — the tribal population to be around 35.5 per cent of the total population in the three hill sub-divisions of Darjeeling. There are indications to suggest that the Gurungs and the Rais are already being considered for inclusion in the list of Scheduled Tribes. N.K. Chowdhury, director, Culture Research Institute, Kolkata, will be visiting Darjeeling shortly to review the matter.

At present, the tribal population of the Darjeeling hills comprises the Lepchas, Sherpas, Bhutias, Yolmos, Tamangs and Limbus. The inclusion of the Rais and the Gurungs would increase the tribal population beyond the present 35.5 per cent, thus making the DGHC area eligible for inclusion in the Sixth Schedule.

Sources say that representatives of the other Gorkha communities, meanwhile, are planning to go to Delhi to press for their inclusion in the tribal list.

Tribal twist to Darjeeling demography

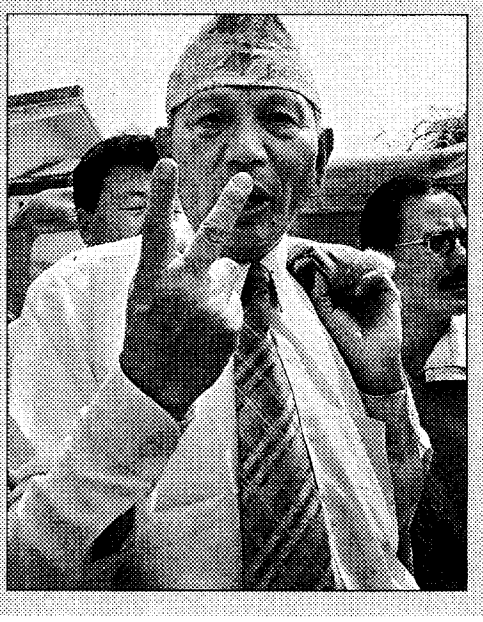

Darjeeling's ST communities
Lepchas, Sherpas, Bhutias, Yolmos, Tamangs and Limbus

Those awaiting inclusion
Khambu (Rai), Gurung, Mangar, Newar, Khas (Chettri) and Baahun

Estimated percentage
of present tribal population is 35.5 per cent

20 APR 2005 THE HINDUSTAN TIMES

পার্বত্য পরিষদের ভোট সেপ্টেম্বরে, পঞ্চায়েত স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি ও শিলিগুড়ি, ১৪ এপ্রিল: সুবাস ঘিসিংকে খুশি করে কেন্দ্র ও রাজ্য দুই তরফই সেপ্টেম্বরের মধ্যে দার্জিলিঙে পরিষদের নির্বাচন নিশ্চিত করার পাশাপাশি পাহাড়ে পঞ্চায়েত ভোট আপাতত স্থগিত করে দেওয়া হল। বৃহস্পতিবার নর্থ ব্লকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের দফতরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পরে ঘিসিং জানিয়ে দেন, পাহাড়ে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই ভোট হবে। ঘিসিংয়ের মতে, "যত তাড়াতাড়ি ভোট হয়, ততই ভাল।" উল্টো দিকে, রাজ্য নির্বাচন কমিশন এ দিনই বিজ্ঞপ্তি জারি করে পাহাড়ে পঞ্চায়েত ভোট অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দিয়েছে। ওই বিজ্ঞপ্তিতে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, পার্বত্য পরিষদের ভোটের পরেই পাহাড়ে পঞ্চায়েত ভোট হবে। দার্জিলিঙের জি এন এল এফ নেতৃত্ব পঞ্চায়েত ভোট স্থগিত রাখার সিদ্ধান্তে খানিকটা বিস্মিত হলেও সি পি এম এবং পি ডি এফ খুশি।

পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, রাজ্য ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ঘিসিংয়ের দাবি-দাওয়া মেনে নেওয়ার আশ্বাস দিলেও পাল্টা চাপ বজায় রাখতেই পঞ্চায়েত ভোট স্থগিত করে দিয়েছে। পাশাপাশি, পঞ্চায়েত ভোটে ঘিসিং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে পরে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ঘিসিং দর কষাকষিতে বাড়তি সুবিধা আদায়ে তৎপর হতে পারেন। সে কথা মাথায় রেখেই প্রথমে পরিষদের ভোটের ফল দেখে নিতে চাইছে রাজ্যের শাসক দল। পুরমন্ত্রী তথা দার্জিলিং জেলা সি পি এম সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অশোক ভট্টাচার্য বলেন, "দলের তরফ থেকে পঞ্চায়েত ভোট পিছিয়ে দেওয়ার দাবি তুলেছিলাম। কেননা, দার্জিলিঙে শুধু গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ভোট হওয়ার কথা হচ্ছিল। পঞ্চায়েত সমিতির ভোট করানোর দাবি তুলেছিলাম। পাশাপাশি, জেলা পরিষদ না থাকলেও পাহাড়ে সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছে পরিষদ। সর্বোচ্চ স্তরের ভোট না করে কেন গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ভোট হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় রাজ্য নির্বাচন কমিশন বিষয়টি ভেবে দেখার আশ্বাস দিয়েছিল।"

এ দিন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব ভি কে দুগাল ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যসচিব অশোক গুপ্ত ও স্বরাষ্ট্রসচিব অমিতকিরণ দেব ঘিসিংকে বোঝান, আগামী ছ'মাসের মধ্যে নির্বাচন না-হলে সমস্যা দানা বাঁধবে। ঘিসিংয়ের মন রাখতে দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদকে বিশেষ সাংবিধানিক মর্যাদা দেওয়ার ব্যাপারেও তাঁরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। হয় ভারতীয় সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল নয়তো ৩৭১ ধারা অনুযায়ী এই স্বীকৃতি মিলতে পারে। তবে দুগাল বা অশোকবাবু, দু'জনেই স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, পৃথক রাজ্যের মর্যাদা পাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

পরে অশোকবাবু ব্যাখ্যা করেন, সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলের আওতায় দার্জিলিঙের মর্যাদা পাওয়ার বিধিগত সমস্যা রয়েছে। কারণ, উপজাতি অধ্যুষিত জেলা বা এলাকার স্বশাসনের ক্ষেত্রেই এই তফসিল প্রযোজ্য। তিনি এ ব্যাপারে ত্রিপুরার দৃষ্টান্ত দেন। তবে দার্জিলিঙের বাসিন্দারা, বিশেষত নেপালি বা গোর্খাদের সকলকে 'উপজাতি' আখ্যা দেওয়া বিধিসম্মত হবে কি না সেই প্রশ্ন রয়েছে। পাল্টা যুক্তি দিয়েছেন ঘিসিং। তিনি কেন্দ্রের নাম না করে নর্থ ব্লকের দিকে আঙুল তুলে বলেন, "ওরা তো রাজনীতি করছে। লিম্বুকে তফসিলি সম্প্রদায়ভুক্ত করেছে, রাইকে করেনি। কেন?"

ষষ্ঠ তফসিলের ক্ষেত্রে বিধিগত সমস্যা থাকলেও সংবিধানের ৩৭১ ধারা অনুযায়ী উন্নয়ন খাতে অর্থ বণ্টন, রাজ্য সরকারে চাকরি, শিক্ষাগত পরিকাঠামো ইত্যাদির নিরিখে পার্বত্য পরিষদের হাতে বেশি ক্ষমতা দেওয়ার বিষয়ে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে আলোচনা করবে। ঘিসিংকে দুগাল প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, জি এন এল এফ নেতার উপরে হামলার ঘটনার সি বি আই তদন্তের কাজও দ্রুত সম্পন্ন হবে।

16 APR 2005

ANANDABAZAR PATRIKA

Special status hope for hill council

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

New Delhi, April 14: The Union home ministry today agreed to consider granting special status to the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC), raising hopes that the long-pending election to the hill governing body could be possible within the six-month deadline set earlier.

Interim administrator of the council Subash Ghisingh has so far refused to hold the DGHC poll until an alternative to the council is formed. The election was supposed to be held by March 25.

Union home secretary V.K. Duggal today said Ghisingh had, "in principle", agreed to hold the DGHC elections within six months. During this period, the hill leader would like the government to make up its mind on the kind of status it is willing to grant the council.

The central and state government will explore the options of according constitutional status to the council under the Sixth Schedule of the Constitution or through special provisions under Article 371, Duggal said after a tripartite meeting at North Block attended by Ghisingh, West Bengal chief secretary Asok Gupta and home secretary A.K. Deb.

If the DGHC is granted Sixth Schedule status, it will become as autonomous as the Bodo Territorial Council negotiated by the Bodo Liberation Tigers in Assam.

Autonomous councils under the Sixth Schedule not only get funds directly, to be spent according to local priorities, but are also empowered to block the application of laws enacted by the legislature, unless specifically notified. In some instances, the councils and its officers also have the right to try criminals for offences punishable with less than five years' imprisonment.

A special status under Article 371, however, needs to be negotiated harder, especially

Ghisingh: Poll ready

if a free hand to undertake development projects is not all that Ghisingh is eyeing.

Under this provision, the council can set up separate development boards that will submit their reports to the Assembly. The provision has been used in Maharashtra to create developmental boards for areas like Marathwada and Vidharba.

Ghisingh, though, was cautious and rejected suggestions that he wanted control over the police in the Darjeeling hills that comprised the subdivisions of Kalimpong, Kurseong and Darjeeling.

15 APR 2005 THE TELEGRAPH

12 APR 2005

ANADABAZAR PATRIKA

পাহাড়ে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভোট, ইঙ্গিত দিলেন ঘিসিং

পার্থসারথি সেনগুপ্ত ● নয়াদিল্লি ও কিশোর সাহা ● শিলিগুড়ি

১১ এপ্রিল: আগামী সেপ্টেম্বরের মধ্যেই দার্জিলিংয়ে নির্বাচনের সবুজ সঙ্কেত দিলেন সুবাস ঘিসিং। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে রাজ্য ও কেন্দ্রের সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের ৭২ ঘণ্টা আগেই সোমবার রাজধানী পৌঁছে ঘিসিং জানান, পাহাড়ে সমস্যার জট কাটছে। নির্বাচন এবার হবেই। বুদ্ধবাবু সম্পর্কেও যে তিনি অখুশি নন, তাও জানিয়েছেন দার্জিলিং পার্বত্য গোর্খা পরিষদের কার্যকরী প্রশাসক ঘিসিং।

এ দিন দিল্লির গোর্খা ভবনে ঘিসিংকে প্রশ্ন করা হয়, "এ বার সময়মতো পাহাড়ে নির্বাচন হবে তো?" ঘিসিং বলেন, "একটা সমঝোতা তো ছ'মাসের মধ্যেই হয়ে যাবে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নির্বাচনও হবে।" বস্তুত, বৃহস্পতিবারের বৈঠকে রাজ্যের তরফে তো বটেই, কেন্দ্রের তরফেও ঘিসিংকে নির্বাচনের পথে আনার জোর চেষ্টা চালানো হবে। সেই ব্যাপারে অন্তত জমি যে কিছুটা তৈরি রয়েছে, খোদ ঘিসিংয়ের কথাতেই তা স্পষ্ট। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সচিব পর্যায়ের বৈঠকে যোগ দিচ্ছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব অশোক গুপ্ত, স্বরাষ্ট্রসচিব অমিতকিরণ দেব প্রমুখ। স্বরাষ্ট্রসচিব বলেছেন, "পার্বত্য কাউন্সিলে বেশ কয়েকটি মৌজার অন্তর্ভুক্তি থেকে শুরু করে নানা বকেয়া বিষয়ে আলোচনা হবে।"

পার্বত্য পরিষদের বিকল্প পাওয়ার ব্যাপারে তিনি যে ক্রমশই আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছেন, পরিষদের 'কেয়ারটেকার চেয়ারম্যান' ঘিসিং শিলিগুড়িতেই তা জানিয়ে গিয়েছিলেন। দিল্লি যাওয়ার পথে শিলিগুড়ির অদূরে 'পিনটেল ভিলেজ'-এ বসে ঘিসিং বলেন, "আমরা পার্বত্য পরিষদের বিকল্প চেয়েছি। তা নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে আগেও আলোচনা হয়েছে। ১৪ এপ্রিল ফের হবে। এখনও পর্যন্ত কেন্দ্র ও রাজ্যের তরফে খুবই ভাল সাড়া পাচ্ছি। আশা করি ছ'মাসের আগেই আমাদের দাবি পূরণ হবে। সে ক্ষেত্রে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পাহাড়ে ভোট হবে।" পাশাপাশি ঘিসিং এও জানান, ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পর তেমন প্রয়োজনে তিনি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সঙ্গেও দেখা করার চেষ্টা করবেন। তবে পরিষদের বিকল্প বলতে ঠিক কী, সে ব্যাপারে স্পষ্ট কিছু বলেননি ঘিসিং। তিনি বলেন, "বিকল্প বলতে এমন ব্যবস্থা যাতে দেশের নিরাপত্তা রক্ষার পাশাপাশি পার্বত্য পরিষদকে আরও শক্তিশালী করা যায়। সেটা কী ভাবে সম্ভব তা নিয়ে রাজ্য ও কেন্দ্র তাদের মতামত জানাক। তার পরে আমরা সেগুলি নিয়ে আলোচনা করে আমাদের মতামত দেব। মনে হয় সমস্যা মিটে যাবে।" জি এন এল এফের একটি সূত্রে জানা গিয়েছে, এই মুহূর্তে পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে দর কষাকষি না করলেও পরিষদের সাংবিধানিক 'গ্যারান্টি' চাইছেন ঘিসিং। সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিলভুক্ত করে পরিষদকে শক্তিশালী করার ব্যাপারেও কেন্দ্র ও রাজ্যকে ভাবার অনুরোধ করেছেন ঘিসিং। জি এন এল এফের কয়েক জন নেতা জানিয়েছেন, ধীরে সুস্থে লক্ষ্যপূরণের দিকে এগোতে চাইছেন তিনি। কেন্দ্রের তরফে পাহাড়ের বাসিন্দাদের সমস্যা খুবই সহানুভূতির সঙ্গে দেখা হচ্ছে বলে জি এন এল এফের নেতারাই জানিয়েছেন।

১৮ এপ্রিল মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দার্জিলিং যাওয়ার কথা। সেখানে দলীয়ও স্তরেও তিনি কথাবার্তা বলবেন। নানা ধরনের চাপ সত্ত্বেও ঘিসিংয়ের সঙ্গে সংঘাতের পথ এড়াতে কেন্দ্রের তরফে বার বার বলা বুদ্ধবাবুকে। কেন্দ্রের আশঙ্কা, নেপালে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক ডামাডোল তথা মাওবাদীদের উৎপাতের পরিপ্রেক্ষিতে ভূ-রাজনৈতিক কারণেই দার্জিলিং—এ শান্তি বজায় রাখা দরকার। অন্তত, স্থিতাবস্থায় যাতে কোনও চিড় না ধরে, সে দিকে নজর রাখতে কেন্দ্র আর্জি জানিয়েছে বুদ্ধবাবুকে। গত সপ্তাহে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সঙ্গে বৈঠকেও এই বিষয়টি আলোচনা করেছেন বুদ্ধবাবু।

বুদ্ধবাবু যে ঘিসিংকে 'খুশি' রাখতে পেরেছেন, তা দিল্লিতে ঘিসিংয়ের কথা থেকেই স্পষ্ট। বুদ্ধবাবু সম্পর্কে তাঁর মনোভাব জানতে চাওয়ায় ঘিসিং বলেন, " এখন তো সব ঠিকই আছে। আগে একটা সমস্যা দেখা দিয়েছিল। অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। সেটা তো কেটে গিয়েছে।" ঘিসিংয়ের আশা, ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বোঝাপড়ায় উপনীত হওয়া যাবে। ঘিসিং তাঁর অনুগামীদের জানিয়েছেন, বুদ্ধবাবু জবরদস্তি পাহাড়ে ভোট করানোর চেষ্টা না-করে সদর্থক মনোভাব দেখিয়েছেন। তাই পরিষদের বিকল্প খোঁজায় মুখ্যমন্ত্রী 'সক্রিয়' ভূমিকা নেবেন।

Ghisingh dashes to Delhi

Seeks 'alternative' to DGHC & report card on attack probe

HT Correspondents
Siliguri/Darjeeling, April 11

GNLF LEADER Subash Ghisingh has made it clear that the onus of finding an alternative to the DGHC lies with the Centre. Sources said Ghisingh left for New Delhi on Monday, accompanied by former DGHC vice-chairman Hangu Subba and his two bodyguards, after an "urgent call" from the Union home ministry.

The GNLF's demand for an alternative to the DGHC and the progress of the CBI probe into the February 2001 assassination attempt on its chief, Subash Ghisingh, is expected to be on the agenda for tripartite talks in Delhi on April 14. Union home minister Shivraj Patil and chief minister Buddhadeb Bhattacharjee are expected to attend the talks.

Speaking to reporters, Ghisingh, the caretaker of the DGHC after its term expired on March 25, did not elaborate on the what he meant by an "alternative" to the Hill Council. Front-ranking GNLF leader, Shanta Chhetri, however, clarified that it meant nothing less than a separate state of Gorkhaland — a demand Ghisingh has not voiced since the formation of the DGHC in 1988.

The progress of the CBI probe into the assassination attempt on Ghisingh has also been raised by the GNLF, as three of its councillors were killed in the past three years.

Ghisingh said the state government had already made it clear that it had no objection to the DGHC being given constitutional recognition under the Sixth Schedule of the Constitution. But, he added, "It is the state's version, let's see what the Centre has to offer."

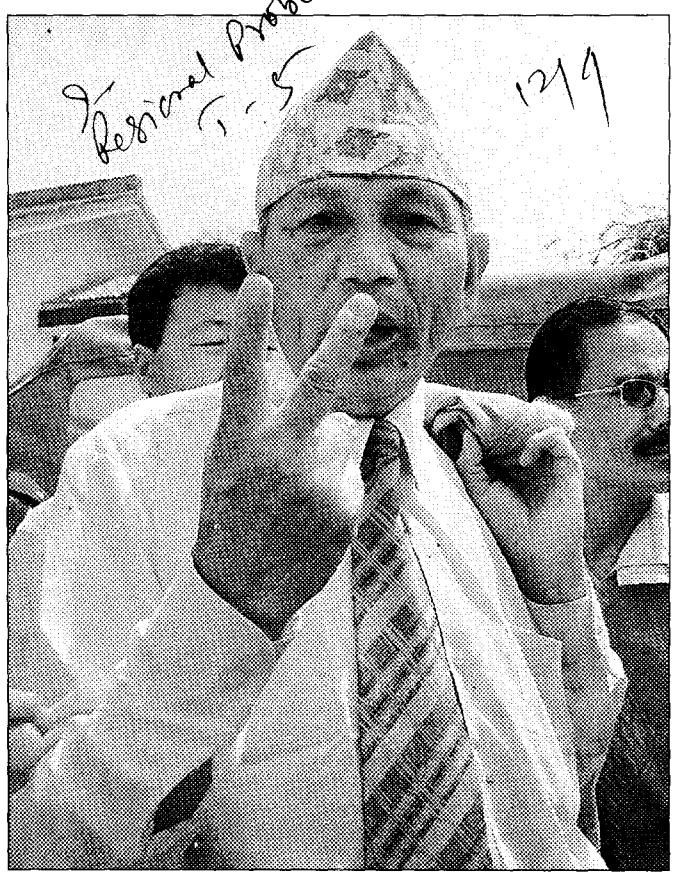

NEELAM GHIMEERAY/HT
Ghisingh gestures at reporters before leaving for Delhi on Monday.

Ghisingh who has, of late, been cosying up to the Congress exuded confidence that the United Progressive Alliance government at the Centre would meet his demands within six months. However, he refused to spell out a "viable alternative" to the DGHC. But added: "There may be some more parleys in Delhi, as it is not possible to find a solution to the vexed issue in a single round of talks."

On Opposition charges that he wants the Centre's help to make the DGHC a "nominated body", Subash Ghisingh rubbished them as baseless. "Now the DGHC is an elected body."

Political observers feel the talks could be crucial since Buddhadeb Bhattacharjee's objective would be to ensure that the DGHC election was held by September.

He had pledged to do so in the Assembly while making Ghisingh the caretaker of the Darjeeling Gorkha Hill Council for six months. But, Chhetri maintained that Ghisingh "in no case will agree to hold the election until his demand for an alternative to the council was met".

Meanwhile, the Opposition in the Hills is divided over the talks in Delhi. While the Gorkha League flayed Ghisingh as a pawn in the Centre's hand, the CPRM welcomed talks.

"It took Ghisingh 16 years and Rs 2,500 crores to realise that the DGHC had become redundant. He will now accept what the Centre hands down (6th Schedule or 5th Schedule) and then after wasting some more years and crores he will again realise that it, too, has become redundant," said AIGL leader S.B. Zimba.

On the other hand, the CPRM welcomed the tripartite talks in Delhi, but vehemently criticised Ghisingh's lone representation from the Hills.

12 APR 2005 THE TELEGRAPH

THE HIDUSTAN TIMES
AFR 2005

Centre for 6th Schedule: Ghisingh

Pramod Giri
Siliguri, April 9

THE CLOUD of political uncertainty looming large over the Darjeeling Hills may soon be a matter of the past if GNLF supremo Subash Ghisingh's recent claim and the guarded observation of Union home minister Shivraj Patil are any indication.

Smug ever since the government succumbed to his pressure tactics and appointed him the caretaker of the DGHC, Ghisingh on Saturday announced that the Centre was willing to include the whole of Darjeeling in the Sixth Schedule of the Constitution.

Subash Ghisingh

Addressing a gathering in Soureni, near Mirik, where he inaugurated a community hall, the GNLF boss said: "The Union government is ready to accept our demand to include the Darjeeling Hills under the Sixth Schedule. We always wanted this to happen, but kept quiet for years... You (the people) won't be unhappy if the GNLF's demand is accepted."

Ghisingh's statement is of great political significance, as it could bring to an end the ongoing controversy over the DGHC elections. The GNLF has long been demanding an alternative to the Hill Council before the polls are held.

An observation made by Shivraj Patil during his recent three-day visit to Sikkim also fuels speculation. When asked about the Centre's view on the GNLF demand for Gorkhaland, Patil had said political leaders of Darjeeling had "different opinions".

Though second-rung GNLF leaders are threatening not to allow the DGHC elections unless Gorkhaland was created, political observers say Ghisingh wants the Sixth Schedule demand to be met.

In a bid to maintain peace and not allow another phase of the movement for separate statehood to take off, the CPI(M) and the state government, who have been opposing the Sixth Schedule demand, will ultimately accept it once the Centre decides on it, observers feel.

Meanwhile, the Opposition in the Hills, which received a serious setback after the state government appointed Ghisingh the caretaker of the DGHC, will find it increasingly difficult to garner support of the people once the GNLF chief's second demand is met. And observers feel that the DGHC polls would be held within six months and the ruling GNLF will once again emerge victorious.

01 APR 2005
THE HINDUSTAN TIMES

Centre snubs Ghisingh

Aloke Banerjee
Kolkata, March 31

UNION HOME minister Shivraj Patil has categorically told GNLF chief Subash Ghisingh that the Centre, under no circumstances, would accept his demand of conferring a Union Territory status to Darjeeling, state urban development minister Asok Bhattacharya said on Thursday.

The minister said that the Centre felt converting Darjeeling into a Union Territory would open a Pandora's box since this would unlock a floodgate of similar demands from different parts of the country.

Insisting that the Left Front government led by Buddhadeb Bhattacharjee was no longer in a mood to bow to Ghisingh's pressure tactics, Bhattacharya said elections would be held in the Hills within September this year.

"This time the state government will be firm. And the Centre has to cooperate with us to carry out free and fair elections in the Hills. The Congress, too, should stop trying to fish in troubled waters," Bhattacharya said.

Immediately after wresting the post of caretaker of the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC) from the state government by threatening violence in the Hills, Ghisingh has already gone on record saying he will still not allow polls to be held till the status of DGHC was upgraded.

The GNLF supremo had warned the Centre that he would not hesitate to unleash a series of bandhs in the Hills and the only step that would satisfy him was to convert Darjeeling into a Union Territory. Bhattacharya said Shivraj Patil would fly to Siliguri on his way to Gangtok on April 2 to hold talks with Ghisingh.

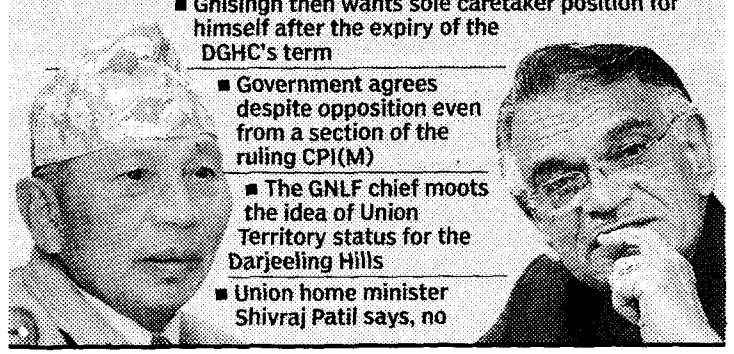

GNLF MLA Shanta Chettri, however, said that Ghisingh is in no mood to meet Patil this time. "We are not beggars. We have raised our demand. Now it is time to prepare ourselves," Chettri said. Ghisingh has already directed GNLF activists to go to the villages and convince the people there why the Centre's refusal to upgrade the DGHC was an insult for them.

State home secretary Amit Kiran Deb, meanwhile, said the number of SSB personnel deployed along the Indo-Nepal border would be increased from the present two battalions to three battalions. Deb, however, described the situation in Darjeeling as normal. "We have no specific information that the political turmoil in Nepal is having its impact in Darjeeling. But we must keep ourselves ready to check any infiltration from Nepal," he added.

ACTS OF THE DRAMA

- Tripartite talks are held in February to discuss Subash Ghisingh's demands
- The state government agrees to postpone elections as demanded by Ghisingh
- Ghisingh then wants sole caretaker position for himself after the expiry of the DGHC's term
- Government agrees despite opposition even from a section of the ruling CPI(M)
- The GNLF chief moots the idea of Union Territory status for the Darjeeling Hills
- Union home minister Shivraj Patil says, no

শান্তি বনাম গণতন্ত্র

দার্জিলিঙের ঠাণ্ডা বাতাস আবার তপ্ত হইয়া ওঠার আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। আশঙ্কার কারণ এক দিকে নির্বাচন করার প্রশ্নই ওঠে না বলিয়া সুবাস ঘিসিংয়ের দাবি, অন্য দিকে ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন হইবেই বলিয়া সি পি আই এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের হুমকি। দার্জিলিং একদা বামপন্থীদেরই ঘাঁটি ছিল। গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনের ধাক্কায় সেই ঘাঁটি হাতছাড়া হওয়ার পর এই প্রথম সি পি আই এম তাহা পুনর্দখলের খোয়াব দেখিতে শুরু করিয়াছে। টানা দেড় দশক ধরিয়া পার্বত্য পরিষদে একচ্ছত্র শাসন চালাইয়া জনপ্রিয়তা হারানো ঘিসিংয়ের অপশাসন বামপন্থী ও অন্য রাজনৈতিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া তাঁহাকে ক্ষমতাচ্যুত করার সুযোগ আনিয়া দিয়াছে। কিন্তু ঘিসিং তাঁহার নির্বাচন না করার সিদ্ধান্তে অনড়। প্রশাসক পদে নিজের নিয়োগ পাকা হওয়ার পরেই তিনি তাঁহার এই সংকল্পের কথা জানাইয়া দিয়াছেন। এখন তিনি 'পার্বত্য পরিষদের বিকল্প' তৈয়ার হওয়ার শর্ত জুড়িয়াছেন। তাহার অর্থ কী, সেটা অস্পষ্ট। অন্য দিকে পার্বত্য দার্জিলিঙে দল টিকাইয়া রাখিতে হইলে সি পি আই এমকে যে রাজ্য সরকারের নরমপন্থা ছাড়িয়া সংঘাতের পথে যাইতে হইবে, তাহা স্পষ্ট। পাহাড়ে শান্তিরক্ষার যে দায় সরকারের আছে, তৃণমূল স্তরের সি পি আই এম কর্মী-সমর্থকদের তাহা নাই। তাই অনিল বিশ্বাসকে শিলিগুড়ি গিয়া দলীয় কর্মীদের চাঙ্গা করিতে হইয়াছে।

এই রাজনৈতিক ডামাডোলে একটি গোড়ার কথা কিন্তু হারাইয়া গিয়াছে। দার্জিলিঙের সমস্যার মূলে রহিয়াছে ঘিসিং যে জনগোষ্ঠীর নেতা সেই নেপালিদের অভিবাসন। সিকিমের মতো এখানেও ঔপনিবেশিক শাসকরা চা-বাগানের শস্তা শ্রমিক হিসাবে নেপাল হইতে যে মজুরদের আমদানি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধররাই আজ এই দুই অঞ্চলেই রাজনৈতিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহার ফলে সিকিমের লেপচা ভূমিপুত্ররা যেমন নেপালিদের কাছে ক্রমে কোণঠাসা হইয়া পড়েন, দার্জিলিঙেও অনুরূপ ঘটনা ঘটে। তিব্বতিরাও সিকিমে শরণার্থী হইয়া আসিয়া বসতি গড়িয়া তোলেন। কিন্তু তাঁহারা লেপচাদের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব করিতে তত ব্যগ্র ছিলেন না। অথচ নেপালিরা দ্রুত সিকিমের জনসংখ্যার ৭৫ শতাংশ হইয়া ওঠেন। ভুটানেও জনসংখ্যার প্রায় ৩৫ শতাংশ নেপালি শ্রমজীবী হইয়া ওঠায় সেখানকার সরকারও নেপালিদের তাড়াইতে শুরু করেন। পশ্চিমবঙ্গে অনুরূপ ঘটনা কখনও ঘটে নাই। বরং এই রাজ্যের দার্জিলিং জেলা নেপালি সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চারও একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া ওঠে। বিতাড়িত নেপালিরা দার্জিলিংকে কার্যত 'দ্বিতীয় স্বদেশ' রূপে আঁকড়াইয়া গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে আন্দোলনে নামেন। সুবাস ঘিসিংয়ের নেতৃত্ব তাহাকে জঙ্গি দিশা দান করে এবং হিংসা ও সন্ত্রাসের মধ্য দিয়া নেপালিরা দার্জিলিঙের অন্যান্য জনগোষ্ঠী এবং সরকার উভয়কেই ব্ল্যাকমেল করিতে থাকেন। এখনও মাঝেমধ্যেই দার্জিলিং নেপালের অংশ না ভারতের, সেই তর্ক তুলিয়া ঘিসিং তাঁহার অপশাসনের দিক হইতে নজর ঘুরাইতে চাহেন। কখনও বা নেপালিপ্রধান সিকিমে দার্জিলিংকে লীন করার কথা বলেন।

নেপালিদের গরিষ্ঠতার সমস্যাটির মীমাংসা না হইলে গোর্খা সমস্যার সমাধানও সহজ হইবে না। এই সমস্যা জটিলতর হইয়াছে নেপালে মাওবাদী বিদ্রোহের ফলে। সীমান্ত পার হইয়া মাওবাদীরা উত্তরাঞ্চল বা বিহারের মতো সিকিম বা দার্জিলিঙেও প্রবেশ করিতে পারে। ভুটান হইতে ডুয়ার্স অতিক্রম করিয়াও দার্জিলিং সহ উত্তরবঙ্গে ঘাঁটি গাড়িতে পারে। এই আশঙ্কা মাথায় রাখিয়াই প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহও ঘিসিংকে না চটাইবার অর্থাৎ তাঁহাকেই প্রশাসক নিয়োগ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু তাহার পরক্ষণেই ঘিসিং যে মূর্তি ধারণ করিয়াছেন, তাহাতে পাহাড়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা একপ্রকার নাই বলিলেই হয়। ইহা যে চলিতে পারে না, ঘিসিং কর্তৃত্ব করিতে চাহিলেও তাঁহাকে যে জনাদেশের মাধ্যমেই তাহার ছাড়পত্র অর্জন করিতে হইবে, এই বিষয়টিতে জোর দিতে চাহিতেছেন পাহাড়ের অন্যান্য রাজনৈতিক শক্তি। ওই সব শক্তির জোটের নেতা হিসাবেই অনিলবাবু পাহাড়ের ঘরে-ঘরে গিয়া ঘিসিংয়ের দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও অপশাসনের আখ্যান বর্ণনা করার হুমকি দিয়াছেন। সেটা অবশ্য নির্বাচন সামনে না থাকিলেও তাঁহারা করিতে পারিতেন। জনসাধারণকে সচেতন ও সতর্ক করার কৃত্যটি তো কেবল ভোটে জিতিবার সহিত যুক্ত নয়। ইহার ফলে শেষ পর্যন্ত পাহাড়ের শান্তি বিঘ্নিত হইতে পারে, কিন্তু শান্তি এবং গণতন্ত্র তো দুই পরস্পরবিরোধী বর্গ হইতে পারে না যে একটির জন্য অন্যটিকে বিসর্জন দিতে হইবে। স্বৈরতন্ত্র শান্তির রক্ষাকবচ হইলেও গণতন্ত্রকামী মানুষ সেই কবচ ভেদ করিতে উদ্যত হইবেন।

ANADABAZAR PATRIKA

29 MAR 2005

The Economic Times 28 MAR 2005

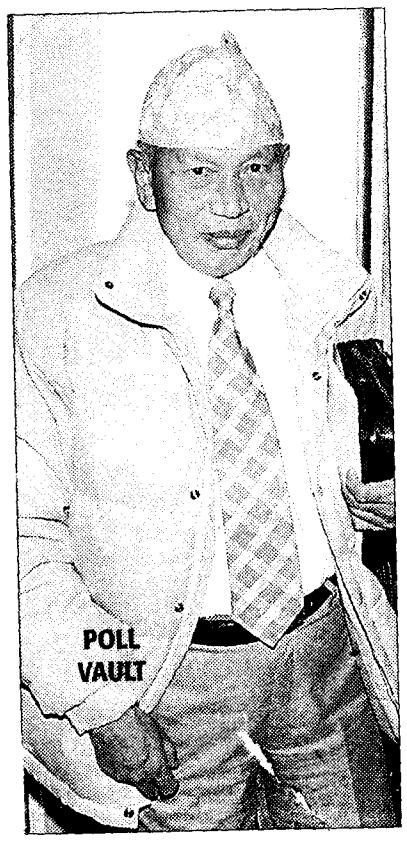

Ghisingh says no polls to hill council till demands are met

Siliguri
27 MARCH

GNLF supremo Subash Ghisingh has ruled against holding election to the Darjeeling Gorkha Autonomous Hill Council (DGAHC) till his demand for an "alternative" to the council was met by the state and the Centre. Assuming charge as the sole administrator in the caretaker DGAHC in Darjeeling on Saturday, Mr Ghisingh said his party wanted an "alternative" to the council but did not elaborate further.

He warned the state, Centre and opposition parties in the hills that he should not be "under-estimated". GNLF MLA from Kurseong, Shanta Chhetri, and the party's Darjeeling district branch committee president, Dipak Gurung, however, claimed that Mr Ghisingh was referring to the demand of a separate state. Mr Gurung said on Sunday that the DGAHC should be given constitutional recognition under the Sixth Schedule of the Constitution. This would be treated by the people from the hills as a major success towards achievement of a separate state for the Gorkhas.

He said the GNLF was happy with the state government for deleting the word "autonomous" from the nomenclature of the caretaker council according to the party's demand. GNLF'S once bitter critic, Communist Party of Revolutionary Marxist (CPRM) agreed to extend support if Mr Ghisingh was really demanding a separate state or close to that.

The general secretary of CRPM, R. B. Rai, said he would support the demand, but explained that it did not mean surrendering to Mr Ghisingh or his party GNLF. Mr Rai emphasised that the CPRM would contest the DGAHC election against the GNLF if they were held, in the interest of democracy. The CPRM wanted a democratic separate state. Meanwhile, hill politics is in for more zing with CPI(M) state secretary, Anil Biswas, reaching here on Sunday to try to avert a split in the People's Democratic Front. —PTI

Left raised GNLF demand years ago

Siliguri
27 MARCH

THE CPI(M) said on Sunday the demand for constitutional recognition to the DGAHC by the Subash Ghisingh-led GNLF was nothing new. In fact, it was the Left party that first raised the issue in Parliament two decades ago.

The CPI(M)'s West Bengal secretary, Anil Biswas, said the demand for Constitutional recognition to the council was raised by former CPI(M) MP Ananda Pathak in Parliament way back in 1985. After the state government conceded the demand of the GNLF the party said its main demand for Constitutional recognition of the DGAHC has not been met. —PTI

Purchasing peace

Ghisingh takes it all!

By linking the Prime Minister to the appointment of Subash Ghisingh as sole caretaker chairman of the Darjeeling Gorkha Hill Council, Buddhadeb Bhattacharjee cannot escape responsibility for buying peace at a heavy price. Nor does it help to suggest there was "no option" because of the explosive situation in neighbouring Nepal caused by Maoists. Holding elections to the Hill Council was a requirement of the tripartite agreement of 1988. The administration taking over after the election would have been responsible for maintaining law and order with the help of the state government. It cannot be the Left Front's case that if Ghisingh had lost the elections after the Council's term expired on 26 March, he would have made it intolerable for the administration; or engineered mischief from across the border. What has happened is a straight surrender to blackmail. Ghisingh keeps bringing up irrelevant issues whenever he is in a tight corner. Now that he has got what he wanted, he will see no reason to talk about law and order, about Darjeeling's civic problems and about an alternative to the Hill Council which he claimed at one stage had outlived its utility. All this may be related to the sharp decline in his support, evident when he threatened a five-day bandh against going ahead with elections. It sparked protests from the people, forcing him to withdraw. Ghisingh may be relieved that he now has breathing space for six months.

The question is whether he will allow elections to be held in September — as is now planned. History suggests that he will study the situation and wait for the climate to change again. If he still finds negative signals, will he again exert pressure on the state for a further postponement? What will Buddhadeb do then? Evidence exists that Alimuddin Street is not at all happy about the capitulation and this does them credit. It is doubly unfortunate, therefore, that the state has given in to Ghisingh's insistence to be the sole caretaker chairman, setting aside the proposal for a broad-based administration for Darjeeling until elections are held. This arrangement means Ghisingh will be in full control although on paper the caretaker is supposed to consult the state government. The state has been well and truly trapped.

THE STATESMAN

Fresh threat to Hill elections

Pramod Giri
Tindharia, March 26

SUBASH GHISINGH has again vowed to stall the Darjeeling elections until he gets everything he wants.

On his insistence, Ghisingh was appointed the sole administrator of the Darjeeling Gorkha Hills Council. He now wants an alternative to the DGHC, his term as its chairman having ended on Friday. He vowed to take on a new avatar from today.

The Centre has acceded to another of his demands — that the CBI take over all political murder cases in Darjeeling. Now, Ghisingh has also demanded the arrest of everyone involved in an attempt to kill him in 2001.

"Do not underestimate me," Ghisingh said at a function. "I will compel the state and central governments to submit to these demands. If they don't, DGHC elections will not be possible. If they do, I will ensure that the elections take place within three months," he said.

Ghisingh *Playing cat & mouse*

The next round of meetings with the Centre and the Bengal government, he said, would focus on the alternative. He feels that DGHC can no longer continue in its present form.

He compared the state government with the British, saying it was colonising Darjeeling. "No election is held in a colony. There remains no democracy and human rights in a place where there is no justice," said the leader, whom opposition parties have accused of being undemocratic.

Even some GNLF leaders are unhappy with Ghisingh, and he knows it. He gave them a pep talk and tried to allay their worst fears — that some former DGHC councillors would be denied a ticket to the elections, if held. These fears have left Ghisingh's opponents on the lookout for defectors. Ghisingh tried to preempt their plans by giving his leaders an indirect assurance that they would get their tickets.

THE HINDUSTAN TIMES 27 MAR 2005

Lord of the Hills

Subash Ghisingh has always made his own rules. Still, it is remarkable how the Left Front has invariably danced to his tune, says **Keshav Pradhan**

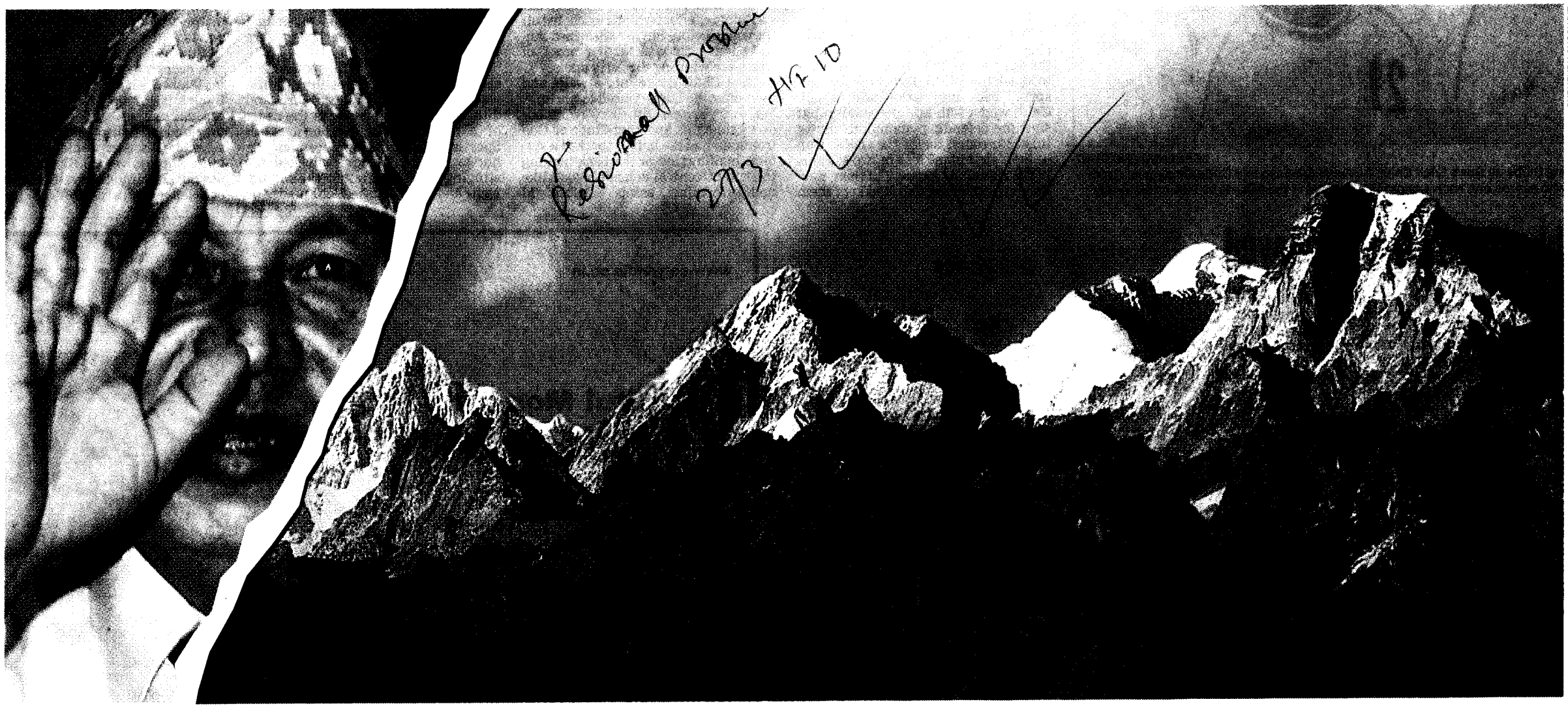

SUBHENDU GHOSH/HT

SUBASH GHISINGH plays by his own rules. His approach to science, history, politics, religion and culture puzzles one and all. "God," he told a gathering of environmentalists in Darjeeling in 1999, "created the universe between June 20 and 30." When journalists asked why he hadn't mentioned the year of creation as well, he shot back, "Find it out yourselves."

What baffles one even more is the way the 69-year-old Gorkha National Liberation Front (GNLF) president manages to make the Left Front government dance to his tune. His method of coercion is simple: Revive the ghost of Gorkhaland and call prolonged bandhs.

And he invariably chooses springtime to launch his agitations because this is when the year's first tourist and tea-plucking season starts and schools reopen for admissions. All Ghisingh's major campaigns — whether for Gorkhaland, the

Since the late Eighties, Gangtok and Siliguri

based organisations — the Akhil Bharatiya Gorkha League (ABGL), the Communist Party of Revolutionary Marxists (CPRM) and the breakaway GNLF (CK Pradhan faction).

On March 14, a worried Bengal government made an attempt to make peace with both factions. It agreed to postpone the DGHC elections by six months, accepted in principle Ghisingh's demand for the post of caretaker chairman and pledged to set up a board of administrators as demanded by the PDF.

The DGHC elections, originally scheduled for March 2004, had been postponed twice last year. Barring the first three-day shutdown preceding March 26, the GNLF has not withdrawn other bandhs, saying it will do so only after examining the nature of the proposed board of administrators.

Most hills people feel that development has taken a back seat mainly because of the frequent fights

the state, conduct elections to the DGHC governed by state Acts? How did Ghisingh now manage to get back under New Delhi's radar after so long?

What causes suspicion about Ghisingh's intentions is the manner in which he fought for the postponement of the DGHC polls. Last year, he cited the parliamentary elections and the non-completion of electoral rolls as grounds for such postponement. This time, he came up with new preconditions for elections. His list includes a review of the tripartite Darjeeling Accord, the council's inclusion in the Sixth Schedule of the Constitution, the provision for a caretaker chairman in the DGHC Act, tribal-land status for Darjeeling, deletion of the word "autonomous" from the DGHC's name, more territories for the council, and a CBI probe into the bid on his life in 2001 as well as into the murder of three GNLF councillors between 1999 and 2003.

The state government has never been able to

To everyone's surprise, Ghis-

case in the Supreme Court, seeking the Centre's clarification on whether Darjeeling belongs to Nepal or to India. It was during this period that he drifted towards the CPI(M) and helped it win the Darjeeling Lok Sabha seat thrice — in 1996, 1998 and 1999. There is a lurking fear among hill Marxists that the Congress may use Ghisingh, who is known for his loyalty to the Gandhi family, to keep up pressure on the LF, whose support is vital for the survival of the UPA government.

But the GNLF leadership denies such allegations. "A review of the Accord is long overdue," justifies GNLF legislator Shanta Chhettry. (In the Eighties also, the Left parties had charged Rajiv Gandhi with assisting Ghisingh during the Gorkhaland stir.)

To keep Ghisingh away from the Congress, the LF government has already accepted some of his core demands that require the Centre's involvement. It has agreed to sit in

between June 20 and 30." When journalists asked why he hadn't mentioned the year of creation as well, he shot back, "Find it out yourselves."

What baffles one even more is the way the 69-year-old Gorkha National Liberation Front (GNLF) president manages to make the Left Front government dance to his tune. His method of coercion is simple: Revive the ghost of Gorkhaland and call prolonged bandhs.

And he invariably chooses springtime to launch his agitations because this is when the year's first tourist and tea-plucking season starts and schools reopen for admissions. All Ghisingh's major campaigns — whether for Gorkhaland, the Gorkha language, OBC status for Nepalis, the abrogation of the 1950 India-Nepal Treaty or the declaration of Darjeeling as a no-man's-land — were launched between February and April.

This spring, the mercurial ex-army bantamweight boxer demanded two things: Extension of the term of the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC) and the post of its caretaker chairman. To fulfil his wish he, in characteristic manner, threatened the Bengal government with a 91-day bandh from March and a possible revival of the Gorkhaland stir.

This caused fear and panic all over the hills as well as neighbouring Sikkim. People, mostly those involved in tea, tourism and the business of education, were unsure of their future. A fresh bout of conflict looked imminent when the Left Front government, the CPI(M), the CPI and the People's Democratic Front (PDF) came out against Ghisingh's demands.

Adding to the people's woes, the PDF, in a tit-for-tat response, threatened to call an indefinite bandh if the LF government did not set up a board of administrators representing all parties to run the DGHC after its extended term expired on March 26. The PDF comprises three hill-

On March 14, a worried Bengal government made an attempt to make peace with both factions. It agreed to postpone the DGHC elections by six months, accepted in principle Ghisingh's demand for the post of caretaker chairman and pledged to set up a board of administrators as demanded by the PDF.

The DGHC elections, originally scheduled for March 2004, had been postponed twice last year. Barring the first three-day shutdown preceding March 26, the GNLF has not withdrawn other bandhs, saying it will do so only after examining the nature of the proposed board of administrators.

> Since the late Eighties, Gangtok and Siliguri have replaced Darjeeling as venues for literary & cultural meets. Sikkim is way ahead in tourism

Most hills people feel that development has taken a back seat mainly because of the frequent fights between Ghisingh and the LF government. They say that Darjeeling has to work very hard to make up for the colossal damage that its socio-politico-economic life suffered during and after the previous GNLF-led Gorkhaland stir.

A Darjeeling-based hotelier explains, "In tourism, Sikkim has moved ahead of us. You can no longer call it Darjeeling's poor cousin." Since the late Eighties, Gangtok and Siliguri have replaced Darjeeling as the venues for top-level literary and cultural meets and entertainment programmes. Investors are still sceptical of political stability in Darjeeling. In Kurseong, which has the highest number of recognised English-medium schools in the hills, a school owner rues, "It's sad that trouble started just around admission time." Hill schools get students from all over India and countries like Nepal, Bangladesh, Bhutan and Thailand.

The postponement of the DGHC elections and the arguments put forward by the GNLF in its favour have raised several questions. Why is Ghisingh shying away from polls when his party still holds sway in much of the hills? Why cannot the LF government, which takes pride in holding panchayat and municipal polls in time in the rest of

postponement of the DGHC polls. Last year, he cited the parliamentary elections and the non-completion of electoral rolls as grounds for such postponement. This time, he came up with new preconditions for elections. His list includes a review of the tripartite Darjeeling Accord, the council's inclusion in the Sixth Schedule of the Constitution, the provision for a caretaker chairman in the DGHC Act, tribal-land status for Darjeeling, deletion of the word "autonomous" from the DGHC's name, more territories for the council, and a CBI probe into the bid on his life in 2001 as well as into the murder of three GNLF councillors between 1999 and 2003.

> The state government has never been able to do a thing about the DGHC's financial bunglings or wrong priorities that set back the Hills' development

To everyone's surprise, Ghisingh, whose bloody Gorkhaland stir had earlier claimed about 1,200 lives, now insists that peaceful elections are not possible because of the Maoist insurgency in neighbouring Nepal and the alleged growth in ISI activities in North Bengal. This has also made the panchayat polls in May uncertain.

"Does Ghisingh want the people of India to question our integrity? Can he show Maoists in Darjeeling?" questions PDF chief Madan Tamang. Other critics say the GNLF president has become shaky about the polls following unity among the PDF, the CPI(M) and the CPI. They allege that he had earlier been able to rig elections because the CPI(M) used to treat the DGHC polls as a "friendly fight".

Ghisingh's decision to seek a review of the Darjeeling Accord indicates his success in reviving his links with the Centre. He had backed the Congress during the 2004 Lok Sabha elections. Since January, he has held several meetings with Union ministers and officials. Since former Prime Minister Rajiv Gandhi's defeat at the hustings in 1989, he had slipped out of New Delhi's mind.

To catch its attention, he would from time to time raise questions about the legal status of Darjeeling in the Indian Union. He even filed a

1998 and 1999. There is a lurking fear among hill Marxists that the Congress may use Ghisingh, who is known for his loyalty to the Gandhi family, to keep up pressure on the LF, whose support is vital for the survival of the UPA government.

But the GNLF leadership denies such allegations. "A review of the Accord is long overdue," justifies GNLF legislator Shanta Chhettry. (In the Eighties also, the Left parties had charged Rajiv Gandhi with assisting Ghisingh during the Gorkhaland stir.)

To keep Ghisingh away from the Congress, the LF government has already accepted some of his core demands that require the Centre's involvement. It has agreed to sit in DGHC review meetings with the Centre and the GNLF and is ready to initiate a CBI probe into the attack on Ghisingh and the killing of his party councillors.

This is not the first time the Left has gone out of its way to appease Ghisingh. During the 1993 DGHC elections, the ruling Marxists agreed not to contest 50 per cent of DGHC seats to help the GNLF win. During campaigning, the then chief minister, Jyoti Basu, had talked more about making "Ghisingh sahib" the DGHC chairman than about asking voters to elect candidates of his own party.

Since the inception of the DGHC in 1988, Writers' Buildings has not been able to contain the financial bungling and wrong fixation of priority by the DGHC, though these have always been the CPI(M)'s major political issues. "It seems West Bengal has one set of corruption laws for Ghisingh and another for the rest of the state," PDF chief Madan Tamang says. A WBCS officer, who had earlier served as a secretary in the DGHC, adds, "The DGHC has no fiscal discipline. It shifts funds from one head to another at will."

This kind of appeasement has weakened the state government's position as well as the CPI(M)'s support base in the Hills.

Withering heights

Amitava Banerjee

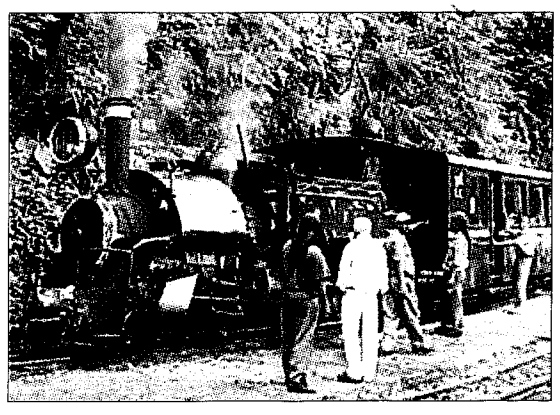

DARJEELING HAS come a long way since Captain G.A. Lloyd and J.W. Grant set their eyes on the sleepy perch in February 1829 as an ideal spot for a sanatorium.

The place, which had scarcely 100 souls at the outset, is now a congested hill station bustling with a one lakh-plus population, changing over the years from "a favoured retreat" to "Queen of the Hills" to – "a strike prone area".

Of the three famous T's — tourism, tea and timbre — only tourism has survived the onslaughts of time. With tea in the doldrums and timbre gone, nearly the entire population of the town and the surrounding areas now depends in one way or another on tourism.

"Things were OK before they launched the Gorkhaland stir. Darjeeling was a quiet and hassle-free destination for domestic and foreign holidayers." Pradeep Lama, secretary, Darjeeling Association of Travel Agents (DATA), said.

The income generated through tourism was the source of a fixed income people could count on to see them through the year.

The Gorkhaland movement changed all that and tourism vanished like last night's snow at noon.

In came an era of endless strikes. "Now the money flow has petered out and there is very little liquid cash. Almost each family has a jobless member, with the only option of buying a vehicle through finance schemes and chasing a dwindling number tourists," Lama said. "People simply don't have the cash cushion to support strikes." Though many new tourist spots have come up since the DGHC came into being, that vital assurance of stability is missing. "We don't want Darjeeling to become another Nepal," Lama added. Subash Ghisingh, as chairman of the DGHC as also the councillor in charge of tourism, has made many a foreign trip to promote Darjeeling as a tourist spot. Yet, he told a recent press meet, "Tea and tourism come only after political upgradation of the DGHC." He had also threatened a 93-day serial strike to press his political demands. The Hills people are lucky that the DGHC boss finally saw reason and has shelved the threat for now.

Yet Shiva Rai, a driver, fears the peace may be short-lived. "It's time somebody drilled some sense into the heads of these leaders. It's a hand-to-mouth situation for us. Politics can wait."

Gathering storm

Pramod Giri

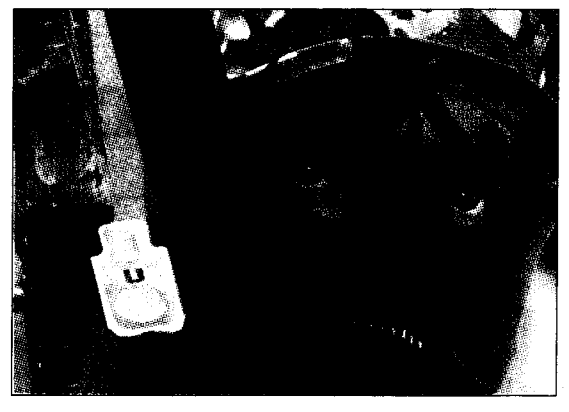

While Subash Ghisingh's claim that the ISI is out to destabilise the Darjeeling Hills could well be just another ploy to scare the state and Union governments, the history of North Bengal provides sufficient ground for genuine concern.

The Hills, where discontent has long been widespread, have already seen two phases of militancy — first during the Gorkhaland stir between 1986 and 1988, and then again in 2001. Both times, Chhatrey Subba, former chief of the now-defunct Gorkhaland Liberation Organisation (GLO), was in the forefront of the agitations. In jail since an assassination attempt on Ghisingh in 2001, Subba has also been booked for links with the Kamtapur Liberation Organisation (KLO), which is leading a violent movement for a separate state of Kamtapur in North Bengal.

Intelligence reports say, given the situation, the ISI, which is already backing the Nepal Communist Party (Maoists), would almost certainly be looking to spread its network in North Bengal. "Given the discontentment in the Hills and the GNLF's blackmailing tactics, it's only natural that the ISI would be keen to back anyone trying to destabilise the region," a senior police officer said. The intelligence reports also suggest that the NCP (M) and the KLO in North Bengal have now established a working relation.

Though there is still no concrete evidence of the ISI's presence in the Hills, Ghisingh, already under attacks from the Opposition parties, might make this an issue with the Centre to secure his position in the Hills. "He will naturally try to convince the Centre that not he, the ISI is the real threat to the Hills. The Centre as also the state would much rather err on the side of caution and believe him," an observer said.

With the Maoist uprising in Nepal — already in its ninth year — threatening to spill over into the Darjeeling Hills and the KLO ready to lend the rebels logistical support, neither the Centre nor the state can take Ghisingh's warning lightly. The KLO, which suffered a serious setback in Bhutan's jungles in 2003 when the King's army's launched operations against it, is desperate to reclaim lost ground.

To do this, it needs not just Ulfa and the NDFB's backing, but also support from the Maoists. The Maoists, too, need the KLO's help. Chattrey Subba's release, once it takes place, can add another dangerous element to the already volatile cocktail.

Assam Rajbongshis threaten to join Kamtapur movement

STATESMAN NEWS SERVICE

GUWAHATI, March 26. — With their patience running thin, the three million-strong Koch Rajbongshi community in Assam has threatened to join the rebel movement for a separate Kamatapur state if their long-standing demand for Scheduled Tribe status is not accepted by the Centre soon.

The All Assam Koch-Rajbongshi Sanmilani (AAKRS), the banner organisation of the community which can decide the fate of political parties in as many as 37 Legislative Assembly constituencies in Assam, has called for a 120-hour economic blockade all over the state from 2 May unless the UPA government brings a Bill favouring ST status to the community in the next session of Parliament beginning on 16 April.

The AAKRS general secretary, Dr Durlav Chamua, said the blockade would focus on disrupting the movement of commercial vehicles to and from North-east through Srirampur and Basirhat. It has also threatened to paralyse the operations of oil refineries and movements of goods trains.

"We have been leading a democratic movement for the community since 1967, demanding ST status. Successive governments at the Centre have not given due importance to our demand. The patience of the community is running thin and a radical section is raring to join the militant movement for a separate Kamatapur state which is gaining ground in parts of North Bengal and western Assam," Dr Chamua said.

The community was granted ST (plains) status through four Ordinances promulgated in Parliament during 1996-97 on the basis of recommendations by the then Congress government in Assam.

A Bill was also tabled in Parliament in 1996 and a parliamentary committee had recommended inclusion of the community in the central list of ST (P). However, the fourth Ordinance granting ST (P) status to the community was allowed to lapse in 1997 when Mr IK Gujral was the Prime Minister.

The community was earlier deleted from the central list of OBCs in the wake of granting it ST (P) status through the Ordinance for the first time in 1996. Its OBC status was also not restored by the Centre after the lapse of the fourth Ordinance.

The AAKRS leader pointed out that the community had backed the Congress in the 1998 and 1999 Lok Sabha polls and 2001 Assembly polls on the basis of the promise made by the party to secure ST status for it.

"Now with the Congress in power both at the Centre and the state, it is high time for the party to fulfil the promise," he said and warned that further delay would lead to a law and order problem in the state.

THE STATESMAN 26 MAR 2005

THE HINDU

24 MAR 2005

Ghising to be caretaker of council

By Marcus Dam

KOLKATA, MARCH 23. The West Bengal Chief Minister, Buddhadeb Bhattacharjee, has appointed the Chairman of the Darjeeling Gorkha Hill Council, Subhash Ghising, as "caretaker-administrator" solely responsible for running an interim arrangement in the region till elections are held.

As a condition, it [the arrangement] is to last "no more than six months [till the polls] ...a message that will have to be passed on by them [the Centre] to Mr. Ghising," Mr. Bhattacharjee told the Assembly here today.

The Chief Minister said he had been left with no alternative but settle for this arrangement for the "sake of peace." For, "we do not want any confrontation [in the region], particularly in the wake of the developments in Nepal." The option had been considered on the ground that the fourth elections to the Council, which has already outlived its term, be held within six months. "Elections are the only democratic solution [to the stalemate in Darjeeling]."

The general council's term expires after March 26. But Mr. Ghising has been clamouring for a further deferment of the electoral process until his demand for an "alternative council" [with greater powers] is met. He also insisted on being given sole charge of any interim administrative arrangement in the Darjeeling hills till then.

Apparently pressured by the Prime Minister, Manmohan Singh, to accept the demand, Mr. Bhattacharjee, however, said: "I still believe that an administrative body, comprising representatives of political parties [of the region] with Mr. Ghising as chairman, would have been the right course."

While Dr. Singh, the National Security Adviser and the Union Home Minister agreed to the proposal at a recent meeting, Mr. Ghising insisted on being made the sole authority.

"With time running out, we were left with just a few days [since the meeting in New Delhi on March 19] and given the concerns shared by the Centre over the developments in neighbouring Nepal, I am having to accept this [alternative] as we can't take risks [with peace]," Mr. Bhattacharjee told the House.

However, despite having chosen "the only option left to it," the State Government was determined to ensure that polls for the new council are called within six months... I have told this to the Centre and will tell him [Mr. Ghising] too," he said and sought the cooperation of the Opposition on the issue.

THE STATESMAN

24 MAR 2005

CM quotes PM, peace imperative to explain Ghisingh crowning

Statesman News Services

KOLKATA, March 23. — GNLF supremo Mr Subash Ghisingh today emerged victorious in the ongoing tussle with the state government when the chief minister, in a statement before the West Bengal Assembly, accepted him as the sole caretaker chairman of the Hill Council.

Mr Buddhadeb Bhattacharjee also informed the House that he wanted Mr Ghisingh to be chairman of an all-party board of administrators. "Even the Prime Minister wanted that. But Mr Ghisingh made it clear at the tripartite meeting on 5 March that he wants to be the caretaker chairman. The Prime Minister consulted the national security adviser and they decided not take any risk in view of the situation in Nepal.

"After reviewing the overall situation and taking the Centre's advise, I am forced to accept Mr Ghisingh as the sole chairman. But this cannot go on forever. I told the Prime Minister to hold the elections in September. The Centre has to send a clear signal to Mr Ghisingh," Mr Bhattacharjee said.

The development virtually means Mr Ghisingh will have total control of the Hill administration till the elections, so far scheduled to be held in September. If he wants, he can put enough pressure on the Centre to postpone the polls like he did twice in the past.

Both the Trinamul and the Congress toed the government line in the "interest of peace and national security".

At Alimuddin Street, CPI-M state secretary Mr Anil Biswas was visibly unhappy at the government's decision. He told reporters that though his party will stick to the demand for an all-party body of administrators, it will accept the government's decision to maintain peace in the Hills.

Ms Shanta Chhetri, the sole GNLF legislator in the House, probably had the last laugh. "This was a foregone conclusion. We want an alternative to the council. We are waiting for the state and the Centre to give recognition to the region under the Sixth Schedule of the Constitution. Then we can talk of holding elections," she told reporters and cited the example of Jharkhand.

Mr Bhattacharjee made a long statement on the recent developments in Darjeeling. This was the first time that he spoke on the meetings he had with Dr Manmohan Singh.

Giving details of how problems started in the Hills and how Mr Ghisingh started using issues like "law and order problems" and "ISI threats" to postpone the elections, he said: "I wanted to start the preparations in February this year so that the council election could be held on 15 March. But first he demanded deletion of the word 'autonomous'. Then he wanted funds from the Finance Commission to go straight to the Hill council. At one point Union defence minister Mr Pranab Mukherjee even asked me why I was accepting all his proposals. It was not good, he said. I replied that all I needed was restoration of peace in the Hills," Mr Bhattacharjee told the House.

"I am not an expert on Constitution. Only the Centre can decide whether it is possible to recognise the Hill Council under the Sixth Schedule of the Constitution. But that applies to tribal regions. I have no objection. Let the Centre decide," the chief minister said.

ক্ষমতা পাচ্ছেন না চেক সইয়েরও

মনমোহনের মর্জিতে ঘিসিংই একা প্রশাসক

স্টাফ রিপোর্টার: প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের পরামর্শ মেনে দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদের 'তদারকি প্রশাসক'-এর পদে সুবাস ঘিসিংকেই নিয়োগ করল রাজ্য সরকার। বুধবার বিধানসভায় এই সিদ্ধান্তের কথা আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। আজ, বৃহস্পতিবার এই মর্মে সরকারি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হবে।

ঘিসিং আগামী ছ'মাস পার্বত্য পরিষদে রাজ্য সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করবেন। তবে 'চেয়ারম্যান' ঘিসিংয়ের সঙ্গে 'প্রশাসক' ঘিসিংয়ের ক্ষমতার ফারাক অনেক। দৈনন্দিন কাজ চালানো ছাড়া রাজ্য সরকারের আগাম অনুমতি ব্যতীত কোনও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার থাকবে না তদারকি প্রশাসকের। রাজ্যের পার্বত্য বিষয়ক দফতর সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার বিজ্ঞপ্তির পাশাপাশি একটি সরকারি নির্দেশ জারি করে তদারকি প্রশাসকের এই ক্ষমতাও স্পষ্ট করে দেওয়া হবে।

এ দিন বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, তাঁরা ঘিসিংকে চেয়ারম্যান করে একটি সর্বদলীয়, তদারকি প্রশাসক বোর্ড গঠন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শে শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই যে তিনি ঘিসিংকে একক প্রশাসক হিসাবে মেনে নিচ্ছেন, তা জানাতে ভোলেননি বুদ্ধবাবু। তাঁর কথায়, "সর্বদলীয় বোর্ড গড়ে তাদের হাতে ক্ষমতা তুলে দিলে সব চেয়ে ভাল হত। আমরা তা-ই চেয়েছিলাম। কিন্তু নেপালের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে এবং কেন্দ্রের যুক্তি মেনে সুবাস ঘিসিংকেই ছ'মাসের জন্য একক ভাবে তদারকি প্রশাসকের দায়িত্বে রাখতে বাধ্য হলাম।"

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, "দার্জিলিঙে শান্তি বজায় রাখার স্বার্থে ঘিসিংকে 'তদারকি প্রশাসক' রেখেই আরও ছ'মাস চালানো হবে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ। তবে ছ'মাস অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই পাহাড়ে নির্বাচন করা হবে।" মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণায় এস ইউ সি-র দেবপ্রসাদ সরকার ছাড়া বিরোধীদের কেউ আপত্তি তোলেননি।

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেই প্রয়োজনীয় বিজ্ঞপ্তি জারির প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। ২৫ মার্চ অর্থাৎ কাল বিকেলে পরিষদের সদর দফতর, দার্জিলিঙের লালকুঠিতে 'চেয়ারম্যান' ঘিসিংয়ের বিদায়। তদারকির দায়িত্ব নেবেন 'প্রশাসক' ঘিসিং। তাঁর হাতে কী ক্ষমতা থাকবে আর কী থাকবে না, তিনি কী করতে পারবেন এবং কী পারবেন না, আলাদা সরকারি নির্দেশে তা-ও স্পষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে।

সরকারি সূত্রের খবর: ● ঘিসিংয়ের হাতে কোনও রকম আর্থিক লেনদেনের ক্ষমতা থাকবে না। তিনি কোনও চেক সইও করতে পারবেন না। এই ক্ষমতা থাকবে পরিষদের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিকের হাতে। ● কোনও নতুন প্রকল্প হাতে নিতে পারবেন না ঘিসিং। চালু প্রকল্পগুলির দেখভাল করতে পারবেন তিনি। ● কোনও প্রকল্পের ঠিকাদার বদল বা নতুন কাউকে ঠিকা দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে না ঘিসিংয়ের। ● নতুন নিয়োগ করতে পারবেন না তিনি। পুরনো নিয়োগ বাতিলের ক্ষমতাও থাকছে না তাঁর। ● আপৎকালীন পরিস্থিতিতে কোনও জরুরি ও অনিবার্য সিদ্ধান্ত নিতে হলে রাজ্য সরকারের অনুমোদন নিয়েই তাঁকে তা করতে হবে। মোট কথা, তদারকি প্রশাসকের দায়িত্ব সার্বিক তদারকির বেশি আর কিছু নয়। তবে লাল আলো লাগানো গাড়ি, নিরাপত্তা এবং অন্য যে-সব ব্যক্তিগত সুবিধা ঘিসিং পেয়ে থাকেন, তা তিনি পাবেন।

মুখ্যমন্ত্রী সভায় বলেন, "আপনারা সবাই জানেন, দার্জিলিং নিয়ে একটা জটিল সমস্যার মধ্যে পড়েছি। আইন অনুযায়ী ২৫ মার্চের মধ্যে নির্বাচন করতেই হবে। আমরা চেয়েছিলাম গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু থাক।" ঘিসিংয়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠক, ঘিসিংয়ের দাবি, ত্রিপাক্ষিক বৈঠক, প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক— সার্বিক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করে বুদ্ধবাবু বলেন, "ঘিসিং যে-সব দাবি তুলেছেন, তার প্রতিটিই মেনে নিয়েছি। শেষ দিকে তিনি দাবি করলেন, পার্বত্য পরিষদকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দিতে হবে। ষষ্ঠ সিডিউলে (তফসিলে) ঢোকাতে হবে।" বুদ্ধবাবু বলেন, "আমি সংবিধান-বিশেষজ্ঞ নই। যতটুকু জানি, ষষ্ঠ সিডিউলে ঢোকাতে গেলে গোটা এলাকাটাকেই উপজাতি এলাকা বলে মেনে নিতে হয়।"

মুখ্যমন্ত্রীর প্রশ্ন, "দার্জিলিঙে কি অন্য সম্প্রদায়ের মানুষের অস্তিত্ব নেই? তবু কেন্দ্রকে বলেছি, সম্ভব হলে ওই দাবিও মেনে নেওয়া হোক।" বুদ্ধবাবু জানিয়েছেন, ঘিসিংয়ের সব দাবি মেনে নিতে থাকায় কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ও তাঁকে উপদেশ দিয়েছেন, ঘিসিংয়ের এত সব দাবি মেনে নেওয়া উচিত হচ্ছে না।

গত ১৯ মার্চ প্রধানমন্ত্রীর বৈঠকের বিবরণ দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমরা যে-সর্বদলীয় প্রশাসক বোর্ড নিয়োগের কথা বলেছিলাম, তাতে প্রধানমন্ত্রীর সায় ছিল। কিন্তু এ বারের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণন উপস্থিত ছিলেন। সবাই বললেন, নেপালের এখন যা পরিস্থিতি, তাতে ঝুঁকি নেওয়া ঠিক হবে না। ঘিসিংয়ের দাবি মেনে নিন। এর পরেই মানতে বাধ্য হলাম।"

মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের উদ্দেশে আবেদন জানান, "দার্জিলিঙে শান্তি রাখার স্বার্থে আপনারাও এটা মেনে নিন।"

● পাহাড়ে সি পি এমের অস্তিত্বই সঙ্কটে...পৃঃ ৬

ANANDABAZAR PATRIKA 24 MAR 2005

ANADABAZAR PATRIKA 23 MAR 2005

পাহাড় নিয়ে সিপিএমের আপাতত 'দ্বান্দ্বিক' কৌশল

জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

২২ মার্চ: এক দিকে দার্জিলিঙে শান্তি বজায় রাখতে সুবাস ঘিসিংয়ের সঙ্গে আলোচনা। অন্য দিকে দলের পক্ষ থেকেই পাহাড়ে ঘিসিং-বিরোধী জনমত গঠনের জন্য জোরদার প্রয়াস। আপাতত সিপিএম নেতৃত্ব পাহাড় নিয়ে ঠিক এই ধরনের 'ডায়ালেকটিকস'-এর কৌশল গ্রহণ করেছেন। ফলে প্রশাসনের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্র ও ঘিসিংয়ের সঙ্গে আলোচনা করে প্রশাসনিক বোর্ড গঠন করছেন, অন্য দিকে পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যকেও ঘিসিং-বিরোধী অভিযানে পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে আলিমুদ্দিন।

দলীয় মুখপত্রে নিয়মিত অশোক ভট্টাচার্যের প্রবন্ধ প্রকাশিত করে দলের অবস্থান ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এমন কী গোর্খা পার্বত্য পরিষদ আইন সংশোধন করা হল কেন, তা নিয়েও পুরমন্ত্রী সম্প্রতি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছেন।

এ বার দিল্লিতে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে বুদ্ধবাবু দার্জিলিঙের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পরে মুখ্যমন্ত্রী দলের কাছে যে রিপোর্ট দিয়েছেন, তাতে বলা হয়েছে ছ'মাসের মধ্যেই ভোট করতে হবে। কিন্তু এখন ঘিসিংয়ের সঙ্গে প্রকাশ্য প্রশাসনিক সংঘাতে যাওয়ার অন্য বিপদ আছে। নেপালের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। মাওবাদী কার্যকলাপ চরমে উঠেছে। এ অবস্থায় দার্জিলিং সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রয়োজন। এ জন্য সংশোধনী বিলে 'স্বশাসিত' শব্দটিকে ঘিসিংয়ের প্রস্তাব মেনে বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সিপিএম ঘিসিংয়ের জো হুজুর বৃত্তি করবে। অনিল বিশ্বাস, বিমান বসু থেকে প্রকাশ কারাট প্রত্যেকে দলের এই কর্মসূচিকে আরও জোরদার করার পক্ষে। বুদ্ধবাবুরও আপত্তি নেই। ফলে দিল্লিতে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বুদ্ধবাবু এবং অশোকবাবুর মধ্যে তথা দলীয় কৌশলে এক ধরনের 'দ্বান্দ্বিক সমন্বয়' গড়ে তোলার বিষয়টিকেই অনুমোদন দিয়েছে।

১৯৯৯ সালে নির্বাচিত পরিষদের বোর্ডের মেয়াদ ২০০৪ সালের ১৬ মার্চ শেষ হয়ে যায়। এর পরে লোকসভা নির্বাচন ও ভোটার তালিকা তৈরির কারণে ছয় মাস করে পরিষদের মেয়াদ এক বছর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। ২৬ মার্চ এই মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু সুবাস ঘিসিং ভোটে যেতে রাজি না হওয়ায় রাজ্য সরকারকে সংশোধনী বিল আনতে হয়েছে।

আবার এই ঘটনার কিছু আগেই শিলিগুড়িতে দলের রাজ্য সম্মেলনে ঘিসিংয়ের এই সম্ভাব্য রাজনীতির কথা মাথায় রেখে যে কৌশল ঠিক হয়, তাতে জিএনএলএফ-বিরোধী অভিযান চালিয়ে দলের শক্তি পাহাড়ে প্রসারিত করারই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৫ মার্চ সিপিএম রাজ্য দফতরে বিমান বসুর উপস্থিতিতে বৈঠকের পরে পাঁচ দলের জোট ছ'মাসের মধ্যে ভোট করার দাবিতে আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। অশোক ভট্টাচার্য দলীয় মুখপত্রে লিখেছেন, জিএনএলএফ পার্বত্য পরিষদ চালিয়েছে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক ভাবে। তাদের প্রশ্রয়ে দুর্নীতি বৃদ্ধি পেয়েছে। এই কারণে বামপন্থী ও অন্যান্য গণতান্ত্রিক শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে, কিন্তু আইন সংশোধনীর সঙ্গে ঘিসিংয়ের প্রতারণা বা আত্মসমর্পণের কোনও সম্পর্ক নেই। সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির এক সদস্যের ভাষায়, "দিল্লিতে কংগ্রেসকে সমর্থন জানিয়েও বহু ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক আদর্শগত লড়াই আমরা চালাচ্ছি। একই ভাবে ঘিসিংকে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সমর্থন দিয়েও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দল বিরোধিতা করার কৌশল নিয়েছে।"

কলকাতায় স্টাফ রিপোর্টারের খবর, অনিল বিশ্বাস এই দিন বলেন, "আমরা চাই পাহাড়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ও শান্তি বজায় থাকুক। প্রধানমন্ত্রীকে মুখ্যমন্ত্রীও তা জানিয়েছেন। তবে, ঘিসিং নানারকম হুমকি দিয়ে চলেছেন। তবে উনি ষষ্ঠ তফসিল অনুযায়ী সংবিধান সংশোধনের যে দাবি তুলেছেন, তা কেন্দ্রের বিষয়। আমরা চাই সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্বাচন। তার আগে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে প্রশাসনিক বোর্ড হোক।" কংগ্রেস পরিষদীয় দলের পক্ষ থেকে অতীশ সিংহ জানিয়েছেন, তাঁদেরও দাবি, সব দলকে নিয়ে প্রশাসনিক বোর্ড তৈরি হোক।

আজ ঘোষণা বুদ্ধের

প্রশাসক-পদে একা ঘিসিংকে চান মনমোহন

দেবব্রত ঠাকুর

জি এন এল এফ-প্রধান সুবাস ঘিসিংকে একক ভাবেই 'তদারকি প্রশাসক' হিসাবে নিয়োগ করার পরামর্শে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ অটল। একক প্রশাসক, নাকি ঘিসিংকে মাথায় রেখে সর্বদলীয় প্রশাসক বোর্ড— দোলাচলে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যও। সরকারি সূত্রের ইঙ্গিত, প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ মেনে ঘিসিংকে একক ভাবে 'তদারকি প্রশাসক'-এর পদে নিয়োগের সম্ভাবনাই প্রবল। আজ, বুধবার বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী আনুষ্ঠানিক ভাবে ওই নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করবেন।

আগামী ২৫ মার্চ, শুক্রবার শেষ হচ্ছে বর্তমান পার্বত্য পরিষদের মেয়াদ। ২৬ মার্চ থেকেই দায়িত্বভার নেবেন নতুন 'তদারকি প্রশাসক'। তবে এই ক্ষমতাও সীমিত। ওই প্রশাসককে সামনে রেখেই আগামী ছ'মাসের মধ্যে পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন করা হবে। সরকারি নীতি রূপায়ণে বাধা সৃষ্টি করলে তদারকি প্রশাসককে অপসারণের ক্ষমতাও আছে সরকারের হাতে।

প্রাথমিক ভাবে রাজ্য সরকার এবং বামফ্রন্টের প্রধান শরিক সি পি এম দলীয় স্তরে ঘিসিংকে চেয়ারম্যান করে প্রশাসক বোর্ড গঠনের পক্ষপাতী ছিল। বুদ্ধবাবুদের প্রস্তাব ছিল: প্রশাসক বোর্ডে ঘিসিং চেয়ারম্যান হিসাবে থাকলেও সেই সঙ্গে ঘিসিং-বিরোধী চার পার্টির জোটের নেতাদের ওই বোর্ডে রাখা হোক। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী সেই প্রস্তাব অনুমোদন করেননি। ১৯ মার্চের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী সুস্পষ্ট ভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, ঘিসিংয়ের অবস্থানকে আদৌ লঘু না-করেই যা করার করতে হবে। দার্জিলিঙের পাহাড়ে অশান্তি এড়াতে প্রশাসক বোর্ড নয়, ঘিসিংকে একক ভাবে তদারকি প্রশাসকের দায়িত্বে রেখে পরবর্তী নির্বাচন করানোর পরামর্শ দেন তিনি। মঙ্গলবার টেলিফোনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর আর এক দফা আলোচনার পরেই প্রশাসক বোর্ডের চিন্তা বাতিল করার ভাবনা শুরু হয়েছে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দার্জিলিঙের পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে একটি রিপোর্ট দেয়। তাতে বলা হয়: ঘিসিং পাহাড়ে জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন। এই ফাঁক ভরাট করার জন্যই আবার আলাদা গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবি তোলার সুযোগ খুঁজছেন তিনি। জি এন এল এফের মধ্যেই কট্টর বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ঘিসিংয়ের উপরে প্রবল চাপ তৈরি করছে তারা। ইতিমধ্যে ঘিসিংয়ের সক্রিয় সমর্থনে জিতে আসা দার্জিলিঙের কংগ্রেস সাংসদ দাওয়া নরবুলা পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবি তুলে দিয়েছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের রিপোর্টে প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হয়েছে, নরবুলার দাবির পিছনেও আছে ঘিসিংয়ের চাপ।

এই চাপের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর দুশ্চিন্তা পার্শ্ববর্তী নেপালের অশান্ত রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং মাওবাদী জঙ্গিদের দাপটকে ঘিরে। ১৯ মার্চের বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীকে এই সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা জানান তিনি। মহাকরণের পদস্থ সূত্রের খবর, সেই কারণেই ঘিসিংয়ের 'ইগো'য় আপাতত আঘাত না-করে তাঁকে তদারকির দায়িত্ব দিয়ে নির্বাচন করানোর জন্য তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে পরামর্শ দেন। তবে এই পরামর্শ মানা বা না-মানা যে সম্পূর্ণ তাঁর ব্যাপার, মুখ্যমন্ত্রীকে তা-ও জানিয়ে দিয়েছেন মনমোহন।

তবে প্রধানমন্ত্রী যেখানে সরাসরি একটি পরামর্শ দিয়েছেন, বুদ্ধবাবুর মতো মানুষ যে তা খারিজ করার সিদ্ধান্ত নেবেন না, সেটাই প্রত্যাশিত। কারণ, রাজনৈতিক স্তরে মুখ্যমন্ত্রীর দল ঘিসিং-বিরোধিতা করে গেলেও কৌশলগত কারণেই প্রশাসনিক স্তরে ঘিসিংয়ের সঙ্গে সংঘাতের পথ পরিহারের সিদ্ধান্ত নেন বুদ্ধবাবু। মহাকরণের পদস্থ সূত্রের বক্তব্য, মুখ্যমন্ত্রী যদি সংঘাতের পথই নিতেন, তা হলে প্রশাসক বসানোর প্রয়োজন হত না। ঘিসিংয়ের সম্মতি ছাড়াই মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করিয়ে দিতেন। মুখ্যমন্ত্রী প্রথম থেকেই এই বিষয়ে কেন্দ্রকে জড়িয়ে নিতে চেয়েছেন। তিনি এই ব্যাপারে সফলও।

প্রাথমিক ভাবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলের সঙ্গেই আলোচনায় বসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু পাটিলের তথাকথিত 'নিরপেক্ষ' মনোভাবে বুদ্ধবাবু অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। ক্ষুব্ধ হন বৈঠকে উপস্থিত প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণনের মনোভাবেও। ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পরেই আসরে নামেন মনমোহন। তিনি দু'দফায় বুদ্ধবাবুর সঙ্গে দার্জিলিং নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করেন। মূল কথা, সামগ্রিক প্রক্রিয়ার সঙ্গেই প্রধানমন্ত্রী জড়িয়ে গিয়েছেন। এর পরে মুখ্যমন্ত্রী যদি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ না-মেনে কোনও সিদ্ধান্ত নেন এবং পরবর্তী কালে তার ফল খারাপ হয়, তা হলে কেন্দ্রকে তিনি আর কতটা পাশে পাবেন, তা-ও বিবেচনা করেন সরকারি কর্তারা।

● পাহাড় নিয়ে সি পি এমের আপাতত 'দ্বান্দ্বিক' কৌশল...পৃঃ ৫

ANADABAZAR PATRIKA 23 MAR 2005

Ghisingh demand gets Buddha nod

GNLF boss to pick his men for DGHC board

Aloke Banerjee
Kolkata, March 22

NEW DELHI has informed GNLF chief Subash Ghisingh that chief minister Buddhadeb Bhattacharjee has agreed to accept him as the caretaker chairman of the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC).

The Union home department has also told the GNLF supremo that the chief minister is ready to let him choose his own men in the caretaker DGHC board despite demands of the five-party coordination committee led by CPI(M) that the board be composed of members of all political parties active in Darjeeling.

On Wednesday, Bhattacharjee will formally announce in the state Assembly the outcome of his meeting with Prime Minister Manmohan Singh and home minister Shivraj Patil in New Delhi last Saturday.

Top government sources, however, told *Hindustan Times* on Tuesday that it was now a foregone conclusion that the state government would formally bow down to the pressure tactics of Ghisingh in the interest of maintaining peace in the Hills.

The five political parties, including the CPI(M), CPI, AIGL, CPRM and GNLF(C), had earlier decided to start an agitation in the Hills against any attempt to make Ghisingh the sole caretaker of DGHC. Instead they had demanded that powers be handed over to an all-party board to run the DGHC till polls were held.

Sources said though the chief minister formally reported the decision of the five parties to the Prime Minister and the home minister, he never tried to convince them to accept the demand. Instead, he urged the Centre to prevail upon Ghisingh so that he agreed to unhindered polls in Darjeeling.

CPI(M) state secretary Anil Biswas gave an indication of the things to come when he said that though the five-party committee had demanded an all party-board of administrator for the Hills, "the final decision in this regard will be taken by the state government and the Centre".

"There is no question of bowing under Ghisingh's threat. We will continue our agitation to demand elections and democratic functioning of the DGHC. But its composition will be decided by the state government and the Centre," Biswas said.

GNLF sources in Kolkata said during his talks with New Delhi Ghisingh had insisted that he be made the sole caretaker of the DGHC. He was prepared to allow formation of a board of administrators only with his own men chosen from the former DGHC executive council, as all the council members had already "surrendered" their membership to Ghisingh.

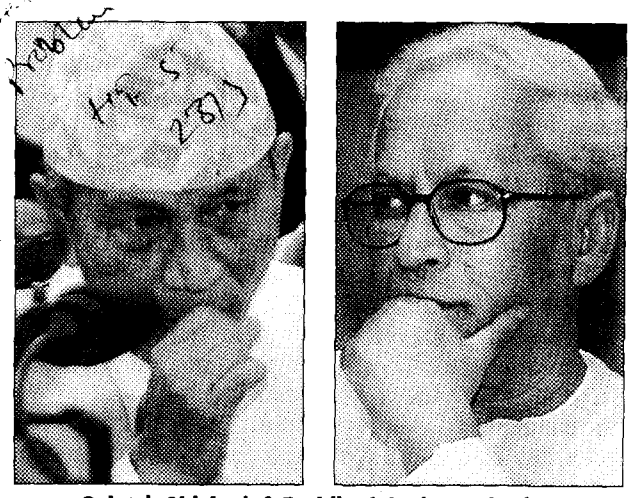

Subash Ghisingh & Buddhadeb Bhattacharjee

Councillor held for shooting at cabbie

GNLF MUNICIPAL Councillor Jigme Sherpa was arrested on Tuesday for shooting at a cabbie last week. On the night of March 16, Sherpa (32) and his three friends went to a taxi stand to hire a cab to Tiger Hill. However, the driver, Shahdev Rai (24), was reluctant since it was past 10p.m. Angered by a cabbie's audacity to refuse a councillor, Sherpa's friends roughed up Rai. When he retaliated, Sherpa tucked his gun inside the driver's mouth and pulled the trigger, injuring him critically. The four were arrested and produced in court on Tuesday. Sherpa and his two aides have been remanded in judicial custody.

HTC, Darjeeling

THE HINDUSTAN TIMES 23 MAR 2005

Ghisingh rules as councillors quit

Amitava Banerjee
Darjeeling, March 21

GNLF CHIEF Subash Ghisingh today said there was no need for another round of agitation in the Hills under the present situation. Ghisingh made this remark while speaking to the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC) councillors who had assembled at the Indira Gandhi Round Table Conference Hall to hand over their resignation, thus paving the way for Ghisingh to take sole charge of the council, whose term ends on March 26.

The councillors resigned in keeping with a resolution adopted by the DGHC general council on March 5, in which the councillors had agreed to relinquish office along with the facilities they enjoyed before Ghisingh, the chief executive councillor and chairman of the DGHC. Ghisingh had favoured the move for the sake of a smooth transfer of all powers to him after the council's tenure ended.

Looking beyond March 26, the day the DGHC general council stands dissolved, Ghisingh said the future course would be influenced by the recent amendment to the DGHC passed by the state Assembly. "There is all the possibility of the state government committing technical mistakes and it will be my job till March 25 to ensure that that doesn't happen. Now I will decide what to give to Darjeeling, Kurseong, Kalimpong and Mirik," Ghisingh said.

He advised the councillors not to sit back, though they were relieved of their responsibilities. "Your actual task as GNLF leaders starts now. You have to educated the masses about the alternative to the DGHC that we have demanded," he told the councillors.

The "alternative", he said, could be anything that the government was ready to concede under any of the Articles (371, 13-c) of the 6th Schedule of the Constitution. He said the recent talks in Delhi were not on what would happen to the DGHC after March 26 but regarding what alternative the government would hand down.

The councillors surrendered their official vehicles before the meeting ended. Their personal bodyguards, were also withdrawn. "Now our duty will be to further strengthen the GNLF," said Deepak Gurung, GNLF Darjeeling Branch Committee president, and ruled out poll without a new body.

THE HINDUSTAN TIMES 22 MAR 2005

ঘিসিংয়ের হাতেই ইস্তফা তুলে দিলেন কাউন্সিলরেরা

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: মেয়াদ ফুরনোর তিন দিন আগে, সোমবার সকালে লালকুঠির সদর দফতরে গিয়ে সুবাস ঘিসিংয়ের হাতে পদত্যাগপত্র তুলে দিলেন দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের জি এন এল এফ কাউন্সিলররা। সেই সঙ্গে কাউন্সিলর হিসাবে তাঁরা যে সুযোগ-সুবিধা নিতেন তা এ দিন থেকেই নেবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন তাঁরা। যে সমস্ত কাউন্সিলর নিরাপত্তারক্ষী নিয়ে ঘুরতেন তাঁরা তা-ও প্রত্যাহার করার আর্জি জানিয়েছেন চেয়ারম্যানের কাছে। গত ৫ মার্চ দার্জিলিং পর্যটক আবাসে পরিষদের সাধারণ সভায় ঘিসিং কাউন্সিলরদের ২১ মার্চ পদত্যাগপত্র পেশের নির্দেশ দেন। সেই নির্দেশ মেনে সকলেই পদত্যাগপত্র পেশ করায় ঘিসিং সন্তোষ প্রকাশ করেন।

আগামী ২৫ জুন পার্বত্য পরিষদের মেয়াদ ফুরোচ্ছে। ঘিসিং এখনই ভোটে যেতে রাজি না-হওয়ায় পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য সরকার। সে জন্য প্রয়োজনীয় আইন সংশোধনও হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে ঘিসিংকে একা প্রশাসক হিসাবে নিয়োগ না-করার জন্য পাহাড়ের জি এন এল এফ বিরোধী দল এবং সি পি এম সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। পাহাড়ে ঘিসিংয়ের জনপ্রিয়তা কমছে ও দলের উপরেও তাঁর আগের মতো কর্তৃত্ব নেই বলে দাবি করেছে তারা।

জি এন এল এফ সূত্রের খবর, দলের উপরে তাঁর যে নিরঙ্কুশ কর্তৃত্ব রয়েছে সে কথা রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের সামনে আরও এক বার প্রমাণ করতেই ঘিসিং কাউন্সিলরদের পদত্যাগের নির্দেশ দেন। পদত্যাগপত্র নেওয়ার পরে ঘিসিং তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় তাঁদের জানিয়ে দেন, পরিষদের প্রশাসক বোর্ডের কর্তৃত্ব তাঁর হাতে থাকার ব্যাপারে তিনি যথেষ্ট আশাবাদী। সেই সঙ্গে পরিষদের বিকল্প খোঁজার ব্যাপারেও কেন্দ্র ও রাজ্য সদর্থক মনোভাব নিয়েই চলছে। তবুও সকলকেই তাঁর এলাকায় গিয়ে প্রচারে ও সংগঠনে মনোনিবেশ করার পরামর্শ দিয়েছেন ঘিসিং।

দলের দার্জিলিং শাখার সভাপতি দীপক গুরুং বলেন, "আমরা চাই ঘিসিংকে প্রশাসক পদে রেখে এক সদস্যের কেয়ারটেকার বোর্ড তৈরি হোক। সে জন্য ঘিসিংয়ের নির্দেশ মেনে আমরা কাউন্সিলর পদ থেকে আগেভাগেই সরে গিয়েছি। আশা করি, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকার পাহাড়ের বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে আমাদের দাবি মেনে নেবেন।"

২০০১-এ শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙে যাওয়ার পথে পাঙ্খাবাড়ি এলাকায় এক দল জঙ্গির হামলার মুখে পড়তে হয় ঘিসিংকে। তার পর থেকেই নিরাপত্তার কারণে কাউন্সিলরদের লালকুঠিতে যাওয়া কার্যত নিষিদ্ধ হয়ে যায়। গত চার বছরে লালকুঠিতে পরিষদের সদর দফতরে একটিও সাধারণ সভা হয়নি। সম্প্রতি তিনটি সাধারণ সভা ডাকা হলেও তা দার্জিলিং পর্যটক আবাসে হয়েছে। সে দিক থেকে দেখতে গেলে চার বছর পরে কাউন্সিলররা পরিষদের সদর দফতরে ঢোকার অনুমতি পেলেন। চার বছর পরে যে দিন লালকুঠিতে ঢোকার ছাড়পত্র মিলল, সে দিনই পদত্যাগপত্র জমা দিতে হল। এই ব্যাপারে জি এন এল এফের কাউন্সিলররা কোনও মন্তব্য করতে নারাজ। এ দিন সকাল ১১টা নাগাদ পরিষদের সমস্ত কাউন্সিলর একে একে লালকুঠিতে যাওয়ার পরে কাউন্সিলের একটি বৈঠক হয়। সেখানে তাঁরা পদত্যাগপত্র জমা দেন। দলের দার্জিলিং শাখার সভাপতি অবশ্য দাবি করেছেন, "আমরা পদত্যাগপত্র বলছি না। আমরা চেয়ারম্যানের কাছে আমাদের পদ সমর্পণ করছি।"

ANADABAZAR PATRIKA

22 MAR 2005

Abject surrender

State outmanoeuvred by Ghisingh

It is one thing to ensure peace in Darjeeling while neighbouring Nepal is tense. It is something else to surrender to a dictator who has done little to use development funds provided by the Centre for Darjeeling. If figures available for the Darjeeling Gorkha Autonomous Hill Council Bill are accepted, Rs 850 crore are allotted over past five years but there is no improvement. Yet the Left Front is bending over backwards to ensure that Subash Ghisingh continues to preside over the hill town without interference from anybody. The amended Bill replaces the Hill Council whose term expires on 26 March — on Ghisingh's terms, whereas in the normal course, an elected body should be in place. That is something Ghisingh opposes vehemently, despite efforts to make him see reason. But Buddhadeb Bhattacharjee will not take chances. Ghisingh finds it difficult to garner anything like the support he once did, but it is feared that he retains the capacity to cause unrest with the help of troublesome elements from across the border, especially Maoists in Nepal. The state government is aware that while Ghisingh's popular base may shrink, they suspect he retains a base to fuel tensions.

This is the reason for what Asok Bhattacharya calls Ghisingh's "blackmail" which results in a further amendment providing for a caretaker. Ghisingh will be in full command if he is to be caretaker, with no opposition anywhere. Buddhadeb Bhattacharjee is to get the Prime Minister's approval on the final composition, since the Hill Council was a tripartite agreement. But Dr Manmohan Singh is not expected to raise objections after the GNLF allowed the Congress candidate to win the last parliamentary election. An all-party board of administrators may be one way of responding to Ghisingh's mischief. But everything points to an abject surrender. The Left Front, which has been insisting on an election, has for once been outmanoeuvred.

THE STATESMAN 18 MAR 2005

THE HINDUSTAN TIMES
MAR 2005

Opp vows to keep caretaker Ghisingh on leash

HT Correspondent
Kolkata, March 15

THE CPI(M) has no objection to making Subash Ghisingh the caretaker chairman of the DGHC. But he will have to work with other political leaders in the caretaker board, CPI(M) state secretary Anil Biswas said on Tuesday.

After a hurriedly called meeting of five political parties working in the Hills against the GNLF, Biswas said, "We will accept Ghisingh as the chairman. But we will never accept a one-man board under him. We want an all-party board and we want free and fair polls in the Hills in September."

The five-party coordination committee, composed of CPRM, All-India Gorkha League and GNLF (C), apart from the CPI(M) and the CPI, decided to build a series of agitation in Darjeeling against Ghisingh to isolate him politically and to demand election to the DGHC in September.

The meeting was attended among others by Anil Biswas, Biman Bose, Ananda Pathak, Asok Bhattacharya and Jibesh Sarkar of the CPI(M), R.B. Rai of the CPRM, Madan Tamang of the Gorkha League, D.K.Pradhan of GNLF(C), and convener of the five-party coordination committee Sawan Rai.

Tamang did not suppress his anger at the manner chief minister Buddhadeb Bhattacharjee had succumbed to Ghisingh's threat of unleashing violence in Darjeeling unless he was made the interim caretaker of the DGHC.

Anil Biswas & Asok Bhattacharya *Setting up hurdles*

"We are not at all happy with the role played by the state government. Why is the government delaying the elections in the Hills?" he asked. "The state government could have shown more courage and avoided Ghisingh's black mail," Tamang said after the meeting.

D.K. Pradhan was more aggressive. "There is no guarantee that Ghisingh will allow elections in September. He knows he is going to lose. If election is not held in the Hills, we will have no option other than beginning another armed struggle, this time against Ghisingh," he said.

Leaders of the Gorkha League, GNLF(C) and CPRM bluntly told the CPI(M) leaders that they were unhappy with the way the state government was handling the situation in Darjeeling. They also doubted whether the chief minister's efforts to pacify Ghisingh would succeed and whether Ghisingh would indeed allow elections in the Hills after six months.

Anil Biswas, however, said the five parties would immediately launch an agitation in the Hills demanding elections within six months. The agitation would begin with a citizen's convention in Darjeeling, he said. "We can't establish democracy in the Hills without agitation," he said.

"Whoever becomes the chairman, will have to function in a democratic manner and the DGHC board should contain representatives of all political parties. We don't want it to function in an autocratic manner. It must function according to the rule of law," Biswas said.

আপসের বিধান

পার্বত্য দার্জিলিঙের ব্যাপারে সুবাস ঘিসিংই যে এখনও 'শেষ কথা', পশ্চিমবঙ্গ সরকার কার্যত তাহা মানিয়া লইল। সোমবার ওই স্বশাসিত এলাকার প্রশাসন পরিচালনার জন্য অন্তর্বর্তীকালীন তদারকি বোর্ড গড়ার বিলটি রাজ্য বিধানসভায় ধ্বনি ভোটে পাশ করানো হইল। এ ধরনের বোর্ড গঠন অপরিহার্য হইয়া ওঠে ঘিসিং স্বশাসিত পরিষদে নির্বাচন করিতে না চাওয়ায়। বিগত এক বছর ধরিয়াই ঘিসিং পরিষদের নির্বাচন নানা বাহানায় বানচাল করিয়া আসিতেছেন। তাঁহার আবদার রাখিতে ইতিপূর্বে দুই-দুই বার পরিষদের মেয়াদ বাড়াইতেও হয়। সেই বর্ধিত মেয়াদও যেহেতু এই মাসেই শেষ হইতেছে, অতএব নূতন নির্বাচিত পরিষদ শপথ গ্রহণের আগে একটা তত্ত্বাবধায়ক প্রশাসন মধ্যবর্তী সময়টুকুতে প্রশাসনিক দায় পালন করিবে, এমন বন্দোবস্ত আবশ্যক ছিল। এ ক্ষেত্রেও ঘিসিং জেদ ধরিয়া থাকেন, তাঁহাকেই ওই তদারকি প্রশাসনের দায়িত্ব দিতে হইবে। সোমবার অনুমোদিত বিলটিতে স্পষ্ট করিয়া ইহার উল্লেখ নাই বটে, তবে জি এন এল এফের তিন বিধায়ক যে ভাবে বিলটিকে সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে অনুমান করিতে অসুবিধা নাই, রাজ্য সরকার ঘিসিংয়ের ওই দাবিটিও মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইয়াছে।

নীতিগত ভাবে, ক্ষমতাসীন নেতা বা গোষ্ঠীকে ক্ষমতায় রাখিয়াই নির্বাচন অনুষ্ঠানের রীতিটিতে অগণতান্ত্রিকতা কিছু নাই (যদিও সর্ব স্তরেই তদারকি সরকারের অধীনে সব ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবিটির অনুকূলে নিরপেক্ষতার যুক্তিটিও উড়াইয়া দেওয়া যায় না)। লোকসভা বা বিধানসভার ক্ষেত্রেও বিদায়ী শাসক গোষ্ঠীর অধীনেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদের ক্ষেত্রে সমস্যাটি কিঞ্চিৎ ভিন্ন। এখানে শাসক জি এন এল এফ নিজেই যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান করিতে চায় নাই। রাজ্য সরকার তাহার উদ্যোগ করিলেই নানা অজুহাতে নির্বাচন বানচাল করিয়াছে। জনসমর্থন হারাইবার ফলেই পরাজয়ের আশঙ্কায় হয়তো দলের এই অবস্থান। কিন্তু ইহার ফলে দীর্ঘ এক বছর ধরিয়া ঘিসিং একটি অ-নির্বাচিত পরিষদের সর্বেসর্বা হইয়া থাকিয়াছেন। তৃতীয় দফায় রাজ্য সরকার নিযুক্ত প্রশাসকের অধীনে নির্বাচন পরিচালনা এবং নির্বাচন অবধি পরিষদের নৈমিত্তিক কাজকর্ম সম্পাদনের বিষয়টি অনিবার্য হইয়া উঠিলে ঘিসিং সেই প্রশাসনেও ছড়ি ঘুরাইবার আবদার ধরেন। অন্যথায় ৯১ দিন পাহাড় অচল করিবার হুমকিও থাকে। সরকার স্পষ্টতই সেই হুমকির কাছে নতি স্বীকার করিয়াছে। ঘিসিংয়ের অন্য একটি আবদার মানিয়া বিলে পরিষদের 'স্বশাসিত' তকমাটিও লোপ করা হইয়াছে। অস্যার্থ, গোর্খা পার্বত্য পরিষদ আর স্বশাসিত সংস্থা নয়। প্রশ্ন হইল, তবে কি পরিষদ অতঃপর রাজ্য সরকার শাসিত হইবে? যিনি এই সে দিন পর্যন্ত পৃথক রাজ্যের হুমকি দিতেছিলেন, নিদেনপক্ষে স্বায়ত্তশাসন না পাইলে হিংসা চালাইয়া যাওয়ার হুঁশিয়ারি, তিনি এখন পরিষদের নাম হইতেই 'স্বশাসন'-এর অভিধাটি তুলিয়া দিতে এত ব্যগ্র কেন? ইহার ফলে পরিষদের আর্থিক তহবিল ও রাজনৈতিক এক্তিয়ারের সীমা যে সঙ্কুচিত হইতে পারে, ঘিসিং কি তাহা ভাবিয়া দেখিয়াছেন?

বিল পেশ করিতে গিয়া বামফ্রন্ট সরকারের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী নিজেও জি এন এল এফের সহিত 'আপস' করার কথা কবুল করিয়াছেন। কিন্তু ঘিসিংয়ের শর্ত মানিলেই তিনি যথাযথ গণতান্ত্রিক আচরণ করিবেন, এমন নিশ্চয়তা নাই। পরিষদে ভোটের লগ্ন আসন্ন হইলে তিনি নূতন কোনও কৌশল করিবেন কি না তাহা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। নির্বাচন লইয়া সংশয়ে দীর্ণ ঘিসিংকে তোয়াজ করিয়া চলার একটাই যুক্তি— ক্ষীয়মাণ জনসমর্থন লইয়াও পাহাড়ে তাঁহার হিংসা সৃষ্টির ক্ষমতা বা সেই ক্ষমতা সম্পর্কে সরকারের শঙ্কা। ভোটের মুখে আবার তিনি হিংসার হুমকি দিলে সরকার আবার পিছু হটিবে না, এমন নিশ্চয়তাও নাই। যিনি ব্ল্যাকমেলের রাজনীতিতে হাত পাকাইয়াছেন, তিনি ভবিষ্যতেও পরীক্ষিত পথেই চলিবেন না, তার ঠিক কী? ইতিমধ্যে পাহাড়ে ঘিসিং-বিরোধী শক্তিগুলি (যাহার মধ্যে জি এন এল এফের সি কে প্রধান গোষ্ঠী, গোর্খা লিগ, কংগ্রেস ও সি পি আই এমও আছে) ঐক্যবদ্ধ হইয়া পাল্টা বন্‌ধ ও অচলাবস্থা সৃষ্টির পথ ধরার হুমকি দিতেছে। এই সব গোষ্ঠীর পিছনেও জনসমর্থন আছে। হয়তো এই পাল্টা চাপ ঘিসিংকেও রাজ্য সরকারের সহিত আপসে বাধ্য করিবে।

ANADABAZAR PATRIKA

16 MAY 2005

ক্ষমতা শুধু তদারকির

পাহাড়ে আপস শান্তির খাতিরে মানল সরকার

স্টাফ রিপোর্টার: দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদে প্রশাসক বা প্রশাসক বোর্ড গঠন সংক্রান্ত আইন সংশোধনী বিলটি বিধানসভায় অনুমোদিত হয়েছে। ২৬ মার্চ থেকে ছ'মাসের জন্য 'তদারকি'র ক্ষমতার অধিকারী এই প্রশাসক বসানোর পথ পরিষ্কার করার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্য সরকারের পক্ষে বিধানসভায় জানানো হয়েছে, পাহাড়ে নির্বাচন করা হবে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই। কোনও অন্যথা হবে না। সুবাস ঘিসিংয়ের চাপের মুখে তারা যে পাহাড়ে শান্তি বজায় রাখার স্বার্থেই এই 'সমঝোতা' করেছে, বামফ্রন্ট সরকারের তরফে তা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে।

তবে বিধানসভায় যাঁর এই ঘোষণা করার কথা ছিল, সেই পার্বত্য বিষয়ক মন্ত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সভাকে এড়িয়ে গিয়েছেন। স্পিকারকে চিঠি লিখে পুর-নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যকে ওই বিল পেশ করার দায়িত্ব দেন তিনি। ১৯ মার্চ দার্জিলিং নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বৈঠকের আগে বিধানসভায় এই বিষয়ে কোনও বক্তব্য নথিভুক্ত করাতে চাননি মুখ্যমন্ত্রী। তদারকি প্রশাসক বা প্রশাসক বোর্ডের 'তদারকি চেয়ারম্যান' হিসাবে বর্তমান চেয়ারম্যান সুবাস ঘিসিংয়ের নাম যদি চূড়ান্ত হয়, তা হলে সেটা হবে প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকেই।

গত বৃহস্পতিবার সংশোধনী বিলটি বিধায়কদের মধ্যে বিলি করার পরে শেষ মুহূর্তে সরকার আরও একটি সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয়। এ দিন বিধানসভায় বামফ্রন্টের মুখ্য সচেতক রবীন দেব সেই 'সরকারি' সংশোধন প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবিত বিলে পার্বত্য পরিষদের নির্বাচিত বোর্ড ভেঙে ক্ষমতা প্রশাসক বা প্রশাসক বোর্ডের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু রবীনবাবুর আনা সংশোধনীতে সাধারণ পরিষদের 'তদারকি ক্ষমতা' প্রশাসক বোর্ডের হাতে দেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রস্তাবটি সরকার মেনে নিয়েছে।

'কেয়ারটেকার' কথাটি বিলের অন্তর্ভুক্ত করার মূল দাবি ঘিসিংয়েরই। সরকার এই সুযোগ কাজে লাগিয়েছে। এর ফলে ছ'মাসের জন্য ঘিসিং তদারকি প্রশাসকের দায়িত্ব পেলেও কোনও নীতি নির্ধারণ করতে পারবেন না। গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক ক্ষমতাও তাঁর হাতে থাকবে না। অর্থাৎ কোনও নতুন প্রকল্প বা নতুন পরিকল্পনা হাতে নিতে পারবেন না তিনি। চেক সইয়ের ক্ষমতা তাঁর হাতে না-ও থাকতে পারে। অর্থাৎ ঘিসিং তদারকি প্রশাসক নিযুক্ত হলেও তাঁর হাতে কোনও ক্ষমতা থাকবে না। সরকারের মূল লক্ষ্য, ঘিসিংকে সামনে রেখে তাঁরই 'তদারকি'তে পাহাড়ে ভোট শেষ করা। আর পুরমন্ত্রী অশোকবাবুর বক্তব্য, প্রশাসক বা প্রশাসক বোর্ড সরকারি নীতি রূপায়ণে বাধা দেলে তাঁকে বা তাঁদের সরিয়ে অন্য প্রশাসক বসানোর সংস্থান থাকছে সংশোধনী বিলেই।

সোমবারের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল, সংশোধনী বিলে ঘিসিংয়ের দল জি এন এল এফের তিন বিধায়কের পূর্ণ সমর্থন মিলেছে। বিল অনুমোদিত না-হলে পাহাড়ের প্রশাসনে আইনি সঙ্কট তৈরি হত। তাই কংগ্রেসও বিল অনুমোদনের জন্য সমর্থন করেছে সরকারকে। তবে প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস এই বিলের বিরোধিতা করেনি, সমর্থনও করেনি। তারা বিলটি নিয়ে আরও আলোচনার দাবি জানিয়েছে। বিরোধী দলনেতা পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌগত রায়েরা বিলটি পেশ করার ক্ষেত্রে অশোক ভট্টাচার্যের অধিকার নিয়েই প্রশ্ন তোলেন। মুখ্যমন্ত্রীকে সভায় আসতে হবে বলে দাবি জানান তাঁরা। স্পিকার জানান, মুখ্যমন্ত্রী লিখিত ভাবেই অশোকবাবুকে দায়িত্ব দিয়েছেন। বিলটি ধ্বনি-ভোটে পাশ হয়ে যায়।

এ দিন তৃণমূল ও কংগ্রেসের বক্তাদের বক্তব্য ছিল, ঘিসিং রাজ্য সরকারকে 'ব্ল্যাকমেল' করছেন। সরকার তাঁর অন্যায় চাপের কাছে নতি স্বীকার করছে, সমঝোতা করছে। অশোকবাবু স্বীকার করেন, সরকার কিছু ক্ষেত্রে সমঝোতা করতে বাধ্য হয়েছে। বিধানসভার লবিতে তিনি বলেন, "মানছি, কিছু ক্ষেত্রে সরকারকে ব্ল্যাকমেল করা হয়েছে।" ভিতরে-বাইরে অশোকবাবুর যুক্তি, সরকার এটা মেনে নিয়েছে পাহাড়ে শান্তির জন্যই। তবে সরকারি স্তরে এই সমঝোতা হলেও রাজনৈতিক স্তরে যে তাঁরা ঘিসিংয়ের 'অন্যায়, স্বৈরাচারী মনোভাবের সঙ্গে কোনও সমঝোতা' করবেন না, দার্জিলিং জেলা সি পি এমের শীর্ষ নেতা অশোকবাবু তা জানিয়ে দিয়েছেন।

চাক্কা জ্যাম পাহাড়ে: রাজ্য সরকার ঘিসিংয়ের চাপের মুখে নতিস্বীকারের ইঙ্গিত দিলেও পাহাড়ের জি এন এল এফের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে নেমে পড়ল বামফ্রন্ট এবং তাদের সহযোগী পিপলস ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (পি ডি এফ)। সোমবার বেলা ১১টায় দার্জিলিঙের চকবাজারে 'চাক্কা জ্যাম' করে পাহাড়ের যান চলাচল বিপর্যস্ত করে দেন বামফ্রন্ট এবং পি ডি এফের নেতা-কর্মী-সমর্থকেরা। উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য মাইক বাজানোয় নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। তাই মাইক ছাড়াই প্রায় এক ঘণ্টা সভা করে জি এন এল এফ-বিরোধী জোট।

ANADABAZAR PATRIKA 15 MAR 2005

পাহাড়ে জেলা ফ্রন্টেরই জেহাদের মুখে সরকার

স্টাফ রিপোর্টার, শিলিগুড়ি: পাহাড় নিয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে কার্যত জেহাদ ঘোষণা করল দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্ট এবং ঘিসিং-বিরোধী জোট পিপলস ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্ট (পি ডি এফ)।

পার্বত্য পরিষদের মেয়াদ ফুরোনোর পরে তা চালানোর দায়িত্ব শুধু ঘিসিংকে দিলে পাহাড়ে অনির্দিষ্ট কালের বন্‌ধের হুমকি দিয়েছে জেলা বামফ্রন্ট এবং তাদের পাহাড়ের সহযোগী তথা জি এন এল এফ-বিরোধী জোট পি ডি এফ। রবিবার শিলিগুড়িতে সি পি এম, সি পি আই, গোর্খা লিগ, জি এন এল এফ (সি), সি পি আর এম নেতৃত্ব মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে জানিয়েছেন, প্রশাসক বোর্ড শুধু আমলাদের নিয়ে গড়লে তাঁদের আপত্তি নেই। কিন্তু ঘিসিংকে বোর্ডে রাখলে অন্য দলের প্রতিনিধিও নিতে হবে। নইলে রাস্তায় নেমে আন্দোলন করবেন তাঁরা। পাহাড়ে লাগাতার বন্‌ধ ডাকা হবে। বামফ্রন্ট এবং পি ডি এফের বক্তব্য, ইতিমধ্যে দু'দফায় ছ'মাস করে মেয়াদ বাড়িয়ে ঘিসিংকে চেয়ারম্যান রাখা হয়েছে। ফের কেয়ারটেকার করা হলে তা হবে পিছনের দরজা দিয়ে তৃতীয় দফার মেয়াদ বৃদ্ধির সামিল।

জনতার মাঝে, ফাঁসিদেওয়ায়।—বিশ্বরূপ বসাক

ঘিসিংয়ের প্রস্তাবিত বন্‌ধের বিরোধিতা করার পরে তাঁরা কেন বন্‌ধের হুমকি দিচ্ছেন? জেলা সি পি এম সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জীবেশ সরকার ও গোর্খা লিগের শীর্ষ নেতা মদন তামাং বলেছেন, "গত দু'মাস ধরে পাহাড়ের ঘটনাক্রম থেকে দেখা যাচ্ছে, এই সরকার হুমকির ভাষা ছাড়া অন্য কিছু বোঝে না। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি। তাই আমরাও হুমকি দিতে বাধ্য হয়েছি। পাহাড়ের মানুষ যে আমাদের সঙ্গে আছেন, সেটা আমরাও বুঝিয়ে দিতে চাই। জানি, বন্‌ধ হলে জনসাধারণের অসুবিধা হবে। সে-জন্য আমরা দুঃখিত।"

দলের মধ্যে ও বাইরের চাপের মুখে পড়ে বৈঠকের পরে কিছুটা বিব্রত দেখাচ্ছিল মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে। তিনি বলেন, "সোমবার রাজ্য সরকারের তরফে পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বিধানসভায় সংশোধনী বিল পেশ করবেন। সেখানে মেয়াদ শেষ হলে পার্বত্য পরিষদ চালানোর জন্য অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা করা হবে। তবে ঠিক কী ব্যবস্থা হবে, তা স্থির হবে ২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পরে। এটুকু বলতে পারি, যা-ই ঘটুক, ছ'মাসের মধ্যে পাহাড়ে ভোট হবেই।"

মুখ্যমন্ত্রীর কথায় পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে না-পেরে জেলা বামফ্রন্ট এবং পি ডি এফ আজ, সোমবার বেলা ১১টা থেকে পাহাড়ে দু'ঘণ্টা চাক্কা বন্‌ধের ডাক দিয়েছে। চকবাজারে জনসভাও হবে। পরীক্ষার জন্য নিষেধাজ্ঞা থাকায় মাইক ছাড়াই সভা হবে বলে জানান উদ্যোক্তারা।

সকালে শিলিগুড়ি সার্কিট হাউসে মুখ্যমন্ত্রী দার্জিলিঙের পুলিশ-প্রশাসনের শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। সাড়ে ১০টা নাগাদ জেলা ফ্রন্টের নেতাদের সঙ্গে পাহাড়ের পরিস্থিতি নিয়ে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে আলোচনা হয়। ১১টা নাগাদ পি ডি এফের প্রতিনিধিরা তাঁর সঙ্গে দেখা করে জানান, ঘিসিং ও তাঁর দল জি এন এল এফ সম্পর্কে পাহাড়বাসীর সাম্প্রতিক মনোভাব অনেকটাই বদলেছে। আলাদা ভাবে জেলা ফ্রন্ট এবং পি ডি এফ নেতৃত্বের সঙ্গে কথা বলে মুখ্যমন্ত্রী দু'পক্ষকে নিয়ে বৈঠকে বসেন।

দলের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর সামনেই প্রাক্তন সি পি এম বিধায়ক শাওন'রাই, জেলা সি পি এম সম্পাদক সাঙ্গপাল লেপচা, সি পি আইয়ের জেলা সম্পাদক উজ্জ্বল চৌধুরী, জি এন এল এফের (সি কে গোষ্ঠী) ডি কে প্রধান, মদন তামাংয়েরা জানিয়ে দেন, প্রশাসক বোর্ডে ঘিসিংকে রাখলে সব দলের প্রতিনিধি নিতে হবে। পাহাড়ের মানুষ যে ঘিসিংয়ের বিরুদ্ধে জোট বাঁধছেন, সেই ব্যাপারে গত শুক্রবার গোর্খা দুখ নিবারণী সঙ্ঘের বন্‌ধ-বিরোধী সভার কথা বলা হয়। মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রশাসক বোর্ডের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সমস্ত দিক ভাল ভাবে খতিয়ে দেখা হবে।

ANADABAZAR PATRIKA 14 MAR 2005

GHISINGH CLAIMS 'POSITIVE SIGNALS' FROM GOVT

Buddha sets tea tourism ball rolling

AVIJIT SINHA & ANIRBAN CHOWDHURY

Jalpaiguri/Alipurduar, March 12: Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee today said the state government is all set to develop tea tourism, which would add to the income of tea planters and also generate employment for local youths.

"We have found that there are several tourists, both domestic and international, who are interested in visiting the tea gardens. The idea of developing tea tourism has been a hit in Indonesia from where we adopted the policy as there are similar resources in this part of Bengal," Bhattacharjee said while unveiling the tea tourism policy at the Central Dooars Club this evening.

"We have received Rs 7.9 crore from the Union tourism ministry for this purpose," he said. "We have thought of developing infrastructure, such as roads, drinking water and electricity, in certain tea estates of north Bengal that are situated in exotic locales," Bhattacharjee said.

The chief minister urged tea planters to come forward to develop the tourism sector in north Bengal. "We want to develop parts of north Bengal apart from Darjeeling hills as tourist destinations. Adoption of the tea tourism policy is part of the plan," he said at the programme organised by the Dooars branch of the Indian Tea Association in Binnaguri, 68 km from Jalpaiguri.

In Alipurduar, Bhattacharjee today unveiled a string of projects for five north Bengal districts.

"There are few places in our state that are more backward than north Bengal. We are giving importance to setting up industries based on agriculture and horticulture in north Bengal. We have formed the North Bengal Development Council to undertake various projects," he said.

The government, the chief minister said, will set up an airport in Cooch Behar. "We have already received Rs 20 crore from the Centre for the project. In Barobisha on the Assam-Bengal border, we are going to set up an industrial park at a cost Rs 1.5 crore."

Bhattacharjee declared for the first time that there could be a discussion on whether or not Rajbangshi is a separate language.

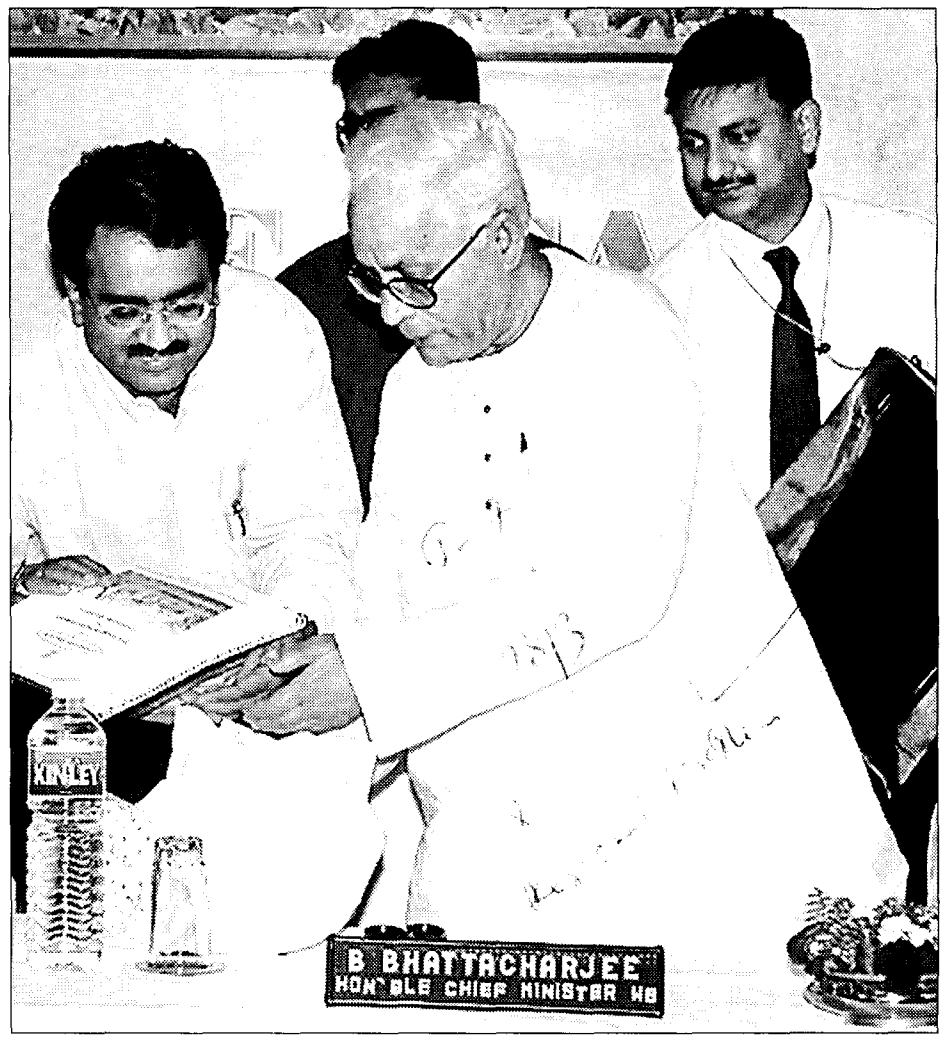

Bhattacharjee launching the tea tourism policy. Picture by Biplab Basak

GNLF calls off three-day bandh

OUR BUREAU

Darjeeling/Siliguri, March 12: The Gorkha National Liberation Front today withdrew its proposed three-day strike beginning on March 16, saying the state government had sent "positive signals" that it would make party chief Subash Ghisingh the Darjeeling Gorkha Hill Council caretaker after the panel's term ends on March 25.

The decision to call off the 72-hour bandh — the first phase of an agitation that the GNLF had threatened to extend to 91 days in the next four months — was taken during the party's central committee meeting in Darjeeling today.

"We have decided to withdraw the 72-hour bandh from March 16 to honour chief minister Buddhadeb Bhattacharjee's request to me over phone. However, the rest of the scheduled strikes are still on," Ghisingh said.

"Our demand is for an alternative to the present council and this could be anything the state and the Centre can offer us," Ghisingh said, welcoming the scheduled meeting between the chief minister and Prime Minister Manmohan Singh on March 19. However, the GNLF chief said he would not meet Bhattacharjee, currently touring north Bengal.

The GNLF leader said other "strikes could even be more prolonged" if the party's demand is not met.

Ghisingh today said the government had made a provision to safeguard "the caretaker power of the general council", though the DGHC amendment bill to be tabled in the Assembly on Monday speaks of appointing an administrator or a board of administrators.

The GNLF even pasted posters in Darjeeling saying the government has decided to make Ghisingh a "caretaker" of the council.

But parties opposed to the GNLF said Ghisingh's ambiguous stand on the amendment is a ploy to enable it to withdraw the three-day strike in the face of stiff resistance from the people of the hills.

"The amendment is clear and there is no mention of Ghisingh being made caretaker. Ghisingh's claim is only a face-saver," said Sawan Rai, convenor of the five-party People's Democratic Front that has a seat-sharing arrangement with the CPM.

At Siliguri, urban development and municipal affairs minister Asok Bhattacharya also said at a news conference that the real reason behind Ghisingh's withdrawal of the 72-hour bandh was pressure from people of the region.

The minister referred to yesterday's meeting in Darjeeling where people voiced their protest against the proposed bandh. "It was this common man's pressure that made Ghisingh realise that people are unhappy with him."

"Ghisingh's idea of politics is only blackmailing the state government. He has been in power so far using blackmailing tactics and wants to continue doing the same," alleged Bhattacharya.

THE TELEGRAPH 13 MAR 2005

Buddha bows, leaves Hill reins in Ghisingh hands

Aloke Banerjee
Kolkata, March 11

BULLIED BY Subash Ghisingh with threats of violence in the Hills, the Bengal government today decided to appoint him caretaker of the Darjeeling Gorkha Hill Council, so that he continues to be the sole wielder of power in the region.

So even before moving the DGHC (Amendment) Bill 2005 in the Assembly, the government will have to amend it afresh, replacing the words "administrator" and "board of administrators", by the word "caretaker".

Subash Ghisingh

The dispute between the government and Ghisingh stems from the GNLF chief's reluctance to allow polls to be held in the Hills even after the expiry of the current council's term this month. The government had said that if polls can't be held, it would appoint a board under an administrator to run the council. Ghisingh had demanded he be made sole caretaker of the council instead.

The GNLF chief spoke to the chief minister over the phone on Wednesday, Thursday and again on Friday morning, telling Buddhadeb Bhattacharjee he would cripple the hills through serial bandhs if his demand wasn't accepted, government sources said. The CPI(M) state secretariat, which met in the morning, decided to give in.

The GNLF chief returned the gesture, saying he might withdraw the three-day bandh called from March 16.

Bhattacharjee met leaders of the Left Front, Congress, Trinamool and GNLF in his chamber at the Assembly this afternoon to explain that he accepted Ghisingh's demand because "the situation in Nepal is becoming increasingly dangerous".

"At this stage I don't want trouble and violence in the hills," the chief minister said. "The elections will take place under Ghisingh."

THE HINDUSTAN TIMES

12 MAR 2005

ঘিসিংয়ের ডাকা বন্‌ধের বিরুদ্ধে এ বার সরব পাহাড়বাসীই

স্টাফ রিপোর্টার, শিলিগুড়ি ও কলকাতা: টানা ৯১ দিন বন্‌ধের হুমকির মুখে রাজ্য সরকার যখন হাঁটছে সুবাস ঘিসিংকে তুষ্ট করার রাস্তায়, তখন ঘিসিংয়ের ডাকা বন্‌ধের বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন পাহাড়ের আমজনতাই।

ঘিসিংয়ের পায়ের তলার মাটি যে আটের দশকের তুলনায় অনেকটাই আলগা হয়েছে, তা বুঝিয়ে দিলেন পাহাড়ের সাধারণ মানুষ। ঘিসিং ও তাঁর অনুগামীদের ডাকা যে কোনও বন্‌ধ যাঁরা এত দিন নির্বিবাদে মেনে নিয়েছেন, সেই পাহাড়বাসীই শুক্রবার প্রকাশ্যে জি এন এল এফের বন্‌ধের বিরুদ্ধে সরব হলেন।

এর মধ্যেই একে অপরের পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগ নিয়ে পাহাড়ে জিএনএলএফ-পিডিএফ সমর্থকদের মধ্যে উত্তেজনা দেখা দেয়। শুক্রবার দুপুরে দার্জিলিং চকবাজারে ঘটনাটি ঘটে। দু-দলই পুলিশে অভিযোগ করে। ঘণ্টাখানেক চকবাজার এলাকায় অঘোষিত বনধ পালিত হয়। দুই দলের সমর্থকেরা রাস্তায় নামেন। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ দিন দার্জিলিং শহরের 'গোর্খা দুখ নিবারণী সঙ্ঘ'-এর হলঘরে শহরের বিভিন্ন মহলের বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা স্বতস্ফূর্তভাবে জমায়েত হয়ে ঘিসিংয়ের টানা ৯১ দিন বন্‌ধের হুমকির বিরুদ্ধে কার্যত জেহাদ ঘোষণা করেন। বন্‌ধ বিরোধী ওই সভায় স্বেচ্ছায় হাজির হয়ে পাহাড়ের নামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্তা থেকে শুরু করে সাধারণ ট্যাক্সিচালকরাও বন্‌ধ প্রত্যাহারের দাবি জানিয়ে দেন। ব্যবসায়ী সংগঠনের প্রতিনিধি-সহ বেশ কয়েকজন ছোটখাট দোকান মালিকও হাজির হন। পার্বত্য পরিষদ গঠন হওয়ার পরে এই প্রথম জি এন এল এফের বন্‌ধের বিরুদ্ধে মুখ খুললেন বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা। সে দিক দিয়ে দেখতে গেলে অরাজনৈতিক ওই সভাকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে পাহাড়ের রাজনৈতিক মহল।

একে পর্যটন মরসুম, তার উপরে চা পাতা তোলার কাজ সবে শুরু হয়েছে। সে সঙ্গে বিভিন্ন স্কুল-কলেজে বার্ষিক পরীক্ষা চলছে। উচ্চ মাধ্যমিক-সহ বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাও সামনে। এই পরিস্থিতিতে বন্‌ধ ডেকে যে পাহাড়বাসীকে বিপাকে ফেলা হবে, তা নিয়ে পাহাড় জুড়ে ক'দিন ধরেই আলোচনা চলছিল। জিএনএলএফ নিয়ে আতঙ্কের ফলে ব্যাপারটা ফিসফাস স্তরেই ছিল। শুক্রবার সকালে চুপিসাড়ে বন্‌ধ বিরোধী সভার জন্য বিভিন্ন মহলে বার্তা পৌঁছে দেয় একদল অরাজনৈতিক যুবক-যুবতী।

সভাকক্ষে উপচে পড়ে ভিড়। আসেন সেন্ট জোশেফ কলেজের অধ্যক্ষা নোরিন ডান, নর্থ পয়েন্ট স্কুলের প্রিন্সিপাল ফাদার কিনলে, চেম্বার অব কমার্সের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য বিমল অগ্রবাল, দার্জিলিং ট্রাভেল এজেন্টস অ্যাসোসিয়েশনের সাধারণ সম্পাদক প্রদীপ তামাং, লোরেটো স্কুলের প্রিন্সিপাল-সহ বিভিন্ন স্তরের মানুষ। ক্ষোভে ফেটে পড়েন ছোট দোকানদার, গাইডরা। ট্যাক্সিচালক শিবা রাই ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, "গোর্খাল্যাণ্ড আন্দোলনের সময়ে সি আর পি আমার উপর অত্যাচার করেছে। তিন মাস বিছানায় ছিলাম। পরিষদ গঠিত হয়েছে। নেতারা লাল বাতি চড়ে ঘোরেন। আমাকে খেটে খেতে হয়। 'সিজন টাইমে' বন্‌ধ হলে খাব কী! এটা নেতারা বোঝেন না? বন্‌ধ তুলতেই হবে!" হোটেল মালিকদের ক্ষোভ, "আমরাও পাহাড়ের মানুষ। টানা তিন মাস বন্‌ধ হলে চলবে কী করে?" সময় গড়াতে ভিড় বেড়েছে বন্‌ধ বিরোধীদের। ফিসফাস দিয়ে শুরু সভায় সন্ধ্যায় সরব প্রতিবাদের আকার নেয়। সভা শেষের পরে সকলেই সমস্বরে জানান, সাধারণ মানুষের কথা ভেবে বন্‌ধ প্রত্যাহার না-হলে আরও বড় সভা করে ফের বন্‌ধের বিরোধিতা হবে। এ ব্যাপারে জি এন এল এফের কোনও নেতা মন্তব্য করতে চাননি। দার্জিলিং শাখার এক মুখপাত্র বলেন, "শনিবার কেন্দ্রীয় কমিটির সভার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হবে।"

রাজ্য সরকার যে পাহাড়ে অশান্তি এড়াতে চাইছে, এ দিন তার ইঙ্গিত মিলেছে বিধানসভায় তৃণমূল, কংগ্রেস প্রতিনিধি এবং জিএনএলএফ বিধায়ক শান্তা ছেত্রীর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে। বৈঠকের আগে দার্জিলিঙের পরিস্থিতি নিয়ে ঘিসিং-মুখ্যমন্ত্রী ফোনে আলোচনা হয় বলে সরকারি সূত্রের খবর। রবিবার ঘিসিংয়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠকের কথা। বৈঠকের পর শান্তার দাবি, "মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন, আমাদের দাবি মেনে নেওয়া হবে।" তাঁদের দাবি, মেয়াদ শেষের পর পরিষদের নির্বাচন পর্যন্ত সুবাস ঘিসিংকেই 'তদারকি প্রশাসক' রাখতে হবে।

ANADABAZAR 12 MAR 2005

'AUTONOMOUS' DELETION PROPOSED IN DGAHC BILL

Buddha mum on meeting Ghisingh

Statesman News Service

KOLKATA, March 11. — Chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee, on the eve of his two-day visit to Sil[illegible]ay, preferred staying vague on whether he would sit with Mr Subhas Ghisingh for another round of talks to resolve the hill council election deadlock. "I will neither confirm nor deny the possibility of such a meeting with [illegible]," [illegible] said at Write[illegible] today.

A[illegible] Bhattacharjee's scheduled programmes are his meeting with the leadership of the anti-GNLF five party consortium comprising the CPI-M, CPI, CPRM, Gorkha League and GNLF (C), inauguration of tea tourism project and attending the Teesta-Ganga festival at Jalpaiguri.

The Siliguri MLA, Mr Asok Bhattacharya, however, ruled out any chances of the chief minister meeting the GNLF chief during his visit. Mentioning some of the programmes which Mr Bhattacharjee has at Siliguri, the minister said: "No such meeting is scheduled."

Mr Bhattacharjee has already confirmed his meeting on the hill issue with Prime Minister Dr Manmohan Singh on 19 March.

He has spoken to Mr Ghisingh over the phone a couple of occasions during the past few days. Meanwhile, the government is ready with its Darjeeling Gorkha Autonomous Hill Council (Amendment) Bill, 2005, which is scheduled to be placed before the Assembly on 14 March. The Bill proposes dropping the term 'Autonomous' as demanded by Mr Ghisingh. It also makes provision for the office of an Administrator or Board of Administrators to take charge of the council following the expiry of its term. The move would become essential if elections are not held before 25 March this year — the deadline for the council's term.

"...if it is not possible at any time, within the extended period of one year..., to hold the first meeting which is required to be held after each general election for constitution of a new General Council, the Government may, by order, appoint any person to be designated as the Administrator, or constitute a Board of Administrators consisting of several persons, one of whom to be appointed as Chairperson of such Board, to exercise the powers, and perform the functions, of the General Council for a period not exceeding six months at a time or until the date on which the first meeting of the newly elected General Council is held, whichever is earlier," the Bill states.

THE STATESMAN 12 MAR 2005

Stop Ghisingh!

It is time to be tough

The Left Front government must blame itself for the mess over elections to the Darjeeling Gorkha Hill Council. It is in no longer in a position to adopt a tough stand against the man it permitted to become a law unto himself — much like Lalu Prasad in Bihar. Just as Congress finds Lalu's antics hard to stomach, Marxists are at their wits' end over Subash Ghisingh. Talks have failed; gestures have not worked; and Alimuddin Street can only react with shock and dismay over the GNLF announcement that it is planning a 91-day strike over four months to ensure that Ghisingh has his way. What the hill leader proposes — his appointment as caretaker chairman of the Hill Council after its term expires on 26 March — is wholly illegal and unethical. It guarantees there will be no elections until Ghisingh approves it. That is why he cites one excuse after another, bordering on the ridiculous. The Left has seen through his games and is in favour of a neutral authority after 26 March till elections are held. It wants Ghisingh to shed his excesses but has no idea how to deal with monumental gimmicks. Alimuddin Street's answer is silence even after Ghisingh virtually appoints himself caretaker chairman with a council of his choice.

What is the Left to do now? The idea of a Bill in the assembly appointing a neutral authority in place of the Hill Council raises fears that Ghisingh will return to ruthless resistance. The difference is that in the eighties, the hill people considered him a prophet wanting to fight neglect and lack of development. Sixteen years after the tripartite hill accord, it is a different story; which is one reason why Ghisingh is not enthusiastic about the electorate. Yet with the end of the Council's term on 26 March, the state is obliged to hold elections. It cannot be a party to keeping Ghisingh in the chairman's seat by default. Nor can it be seen to stand by and watch while he proceeds to spread panic in the hills. Further appeasement will be disastrous. There is no alternative to the sternest possible measures — now!

THE STATESMAN 19 MAR 2005

Unrest threat over hill panel

A STAFF REPORTER

Calcutta, March 10: The Gorkha National Liberation Front today threatened the Buddhadeb Bhattacharjee government with "dire consequences" if it sticks to its decision of appointing an administrator and does not make Subash Ghisingh the Darjeeling Gorkha Hill Council caretaker.

Legislators Shanta Chhetri and Goulan Lepcha of the GNLF met Bhattacharjee in his Assembly chamber and urged him not to amend the DGHC Act to avoid tension in the hills. They submitted a letter to the chief minister saying the party wanted Ghisingh to be made caretaker of the council.

"The government will have to revoke its proposal to appoint an administrator. Our demand has the full support of the hill people," said Chhetri.

"We have sent a copy of the proposed DGHC amendment bill to Ghisingh and the GNLF will finalise its course of action after its executive committee meeting on March 12. But we feel the hills will go up in flames if the government sticks to its decision to appoint an administrator,' the MLA said.

Ghisingh: Standing firm

Bhattacharjee rang up Ghisingh again today after the GNLF leader announced a plan to organise bandhs in Darjeeling. State officials were tight-lipped about talks between the chief minister and the Gorkha leader, but sources said Bhattacharjee sought his consent for the move to appoint an administrator to the council after its tenure expires on March 25.

"The chief minister tried to convince us about the need to amend the act and appoint an administrator, but we have made it clear to him that Ghisingh should be made caretaker of the council till a new body is formed through election," Chhetri said.

THE TELEGRAPH 11 M

পাহাড়ে অনন্ত কুনাট্য

রাজতন্ত্রে রাজা বিভিন্ন প্রদেশের শাসনভার মনসবদার বা সামন্তদের উপর ছাড়িয়া রাখিতেন, ওই সব প্রদেশের অভ্যন্তরে সুশাসন চলিতেছে না অপশাসন, তাহা লইয়া মাথা ঘামাইতেন না, যত ক্ষণ মনসবদার নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা রাজকোষে নিয়মিত জমা দিতেন এবং রাজার প্রতি নিঃশর্ত আনুগত্য ব্যক্ত করিতেন। গণতন্ত্রে এই বন্দোবস্ত অচল, এখানে শাসকদের শাসিতের প্রতি দায়বদ্ধতা থাকে, শাসিতের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি হিসাবে যে দায় পালনে তাঁহারা বাধ্য থাকেন। সুবাস ঘিসিং যদিও একদা পার্বত্য দার্জিলিঙের ভোটারদের দ্বারা নির্বাচিত হইয়াই স্বশাসিত গোর্খা পরিষদের কর্ণধার হইয়াছিলেন, তবু পুনরায় নির্বাচনের ঝুঁকি লইতে তিনি প্রস্তুত নন। পরাজয়ের আশঙ্কা তাঁহাকে নির্বাচনের প্রতি এতটাই বিমুখ করিয়াছে যে নানা ছলে সেই নির্বাচন স্থগিত করার কিংবা নিজের নিয়ন্ত্রণে গোটা নির্বাচন প্রক্রিয়াটি সঞ্চালন করার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর। এ জন্যই গোর্খা পরিষদের মেয়াদ অন্তে পুনর্নির্বাচনের নির্ঘণ্ট তিনি বানচাল করিতে সচেষ্ট। সে ক্ষেত্রে পরিষদের কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে চালাইবার জন্য প্রশাসক নিয়োগের যে সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতা রহিয়াছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে তিনি তাহাও পালন করিতে দিতে চান না। এ ক্ষেত্রে তাঁহার আবদার, তাঁহাকেই ওই অ-নির্বাচিত পরিষদের প্রশাসক নিয়োগ করিতে হইবে। অন্যথায় তিনি দফায় দফায় ৯১ দিন বন্‌ধ পালন করিয়া পার্বত্য দার্জিলিঙকে অচল করিয়া দিবেন।

গণতন্ত্রে সুবাস ঘিসিং কোনও কালেই বিশ্বাসী ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। নিজের প্রাথমিক জনপ্রিয়তা কাজে লাগাইয়া তিনি আপন প্রভুত্ব বৈধ করিয়াছেন। এখন যখন তাঁহার জনপ্রিয়তা আর আগের মতো নাই, নানা অভিযোগে গোর্খা জনগোষ্ঠীর বড় অংশের উপর আপন কর্তৃত্ব হারাইয়াছেন, তখনও আগের মতোই হুমকি দিয়া পার্বত্য পরিষদ ও তাহার তহবিল কুক্ষিগত রাখিতে তিনি মরিয়া। এ জন্যই ৯১ দিনের বন্‌ধ-এর হুমকি। হুমকির নিহিত বার্তাটি দ্ব্যর্থহীন। ইতিপূর্বে এ ধরনের বন্‌ধ-এ এক দিকে যেমন ব্যাপক হিংসা ও সন্ত্রাস সৃষ্টি হইয়াছে, অন্য দিকে তেমনি জনজীবন বিপর্যস্ত হইয়া অর্থনীতির সমূহ ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। সেই ক্ষতি আবার রাজ্য সরকারকেই ভর্তুকি দিয়া পূরণ করিতে হইয়াছে। সামনেই পর্যটনের মরসুম। পর্যটনই যেহেতু দার্জিলিঙের একমাত্র রাজস্ব উপার্জনকারী শিল্প, তাই এই মরসুমে তিন মাসব্যাপী বন্‌ধ পার্বত্য অর্থনীতির বারোটা বাজাইয়া ছাড়িবে। ঘিসিংয়ের কৌশল সহজবোধ্য। ইতিপূর্বে যখনই তিনি অনুরূপ চাপ সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় মাতিয়াছেন, তখনই রাজ্য অশান্তি, হিংসা ও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার শঙ্কায় চাপের কাছে নতি স্বীকার করিয়াছে। ক্রমাগত নতিস্বীকার ঘিসিংকে আরও সাহসী করিয়াছে। যদি রাজ্য আগের পর্যায়গুলিতে কঠোর হইত, কড়া হাতে হুমকির মোকাবিলা করিত, তবে তাঁহার সাহস ও স্পর্ধা এত বাড়িত কি না সন্দেহ।

দুর্ভাগ্যের বিষয় হইল, এ বারও সম্ভবত রাজ্য সরকার শেষ পর্যন্ত ঘিসিংয়ের অন্যায় ও অসাংবিধানিক দাবি শিরোধার্য করিবে। তাহার ফলে পার্বত্য দার্জিলিঙের নির্বাচকমণ্ডলী এবং তাঁহাদের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক সংগঠনগুলির প্রতি যে চরম অবিচার করা হইবে, তাহা নিশ্চিত। কিন্তু রাজ্য সরকারের প্রধান শাসক দল সি পি আই এমের নেতৃত্ব ঘরপোড়া গরু, দিগন্তে সিঁদুরে মেঘের সঞ্চার সহজেই তাঁহাদের সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে। দার্জিলিঙ একদা সি পি আই এমের দুর্গ ছিল, কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঘাঁটি ছিল। ঘিসিংয়ের নেতৃত্বে গোর্খা জনজাতীয় আত্মশাসনের আন্দোলন সেই দুর্গে কেবল ফাটল ধরায় নাই, তাহার প্রাকার ধূলিসাৎ করিয়া বামপন্থীদের পাড়াছাড়া করিয়াছে। এখন ঘিসিং ও তাঁহার জি এন এল এফের জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইলেও এবং সেই সুযোগে বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি (যাহার মধ্যে বিক্ষুব্ধ জি এন এল এফও আছে) মাথা চাড়া দিলেও দার্জিলিঙে পার্টির দুর্গের পুনরুদ্ধার সম্ভব নয়। সে জন্যই কি রাজ্য সরকার ঘিসিং ও তাঁহার স্বৈর[illegible]বী দাবির প্রতি তত কঠোর হইতে পারিতেছে না? পরাজয়ের ভয়ে ঘিসিং যদি কখনও পাহাড়ে নিরপেক্ষ ও অবাধ নির্বাচন করিতে না দেন, যে কোনও শাসনব্যবস্থার শীর্ষে যদি ব্যতিক্রমহীন ভাবে তাঁহাকেই ন্যস্ত রাখিতে হয়, তবে সেটাও কি বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পাহাড়ে শান্তি নষ্টের ভয়ে মানিয়া লইবেন? দুই ধরনের ভয় কি এ ভাবেই এক জন স্বৈরাচারী ও একজন গণতন্ত্রীকে মিলাইতে থাকিবে?

ANADABAZAR PATRIKA 10 MAR 2005

ঘিসিংকে ফোন, বুদ্ধ ফের দিল্লি যাচ্ছেন ১৯শে

দার্জিলিং-সমস্যা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সঙ্গে ১৯ মার্চ ফের বৈঠকে বসছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। পাহাড়ে জি এন এল এফের ডাকা বনধ তুলে নেওয়ার আর্জি জানিয়ে তিনি বুধবার সুবাস ঘিসিংকে ফোন করেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও তাঁর কথা হয়েছে। আগের তুলনায় বুদ্ধবাবুর সুর এ দিন কিছুটা চড়া হলেও তিনি জানান, ঘিসিংকে বাদ দিয়ে সরকার একতরফা ভাবে ভোটের চেষ্টা করবে না। তবে পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, "পাহাড়ের মানুষ ঘিসিংকে বরদাস্ত করবে না। আমরাও পাল্টা বনধ-বিক্ষোভ শুরু করতে যাচ্ছি। ঘিসিং নেপালের রাজার মতো গায়ের জোরে খেয়ালি সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন।" *(সবিস্তার পৃঃ ৬)*

ANADABAZAR PATRIKA 10 MAR 2005

Alarmed Ghisingh threatens serial bandhs

HT 5 9|3

HT Correspondent
Darjeeling, March 8

GORKHA NATIONAL Liberation Front (GNLF) chief Ghisingh and his party have threatened a series of bandhs in the Darjeeling Hills if their demand for Ghisingh's appointment as the caretaker to the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC) after its term expired on March 25 wasn't met.

The bandh plans have already created a sense of panic in Darjeeling and that is likely to ruin the approaching tourist season. Thousands of people from the plains go to Darjeeling during this time of the year, soon after the Madhyamik and Higher Secondary Examinations end.

"We have decided to go for a series of bandhs, but the final decision will be taken at a central committee meeting slated for March 25," said Deepak Gurung, president, GNLF Darjeeling Branch Committee. The series of bandhs planned include a 72-hour one from March 16 and a 108-hour one from March 26. The state government is expected to table an amendment to the DGHC Act on the March 16 in the state Assembly providing for the appointment of a caretaker. The need for one has arisen because elections to the DGHC could not be held in time.

To find a solution to the problem on its own, the present general council, having a GNLF majority, had met on March 5 in Darjeeling and adopted a resolution, demanding the appointment of Subash Ghisingh as a "caretaker chairman" till the new board was formed. Significantly, the GNLF has chosen March 16, the day scheduled for the tabling of the amendment,

Subash Ghisingh

to launch its serial bandhs in order to keep the government under pressure, feel political observers. "If the government does not make Ghisingh the caretaker and unless the alternative to the council is handed over to us, we, in the next phase, will call a 13-day strike starting from the April 9," added Gurung. If this too fails to yield results, the GNLF has threatened a 21-day bandh in May followed by a 51-day strike, the date for which has not yet been finalised and is likely to emerge at the central committee meeting slated for this March 12. The longest strike so far has been the one that lasted 40 days during the Gorkhaland agitation in the late 80s.

"This decision has truly exposed the GNLF and particularly their Supremo. They can go to any extent, which includes blackmail and any undemocratic means, to cling on to power. It also shows how little they care for the Darjeeling Hills and its people," said Madan Tamang, chairman, People's Democratic Front (PDF).

Though the PDF will oppose the bandhs politically, they feel it is time the people stood up to the "GNLF tyranny." The PDF also feels the government and the district administration should adopt tough measures to foil the bandhs, which, otherwise, could disrupt normal life in the Hills.

Madan Tamang also said that a PDF delegation was likely to meet the chief minister Buddhadeb Bhattacharjee March 14 or 15 and urge him not to buckle under GNLF pressure. "The Hills do not want Ghisingh as the caretaker, as he has already lost public mandate. He knows this and is trying to avoided the elections but is pressurising the government to be appointed a caretaker," Tamang said. He said the GNLF plan of calling a series of bandh would also be discussed in the meet.

09 MAR 2005

THE HIDUSTAN TIMES

খবর এক নজরে

ঘিসিং প্রশাসক না হলে ৯১ দিন বন্‌ধের হুমকি

সুবাস ঘিসিংকে পরিষদের প্রশাসক নিয়োগের দাবি মানা না-হলে ১৬ মার্চ থেকে জুলাইয়ের মধ্যে পাহাড়ে কয়েক দফায় মোট ৯১ দিন বন্‌ধ ডাকার হুমকি দিল জিএনএলএফ। মঙ্গলবার দলের দার্জিলিং শাখার সভাপতি দীপক গুরুং বলেন, "পরিষদের কাউন্সিলররা সর্বসম্মতভাবে ঘিসিংকে প্রশাসক চান। রাজ্য সরকার ১৩ মার্চ বিধানসভায় ওই বিষয়ে নয়া আইন প্রণয়ন করবে। তাতে আমাদের দাবি মানা না-হলে ১৬ মার্চ থেকে লাগাতার ৩ দিন পাহাড় বন্‌ধ হবে। তার পরে কাজ না-হলে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করা হবে। পরবর্তীতে ২৬ মার্চ থেকে ১০৮ ঘণ্টা বন্‌ধ হবে। ৯ এপ্রিল ত্রিপাক্ষিক চুক্তি একতরফাভাবে বাতিল করার পরে ফের ৭ দিন বন্ধ ডাকা হবে। মে মাসে ২১ দিন বন্‌ধ হবে। জুন ও জুলাই মাসে ৫১ দিন পাহাড় বন্‌ধ করা হবে।" তবে দীপকবাবুর আশা, মুখ্যমন্ত্রী পাহাড়ের শান্তি-শৃঙ্খলার কথা মাথায় রেখে ঘিসিংকেই প্রশাসক হিসাবে দায়িত্ব দেবেন।

ANADABAZAR PATRIKA

09 MAR 2005

GNLF threat: 91-day bandh

DARJEELING, March 8. — In a throwback to the days of the Gorkhaland agitation, the GNLF has threatened 91 days of strike, staggered over four months, if the state government does not agree to make Mr Subash Ghisingh the caretaker of Darjeeling Gorkha Autonomous Hill Council after the end of its current term. The threat, if carried out, may land a death-blow to the Hills' already fragile economy. The announcement itself has done quite a bit of damage.

The term of the present General Council ends on 26 March and the government is to bring a Bill in the Assembly on 13 March to set up a neutral dispensation to run the Hill Council thereafter. The government has so far said that it will not make Mr Ghisingh the sole authority of the council after 26 March.

The bandh threat issued by the GNLF Darjeeling branch committee today came after indications from the government that it would not honour the 5 March resolution of the General Council appointing Mr Ghisingh as the caretaker. Mr Ghisingh and the chief minister talked over the phone yesterday. — SNS

THE STATESMAN 09 MAR 2005

ANADABAZAR PATRIKA

ঘিসিংকেই প্রশাসক করার পথ খোলা রাখছেন বুদ্ধ

দেবব্রত ঠাকুর ও পার্থসারথি সেনগুপ্ত

সুবাস ঘিসিংকে সরিয়ে আবার তাঁকেই দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদের প্রশাসক বা প্রশাসক বোর্ডের প্রধান করে ফেরানোর পথ খোলা রাখছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। রাজনৈতিক ইচ্ছা-অনিচ্ছা নয়, রীতিমতো আইন পাল্টেই এই পথ প্রশস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

পরিষদ আইন সংশোধন করে, মেয়াদ-উত্তীর্ণ হওয়ার পরে প্রশাসক বা প্রশাসক বোর্ড গড়ে তাদের হাতেই দেওয়া হচ্ছে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ পরিচালনার দায়িত্ব। সরকার পছন্দমতো যে-কাউকে প্রশাসক-পদে নিয়োগ করতে পারবে। তিনি সরকারি আমলা হতে পারেন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হলেও অসুবিধা নেই। অর্থাৎ পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ঘিসিংকে সরিয়ে প্রশাসক বা প্রশাসক বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসাবে তাঁকেই ফিরিয়ে আনতে বুদ্ধবাবুর কোনও সমস্যা হবে না। এই লক্ষ্যে আইন সংশোধন করে চূড়ান্ত বিলটি ১৪ মার্চ বিধানসভায় পেশ করছে সরকার। সে-দিনই বিলটি অনুমোদন করানো হবে। পরিষদের নির্বাচিত পরিচালকদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৫ মার্চ।

এই সংশোধনে আইন বাঁচবে, এড়ানো যাবে ঘিসিংয়ের সঙ্গে সম্ভাব্য সংঘাত। ঘিসিংকে সামনে রেখে পরিষদের নির্বাচন করতে চাইছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এ ক্ষেত্রে তা-ও অসম্ভব হবে না। বিলে প্রশাসক বা প্রশাসক বোর্ডের মেয়াদ ধার্য হচ্ছে ছ'মাস। সরকার চাইলে ছ'মাস মেয়াদ বাড়াতে পারবে। প্রশাসকদের তত্ত্বাবধানেই পরিষদের ভোট হবে।

এ দিকে, ঘিসিংকে বাদ দিয়ে পাহাড়ে ভোটের দাবিতে সরব হয়েছে জি এন এল এফ-বিরোধী চার দলের জোট। এই দাবি নিয়ে ওই চার দলের নেতারা ১৫ মার্চ আসছেন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে। গোর্খা লিগ, সি পি আর এম, সি পি এম এবং সি পি আইয়ের নেতারা দেখা করবেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসু, সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক অনিল বিশ্বাসের সঙ্গেও। তবে ঘিসিংকে বাদ দিয়ে তিনি যে ভোটের কথা ভাবছেন না, মুখ্যমন্ত্রী তা স্পষ্ট করে দিয়েছেন আগেই।

তাই সংশোধনী বিলের আগের খসড়াগুলি খারিজ করে নতুন করে তা তৈরি করা হয়েছে। চূড়ান্ত খসড়া বিলে বলা হয়েছে: ● নির্বাচন হল না, অন্য দিকে পরিষদের পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হয়ে গেল, এমনকী বর্ধিত এক বছরের মেয়াদও শেষ হওয়ার পরে ক্ষমতা কার হাতে বর্তাবে, মূল আইনে তা ছিল না। তাই সংশোধনীতে প্রশাসক বা প্রশাসক বোর্ড বসানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। ● ১৯৮৮ সালে যে-চুক্তির ভিত্তিতে পার্বত্য পরিষদ গড়া হয়েছিল, তাতে 'স্বশাসিত' শব্দটি ছিল না। তাই মূল চুক্তি অনুসারে শব্দটি বাদ দেওয়া হল। ● এই বিলে পরিষদে নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি বিধিনিয়ম প্রণয়নের ব্যবস্থা হয়েছে। পরিষদ কর্মী নিয়োগ করবে, কিন্তু তা করতে হবে এই বিধিনিয়ম মেনেই।

অন্য দিকে, **শিলিগুড়ি থেকে স্টাফ রিপোর্টার** জানান, সোমবার বুদ্ধবাবু ফোন করেন ঘিসিংকে। জি এন এল এফ সূত্রের খবর, দু'জনের মধ্যে পরিষদের সাধারণ সভার সিদ্ধান্ত নিয়েই মিনিট কুড়ি আলোচনা হয়। শনিবারের ওই সভায় ঘিসিংকেই প্রশাসক করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। সেই সিদ্ধান্ত কেন রূপায়ণ করা দরকার, ঘিসিং বারেবারেই বুদ্ধবাবুকে তা বোঝানোর চেষ্টা করেন। ঘিসিংয়ের বক্তব্য, রাজ্যে সরকারের মেয়াদ শেষ হলেও 'তদারকি মুখ্যমন্ত্রী' হিসাবে মুখ্যমন্ত্রীই দায়িত্বে থাকেন। স্বশাসিত পরিষদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

ফোনালাপের পরে ঘিসিংকে বেশ আশ্বস্তই দেখিয়েছে বলে জি এন এল এফ সূত্রের খবর। পাশাপাশি, ঘিসিং যে পাহাড়ের কর্তৃত্বে থাকতে বদ্ধপরিকর, তা আরও স্পষ্ট জি এন এল এফের দুই বিধায়কের মনোভাবে। এ দিন তাঁদের সঙ্গে ঘিসিংয়ের আলোচনা হয়। দলীয় সূত্রের খবর, কার্শিয়াংয়ের বিধায়ক শান্তা ছেত্রি ও কালিম্পংয়ের বিধায়ক গোলন লেপচা ১০ তারিখে মুখ্যমন্ত্রী, স্পিকার, পরিষদীয় মন্ত্রীকে স্মারকলিপি দেবেন। তাতে ঘিসিংকেই কেন প্রশাসক করা দরকার, তা ব্যাখ্যা করা হবে।

08 MAR 2005

THE HINDUSTAN TIMES

08 MAR 2005

Ghisingh rushes envoy, seeks Cong hand

HT Correspondents
Kolkata/Darjeeling, March 7

IN A significant political development, GNLF supremo Subash Ghisingh sent an emissary to Kolkata on Saturday to seek support of the state Congress to help him continue at the helm of affairs in the DGHC.

Sources said on Monday that Ghisingh's emissary, a trade union leader of the Hills, met state Congress working president Pradeep Bhattacharya asking him to agree to a one-on-one meeting with the GNLF chief.

Sources, however, claimed that Bhattacharya did not make any commitment and said he would sit with Ghisingh only if the state and the Centre appointed him as a mediator. When contacted, Bhattacharya refused to comment on the issue, saying it was "too sensitive".

Congress insiders said Ghisingh's emissary reminded Bhattacharya that the GNLF had supported the Congress candidate in the Hills during the last Lok Sabha polls. In a letter, Ghisingh said the time has come to make the bond even stronger, hinting for Congress help in his demand for keeping him as the caretaker for the DGHC. The Darjeeling District Congress (Hills) denied that such a letter was sent.

Subash Ghisingh
'It's payback time, gentlemen!'

Dawa Norbula, the Congress MP and president of the District Congress (Hills) said, "I have no knowledge of any such letter and even Ghisingh has not contacted me. Even if such an emissary was sent, he did not talk to me regarding this." Norbula added that his party was neither with the People's Democratic Front, nor with the GNLF.

However, Sankar Malakar, president of the District Congress Committee Plains had earlier come out openly in support of the GNLF camp. Norbula, however, said the Congress in the Hills was open to any coalition with any anti-CPI(M) force if the need arose. "The Congress would support the amendment to be brought in the Assembly after the tenure of the DGHC General Council expired after on March 15."

Political observers feel the Congress may be eyeing the three seats in the Hills in the 2006 Assembly polls, which can be theirs only with Ghisingh's blessings. The state government also won't like to go into a direct confrontation with Ghisingh and the GNLF in order to maintain political stability and peace in the Hills. All these add up to Ghisingh getting an upper hand. "Ghisingh has always been a Congress baby and has been elevated to his present stature by the party," said D.S. Bomzan, a CPRM leader.

Meanwhile, the GNLF organised a Darjeeling Branch Committee meeting and expressed its solidarity with the resolution adopted in the General Council meeting on the March 5, in which it was decided that Subash Ghisingh should be appointed the caretaker of the DGHC. They have also decided to hold meetings at the constituency level to muster public support on this issue, starting from March 10.

ঘিসিংকে প্রশাসক চেয়ে পরিষদের সভায় প্রস্তাব

সঞ্জয় চক্রবর্তী ● দার্জিলিং

পাহাড়ের রাশ নিজের হাত থেকে ছাড়বেন না সুবাস ঘিসিং।

দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের সাধারণ সভার পরে জি এন এল এফ সুপ্রিমো জানিয়ে দিলেন, মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে তিনি একাই হতে চান পাহাড়ের প্রশাসক। সভায় গৃহীত ওই সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারকে জানিয়ে দিচ্ছেন পার্বত্য পরিষদের চেয়ারম্যান ঘিসিং। শনিবার দার্জিলিং পর্যটক আবাসে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে ওই সভায় যোগ দেন জি এন এল এফ সুপ্রিমো। সভার পরে তিনি বলেন, "আগামী ২১ মার্চ সমস্ত কাউন্সিলর আমার কাছে পদত্যাগপত্র দেবেন। ওঁরা সর্বসম্মতভাবে আমাকেই প্রশাসক হিসাবে চান। সভার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারকে জানিয়ে দেব। আশা করি আমাকে প্রশাসক নিয়োগ করে পরিষদকে বাঁচানো হবে। নইলে রাজ্য সরকার ভুল করবে।"

সম্প্রতি একাধিকবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয় তাঁর। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সেই সব আলোচনায় তিনি যে আশাবাদী গোপন করেননি ঘিসিং। তাঁর মতে, "কেন্দ্রের দিক থেকে আমরা খুব ভাল সাড়া পাচ্ছি। রাজ্যের তরফেও ইতিবাচক ভূমিকা নেওয়া হচ্ছে দেখছি। তাই মনে হয় আমাদের প্রস্তাব মেনে নেওয়া হবে।"

ঘিসিংয়ের প্রস্তাব শুনে রাজ্যের পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বলেছেন, "প্রশাসক নিয়োগ এবং দায়িত্ব বণ্টন কী ভাবে হবে তা রাজ্য সরকার ঠিক করবে। আমি আপাতত এটুকু বলতে পারি, মেয়াদ শেষ হওয়ার আগে অন্যান্য কাউন্সিলরদের শুধু নয়, ঘিসিংয়েরও পদত্যাগ করা উচিত।" ঘিসিং অবশ্য আগেভাগেই বলে দিয়েছেন, তাঁর পদত্যাগের প্রশ্নই ওঠে না। তাঁর যুক্তি, "পরিষদের তদারকির জন্য প্রশাসক নিয়োগের যে কথাবার্তা চলছে, সেখানে তো আমাকেই চেয়ারম্যান হিসেবে ভাবা হয়েছে। তাই পদত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না।"

পরিষদের মেয়াদ ফুরোচ্ছে ২৫ মার্চ। তার আগে ভোট করানোর চেষ্টা করেছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু নানা শর্ত আরোপ করে শেষ পর্যন্ত ভোটের রাস্তায় হাঁটতে চাননি জি এন এল এফ নেতৃত্ব। ইতিমধ্যে ঘিসিংয়ের চাপে পরিষদের ক্ষমতা ও সাংবিধানিক অবস্থানের প্রশ্নে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক শুরু হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ঘিসিংয়ের বৈঠকও হয়েছে। পাশাপাশি, রাজ্য সরকারও মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে প্রশাসক নিয়োগ করতে উদ্যোগী হয়।

পরিষদ যে আইনে গঠিত হয়েছে, সেখানে প্রশাসক কে বা কারা হবেন সেই ব্যাপারে কোনও স্পষ্ট উল্লেখ নেই। তাই প্রশাসক নিয়োগের জন্য বিধানসভায় নয়া আইন পাস করানোর কথা ভাবছে রাজ্য সরকার। প্রাথমিক ভাবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে, ঘিসিংকে রেখেই আরও কয়েক জনকে নিয়ে প্রশাসকমণ্ডলী গড়ার কথাও ভাবা হয়েছে। রাজ্য সরকার যে ঘিসিংয়ের সঙ্গে সংঘাতের পথে যাবে না তা আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

এই পরিস্থিতিতে গত সোমবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী টেলিফোন করে ঘিসিংয়ের সঙ্গে দু'দফায় কথা বলেন। তার পরেই ঘিসিং তাঁর বিদেশ সফর বাতিল করে জরুরি ভিত্তিতে সাধারণ সভা ডাকেন।

এই দিন বেলা ১১ টায় সাধারণ সভা শুরু হয়। সেখানে উপস্থিত সংখ্যাগরিষ্ঠ কাউন্সিলররা এক বাক্যে জানিয়ে দেন, পরিষদের প্রশাসক হিসাবে তাঁরা একমাত্র ঘিসিংকেই দেখতে চাইছেন।

ঘিসিংয়ের দাবি, "আমি দীর্ঘদিন ধরে পরিষদ চালাচ্ছি। তাই সকলেই মনে করছেন আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হলে সব দিক থেকেই পাহাড়ের ভাল হবে। ত্রি-পাক্ষিক বৈঠক শেষ না-হওয়া পর্যন্ত আমিই পরিষদের হয়ে উন্নয়মূলক কাজকর্ম চালাব। রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগসূত্র রক্ষা করব। একাধিক প্রশাসক কিংবা কোনও মনোনীত বোর্ড দরকার নেই।"

ANADABAZAR PATRIKA

0∟ MAR 2005

THE TELEGRAPH

06 MAR 2005

Ghisingh springs council caretaker offer

VIVEK CHHETRI

Darjeeling, March 5: The Darjeeling Gorkha Hill Council today adopted a resolution saying its chairman, Subash Ghisingh, would stay on as "caretaker" while the councillors would resign from their posts.

The step is seen as a DGHC attempt to pre-empt the Buddhadeb Bhattacharjee government's move to appoint an administrator and not extend the term of the hill council.

The changes would be effected on March 21, four days before the DGHC's term expires on March 25, Ghisingh told a news conference after a general council meeting here.

"The general council has decided that all councillors will surrender their membership of the council to me on March 21 at 11 am at Lal Kothi. They have also passed a resolution maintaining that I should function as caretaker chairman till an alternative to the council is worked out. Following this, an election can be held and I have no objections (to that)," he said.

The Gorkha leader rejected all other arrangements that are being considered by the Centre and the Bengal government.

"The Centre wanted me to function as a full-fledged chairman for another year but the state government had its reservations on this arrangement and I, too, have said I am not interested in this.

"Buddhadeb Bhattacharjee had called me a few days ago and mulled constituting an advisory board of all political parties but this is a laughable option," Ghisingh said.

The leader also rejected the idea of appointing an administrator to the council after March 25.

But he refused to spell out what the alternative to the council would be. "An alternative to the council has to be worked out taking into consideration the security of the country. This is why, I cannot singly spell out what it should be like," Ghisingh said.

The GNLF leader said the immediate task for the state government would be to find a suitable solution to the "deadlock regarding the council after March 25".

"After the council ceases to function, making me the caretaker chairman would ensure that there is someone around to liaise between the state and the central government," Ghisingh said, adding that the GNLF would then be forced to take up the issue.

Observers, however, believe that Ghisingh's intention is only to distance himself from some of the present councillors so that he can effectively check the growing infighting among the GNLF leaders.

The DGHC decision has, understandably, found no favour with Asok Bhattacharya, the state urban development and municipal affairs minister. He dismissed the developments as meaningless.

On Ghisingh's decision to become "caretaker chairman", Bhattacharya said: "Whatever decision (there is to be taken), regarding who is to take over after the DGHC's expiry, has to be done by constitutional means. A bill has to be placed and passed in the Assembly. The governor's assent will have to be sought to bring about an amendment to the DGHC Act, after which the state government will decide on further course of action. The question of Ghisingh remaining chairman does not arise at all."

Ghisingh: First off the b

Council for Ghisingh as 'caretaker'

STATESMAN NEWS SERVICE

DARJEELING, March 5. — Defying democratic norms, the General Council of the DGAHC today proposed that the current DGAHC chairman, Mr Subash Ghisingh, be appointed "caretaker" of the Hill council after its dissolution on 25 March.

The one-year extended tenure of the General Council ends on 25 March, with the state government failing to hold its polls. Reportedly, the government was mulling either an administrator or an all-party board to run the DGAHC after its current tenure. Addressing a press conference after the General Council meeting at the Tourist Lodge here today, Mr Ghisingh spoke of the two resolutions taken: one, to install him as the Council's "caretaker" after 25 March and two, councillors will resign en masse on 21 March.

"All councillors will be surrendering their membership to the General Council to welcome an alternative, the talks for which are on between the Centre, state and the Hill council," Mr Ghisingh said, adding that he would remain the sole person in charge of the council till the tripartite talks are over. Noting that the state will introduce a Bill in the Assembly on 13 March to install a new dispensation for the Hill council and the dissolution of the General Council of the DGAHC, he warned the government "not to make any mistake in the Bill".

According to Mr Ghising, the DGAHC would become "defunct" if the state turns down today's resolution to nominate him as the council's caretaker. He said the chief minister had recently called him up with the proposal to have an "all-party board of administrators" for the Hill council after 25 March. "The proposition is laughable," Mr Ghising quipped. "Elected bodies cannot come under any board."

THE STATESMAN

06 MAR 2005

GNLF nays council officer

OUR CORRESPONDENT

Darjeeling, Feb. 27: The GNLF today rejected the state government's plan to appoint an administrator after the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC)'s term terminates on March 25.

Deepak Gurung, the president of the GNLF's Darjeeling committee, said there is no provision in the DGHC Act for the appointment of the administrator. The move, he added, would "stifle democracy".

"At a time when review meetings are on, how can they talk of an administrator? The move will be undemocratic, as it will mean that an authority would be appointed superseding an elected body. Such a move will not solve the impasse. Besides, there is no such provision in the DGHC Act," Gurung said.

When the Buddhadeb Bhattacharjee government is working towards amending the act to install the administrator, the fresh opposition can derail the process.

The GNLF wants to get the maximum from the situation that will arise after the term of the council expires on March 25. The party wants the government to appoint Subash Ghisingh as caretaker of the council till the elections are held.

The Opposition parties in the hills, including the CPM, have made it clear Ghisingh should not be allowed to hold the reins of the council even after its term ends.

The DGHC has already got two extensions from the state government and a third is barred by the law, but Ghisingh has refused to participate in the polls till his demands regarding the powers of the council are met through meetings with the state and the Centre.

If the state government endorses what the Gorkha leader's opponents have been demanding, the GNLF will suffer a major setback. However, there are reports that the government is also mulling making Ghisingh the chief adviser to an administrator.

"The council will cease to be if a caretaker is not put in place by March 26," said Gurung. The GNLF maintains that a caretaker chairman would ensure that an elected person is at the council helm.

The GNLF has also raised the bogey of a separate Gorkhaland to ensure that it wins the next round at the negotiation table. "The state says it will pass a bill to remove the word autonomous (from DGHC). But we'll see that a bill on Gorkhaland comes first," said Gurung.

Ghisingh is leaving for Germany to attend a 10-day tourism festival starting March 3.

THE TELEGRAPH 28 FEB 2005

27 FEBRUARY 2005 Vol. CXXXIX 9(S)

CHALLENGE IN THE HILLS

An administrator is a good idea

THE first positive signal that the West Bengal government means business with regard to the Hill Council election is the move to appoint an administrator after the council's present term expires on 26 March. Subash Ghisingh, having drawn another blank in a series of tripartite meetings (the latest on Friday which included the prime Minister), mocks the idea and keeps referring to additional powers for the council. What it means is that the state government is confronted with a challenge. It will be a real test for Buddhadeb Bhattacharjee on whether he can execute the idea of an administrator for Darjeeling in the face of resistance from Ghisingh. Someone must be prepared to take the plunge. The GNLF leader is at his devious best but it is doubtful whether he will be able, in the changed scenario, to play the Gorkhaland card with threats of violence as he did in the eighties leading to the tripartite agreement in 1988. Being a party to the agreement, he cannot escape elections citing irrelevant issues. Nor can he keep asking for tripartite talks as excuse for postponing elections. At one stage, he seized upon the inclusion of the word "autonomous" in the name of the Darjeeling Gorkha Hill Council to suggest there are "two authorities" and that a further clarification would be needed before the election are held. No one has any doubts about all these diversionary tactics because he is far from certain about his popular base at the moment; there is also disturbing evidence of dissent within GNLF ranks.

The question is whether the Left Front government can send out the right signals by actually appointing an administrator. The Centre has cleverly placed in the ball in the state's court. After GNLF support for a Congress candidate in the parliamentary election, they are playing their cards carefully. In fact, Shivraj Patil has suggested a substantial hike of nearly Rs 30 crores as annual grant to the Hill Council making it Rs 50 crores — without asking Ghisingh for proper accounting. This means that three parties to the agreement are pulling in different directions. A stalemate will bring the administration in the hills to a halt after 26 March. Someone must pluck up the courage to tell Ghisingh that he must subscribe to the democratic process. The CPI-M is seen to be taking tough positions elsewhere. In this case, it has been held back by its own policy of appeasement.

THE STATESMAN 27 FEB 2005

ঘিসিংয়ের নেতৃত্বে পরামর্শদাতা কমিটি চায় না সি পি এম

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: গোর্খা পার্বত্য পরিষদ চালাতে যদি সুবাস ঘিসিংকে পরামর্শদাতা কমিটির প্রধান করা হয় তা মেনে নিতে রাজি নয় দার্জিলিং জেলা সি পি এম। শনিবার শিলিগুড়িতে পাহাড়ের জি এন এল এফ বিরোধী দলগুলির জোট পি ডি এফের সঙ্গে বৈঠকের পরে এ কথা জানিয়েছেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য। অশোকবাবুর বক্তব্য, "আমরা যেমন বর্তমান কাউন্সিলের মেয়াদ আর বাড়ানোর পক্ষে নই, তেমনই ঘিসিংকে প্রশাসক পদে চাই না। বরং ঘিসিংয়ের উচিত এখনই চেয়ারম্যান পদ থেকে সরে দাঁড়ানো। যিনি সময়ে পাহাড়ে নির্বাচন করলেন না তাঁকে কোনও মতেই প্রশাসকের পদে মেনে নেওয়া হবে না।" সৎ ,দক্ষ বলে পরিচিত রাজ্যের কোনও ব্যক্তিকে প্রশাসক পদে বসাতে রাজ্য সরকারের কাছে আর্জি জানিয়েছে সি পি এম এবং পি ডি এফ নেতৃত্ব।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠক সেরে দিল্লি থেকে দার্জিলিঙে ফেরার পথে সোমবার সুবাস ঘিসিং শিলিগুড়িতে অবশ্য জানান, গোর্খা পার্বত্য পরিষদ ভেঙে একরতফাভাবে প্রশাসক বসালে রাজ্য সরকার ভুল করবে। তার পরেও ২৫ মার্চের মধ্যে পরিষদের নির্বাচন সম্ভব নয় বুঝে রাজ্য সরকার পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করে দিয়েছে। ঘিসিংকে না-চটিয়ে কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে ভাবনাচিন্তা চলছে। পার্বত্য পরিষদ ভেঙে একটি পরামর্শদাতা কমিটি তৈরি করে ঘিসিংকে প্রধান পদে বসানো যায় কি না, তা নিয়েও ভাবনা চিন্তা চলছে। তাতেই উদ্বিগ্ন পাহাড়ের জি এন এল এফ বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

তাঁদের আশঙ্কা, ঘিসিংকে পরামর্শদাতা কমিটির প্রধান পদে বসালে রাজনৈতিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়বেন তাঁরা। রাজ্য এ ধরনের কোনও পদক্ষেপ নিলে সি পি এমের সঙ্গে তৈরি পাঁচ দলের জোট যে ভেঙে যেতে পারে, এমন ইঙ্গিত দেন কিছু নেতা। জি এন এল এফ (সি)-এর নেতা দীপক প্রধান বলেন, "ঘিসিংকে পরামর্শদাতা কমিটির প্রধান পদে বসানো হলে রাজ্য সরকারের সাময়িক লাভ হতে পারে। আখেরে পশ্চিমবঙ্গের চরম ক্ষতি হবে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত মানা সম্ভব নয়।"

এ দিন শিলিগুড়ি সার্কিট হাউসে আয়োজিত পাঁচ দলের ওই বৈঠকে সি পি আর এম, জি এন এল এফ (সি) এবং অখিল ভারতীয় গোর্খা লিগের নেতারা সি পি এম নেতৃত্বকে চেপে ধরেন। পুরমন্ত্রীকে বোঝাতে হয় যে বিষয়টি এখনও ভাবনাচিন্তার স্তরেই রয়েছে। পুরমন্ত্রী বলেন, "১৯৮৮ সালের চুক্তিতে পার্বত্য পরিষদের মেয়াদ এক বছর পর্যন্ত বাড়ানো যেতে পারে বলে বলা হয়েছে। তার পরে কী হবে তা নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হলে বিধানসভায় আইন পাস করাতে হবে।"

এ দিন পাঁচ দলের পক্ষ থেকে এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার দাবি তোলা হয়। গোর্খা পার্বত্য পরিষদ সংক্রান্ত বিষয়ে পাহাড়ের অন্য রাজনৈতিক দলগুলিকেও আলোচনায় ডাকার জন্য প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের কাছে দাবি জানানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। নির্বাচন পিছিয়ে দিতে সফল ঘিসিং যাতে পাহাড়ে কোনও রাজনৈতিক সুবিধা নিতে না-পারেন, সেই জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে জনসমাবেশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ANADABAZAR PATRIKA 27 FEB 2005

Differences over Gorkha Hill Council

By Marcus Dam

KOLKATA: The hastily-convened meeting between the Prime Minister, Manmohan Singh, and the West Bengal Chief Minister, Buddhadeb Bhattacharjee, in New Delhi on Thursday reflects the heightening concerns of both governments over the future of the Darjeeling Gorkha Hill Autonomous Council. Its Chairman, Subhash Ghising, demands that the present council needs to be replaced with "an alternative council" with greater powers. Concealed in the de-

NEWS ANALYSIS

mand is a veiled threat to revive the movement for a Gorkhaland state — one that had thrown the region into a period of political turbulence till it was called off with the setting up of the Council 16 years ago.

What has prompted the sudden turn of events is the contentious issue of holding elections to the Council whose term expires on March 25. The West Bengal Government has announced its intentions to appoint an administrator for running the DGHAC once the term ends and till the electoral arrangements are completed. This puts paid to Mr. Ghising's hopes of continuing to be in the saddle, even beyond the expiration date of the Council, till his demands for additional powers to it are met to his satisfaction.

Mr. Bhattacharjee and Mr. Ghising have been at odds on the subject. Their differences were in evidence at last week's tripartite talks convened by the Union Home Minister, Shivraj Patil, in New Delhi that ended inconclusively. Mr. Ghising's contention that the polls cannot be held unless there is an upgrading of the council was an argument Mr. Bhattacharjee has persistently refused to buy.

Flagrant violation

Not holding elections, Mr. Bhattacharjee has reiterated, does not augur well for the democratic process that had been set in place in the hills after the two-year-long violent agitation for statehood.

Also, it is a flagrant violation of the DGHC Act which came into existence following a memorandum of settlement signed in the presence of the then Union Home Minister, Buta Singh, by the then West Bengal Chief Minister, Jyoti Basu, and Mr. Ghising calling off a movement that had crippled the local economy and cost several lives. Talks on the revision of powers of the Council could go on but not at the cost of subverting the election process in a region where the polls have already been deferred by a year, the Chief Minister maintained.

The raking up of the statehood demand is seen as a ploy by Mr. Ghising to push back indefinitely an election whose outcome could well go against him considering the steady erosion in support base and growing threat to his hegemony, his political opponents argue.

This is open to debate but what is not is that any talk of Gorkhaland in the Darjeeling hills has always been loaded with significant emotive appeal and is one that has dominated both public discourse and the rhetoric of leaders of political parties whose agendas it determines.

THE HINDU 27 FEB 2005

ঘিসিংকে রেখেই বসবে প্রশাসক

অসীম নাথ ও অংশু চক্রবর্তী

দিল্লি ও কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি— নির্দিষ্ট সময়ে পাহাড়ে ভোট না হলে সুভাষ ঘিসিংকে সঙ্গে নিয়েই পার্বত্য পর্ষদের কাজ চালানোর মতো একটি বিকল্প ব্যবস্থা খোঁজা হচ্ছে। শুধু পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মনোনীত প্রশাসক নন, সুভাষ ঘিসিংও যুক্ত থাকবেন। কেন্দ্র এমন কোনও বিকল্প খুঁজতে বলেছে রাজ্য সরকারকে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য গতকাল এখানে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের সঙ্গে পাহাড়ের সমস্যা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ কথা বলেছেন। আলোচনায় এমন একটি বিকল্প ব্যবস্থার কথা উঠেছিল। মুখ্যমন্ত্রীরও আপত্তি নেই। বারবার বুঝিয়ে এসেছেন ঘিসিংয়ের একাধিক দাবি তিনি মেনে নিয়েছেন। ঘিসিংকে এড়িয়ে পাহাড়ে কিছু করতে চান না। মুখ্যমন্ত্রী আলোচনার বিষয়বস্তু নিয়ে কিছু বলেননি। কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সূত্র থেকে জানা গেছে, সুভাষ ঘিসিংয়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী নিজে এ নিয়ে আগে কথা বলবেন। ঘিসিং এ প্রস্তাবে রাজি না হওয়া পর্যন্ত রাজ্য সরকার বা কেন্দ্র— কেউই এ বিষয়ে প্রকাশ্যে কিছু বলবে না। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে ঘিসিংয়ের আজ বা কাল কথা হবে। এদিকে ২৫ মার্চের মধ্যেই বিধানসভায় দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পর্ষদের আইন সংশোধন নিয়ে বিল পেশ করা হবে। তাতে বাদ যাবে অটোনমাস অর্থাৎ স্বশাসিত শব্দটি। দ্বিতীয়ত, পর্ষদের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে প্রশাসক অথবা বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর বসানো যাবে। সেক্ষেত্রে পর্ষদের কাজকর্ম দেখভাল করবেন প্রশাসক অথবা অ্যাডমিনিস্ট্রেটরের অধীনে একজন চেয়ারম্যান। দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পর্ষদের কর্মী নিয়োগ সংক্রান্ত বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকবে। গতকাল বাগডোগরা বিমানবন্দরে সুভাষ ঘিসিং বলেছিলেন তিনি পার্বত্য পর্ষদের বিকল্প চান। নতুবা ভোট নয়। অর্থাৎ তিনি ফের গোর্খাল্যান্ডের প্রতিই তাঁর আগ্রহের কথাটি জানিয়ে দেন। মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু ঘিসিংয়ের এই মন্তব্য নিয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি। বলেছিলেন, 'আমি শুনেছি উনি কী বলেছেন। তবে কোনও প্রতিক্রিয়া দিচ্ছি না। অবশ্যই সঙ্গত কারণে।' বোঝা যায় বিকল্প ব্যবস্থার সন্ধান মাঝপথে মুখ খুবড়ে যাতে না পড়ে তার জন্যই মুখ্যমন্ত্রীর এই সতর্কতা। শুক্রবার সকালে সি পি সদর দপ্তরে রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু বলেন, গোর্খা পার্বত্য পর্ষদ গড়ার সময় ঘিসিংকে অন্য কিছু প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি। এসব অপপ্রচার। সব মিথ্যা কথা বলছেন। গোর্খাল্যান্ড হবে না। পাহাড়ে ভোট হচ্ছেই।

শিলিগুড়ি ও দার্জিলিং থেকে আজকালের প্রতিবেদক জানাচ্ছেন, দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পর্ষদ চেয়ারম্যান সুভাষ ঘিসিং এখনও অনড়। দিল্লি থেকে

এরপর ২ পাতায়

AAJKAL 26 FEB 2005

ঘিসিংকে রেখেই

১ পাতার পর

ফেরার পর পর্ষদের সদর দপ্তর লালকুঠিতে শুক্রবার পর্ষদের সব কাউন্সিলরদের নিয়ে বসেছিলেন। তিনি বলেন কীসের ভোট? কীসের প্রশাসক? চুক্তি নিয়ে পর্যালোচনা চলছে। আমাদের সব দাবিই সরকারকে বলেছি। এখন অপেক্ষা। একই সঙ্গে দলনেতা হিসাবে তিনি কাউন্সিলরদের অভয় দেন: 'চিন্তা করো না। আমি আছি।' কাউন্সিলররা অবশ্য বৈঠক শেষে মুখ খোলেননি। এদিকে পাহাড়ের সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে এদিনই সি পি এমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক বসে। নির্ধারিত সময়ে ভোট না হলে প্রশাসক নিয়োগ এবং তাঁর তদারকিতেই দ্রুত ভোট করানোর সিদ্ধান্তেই তাঁরা অনড় থাকছেন বলে জানিয়ে দেন সম্পাদক এম পি লেপচা। পাহাড়ে জি এন এল এফ বিরোধী জোটের শরিক সি পি এম, সি পি আর এম, গোর্খা লিগ, জি এন এল এফ (সি) ও সি পি আই নেতারা আজ শনিবার পরবর্তী পদক্ষেপ ঠিক করতে বৈঠকে বসছেন। এ সবের মাঝেই শুক্রবার শিলিগুড়িতে এসে পাহাড়ে এই পরিস্থিতির জন্য রাজ্য সরকার ও সি পি এমকে দায়ী করে গেলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তৃণমূলের পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন,

AAJKAL 26 FEB 2005

THE STATESMAN 25 FEB 2006

Ghisingh bent on separate council

Statesman News Service

SUKNA, Feb. 24. — While keeping the much-hyped Hill council election issue in the backburner, the GNLF supremo and DGAHC chairman Mr Subash Ghisingh is now sticking to his demand for a separate council. He wants an alternative council in the Hills under either of the Articles 3A, 13 C, 371 or the 6th Schedule.

After returning from Delhi today, Mr Ghisingh paid almost no importance to the election issue. He said: "This matter has already gone to the dustbin. When the review of the memorandum of settlement of DGAHC has started, there is no point in going for an election, unless it is completed."

However, he did not make it clear what would be his stand if the state government does appoint an administrator after 25 March by removing him, the cut-off date for the election. He said that the matter is now in a deadlock and so, unless the review of the memorandum is over, the next plan of action cannot be charted.

Asserting that the GNLF is not responsible for the loopholes in the DGAHC, Mr Ghisingh said that the power of the faulty council was imposed on him and since long he had been fighting for a separate council. "We do not want any patchwork with the existing faulty council. No repairing of the existing council would be accepted," he said.

Paying no importance to the state government's demand for his resignation after 25 March, he said: "Now the ball is in the state and the Centre's court. Let them decide what they would do."

Political observers feel any attempt to remove Mr Ghisingh from his chair would invite unrest in the Hills, apparently to avoid which the state government had succumbed to his series of demands. Asked to justify his "no election" stand, since as far as the Constitution goes, there would not be any existence of the council after 25 March, he argued that as this council does not come under the parliamentary constitutional system, there would not be any violation of the Constitution.

Mr Subash Ghisingh today returned to Darjeeling after a week's sojourn in Delhi and Rajasthan. During his absence, there had been a lot of speculation over his whereabouts.

DGAHC term hearing

The writ petition of Mr Madan Tamang challenging the state government's notification extending the DGAHC term till 26 March came up for hearing in Calcutta High Court today. Mr Justice Pranab Kumar Chattopadhyaya directed the state government to file an affidavit and fixed the final date of hearing for 3 March. The court observed that the pendency of the writ petition would not prevent the state government from taking steps for holding the election in accordance with law. The petition submitted that the Council had committed irregularities and the government should not have extended the council's term.

Buddha, PM want polls on time

NEW DELHI, Feb. 24. — With Mr Ghisingh toughening his stance and again threatening a separate Gorkhaland, the Prime Minister Dr Manmohan Singh, Union home minister Mr Shivraj Patil and chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee met for an hour this evening to find a solution. They want to ensure the elections to the Darjeeling Gorkha Autonomous Hill Council are held on time with an administrator in place. They also do not want Mr Ghisingh to boycott the polls. The West Bengal delegation claimed that Mr Ghisingh was losing support. It was pointed out that the Congress MP from Darjeeling, Mr Dawa Narbula, had recently made pro-GNLF statements and some distancing was perhaps, necessary. The Centre's stance now appears to be a bit closer to the state government's and though it will provide all financial help to Darjeeling, it may be sending an emissary there as well. It appears that the Centre is not happy with the GNLF leader hardening his stance. — SNS

মাওবাদীদের মদতে ঘর গোছাচ্ছে কে এল ও

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

মাওবাদীদের সাহায্য নিয়ে নতুন ভাবে ঘর গোছাতে উদ্যোগী হয়েছে কামতাপুর লিবারেশন অর্গানাইজেশন (কে এল ও)। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র বিভাগের সাম্প্রতিক রিপোর্টে বলা হয়েছে, কে এল ও নেতা জীবন সিংহ নতুন ভাবে সংগঠনের ঘর গোছাতে উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁর নেতৃত্বেই কে এল ও আবার সাজছে। কিছু দিন আগে জীবন বাংলাদেশে গা-ঢাকা দিয়ে ছিলেন। এখন তিনি সীমান্ত পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গে যাতায়াত শুরু করেছেন। ভুটান সরকার জঙ্গি শিবির ভেঙে দেওয়ায় বড় ধাক্কা খান কে এল ও এবং আলফা নেতারা। কিছু দিন তাঁরা ভারত-ভুটান সীমান্ত থেকে সরে ছিলেন। আবার সেখানে ফিরে আসতে শুরু করেছেন।

রিপোর্ট বলছে, রাজ্যে নাশকতার উদ্দেশ্যে নেপালের মাওবাদী জঙ্গিদের সঙ্গে নতুন ভাবে গাঁটছড়া বেঁধেছে কে এল ও। তারা নেপালের কমিউনিস্ট পার্টি (সি পি এন-মাওবাদী)-র সঙ্গে আঁতাঁত করেছে। রাজ্যের কোথায় ঘাঁটি গাড়ছে কে এল ও, কার সঙ্গে তারা আঁতাঁত করছে, কোথায় খোলা হয়েছে জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির, সবই জানানো হয়েছে ওই বিশেষ রিপোর্টে।

রিপোর্ট বলছে, নেপাল ও ভুটান সীমান্তে প্রশিক্ষণ শিবির খুলেছে কে এল ও। ভারত-বাংলাদেশে সীমান্তেও জঙ্গি প্রশিক্ষণ চলছে। দিল্লির অভিযোগ, ভারত-বিরোধী জঙ্গিরা বাংলাদেশে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। বাংলাদেশ অভিযোগ অস্বীকার করেছে। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিকতম রিপোর্টে বলা হয়েছে, বাংলাদেশের মুশিপাড়া-রংপুরে কে এল ও জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবির খোলা হয়েছে। ওই শিবিরে প্রশিক্ষিত দুই জঙ্গিকে কিছু দিন আগে মাথাভাঙার নলঙ্গিবাড়িতে গ্রেফতার করা হয়। জঙ্গিরা স্বীকার করেছে, তারা বাংলাদেশে অস্ত্র, বিস্ফোরক ব্যবহারের প্রশিক্ষণ পেয়েছে। উত্তরবঙ্গের চা-বাগান এবং দক্ষিণবঙ্গের কিছু এলাকায় নাশকতা চালানোর জন্য তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল।

ভারত-ভুটান সীমান্তে শরণার্থী শিবিরেও আশ্রয় নিচ্ছে কে এল ও জঙ্গিরা। তারা নেপালের থাপা জেলার বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে। তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে আশ্রয় নিচ্ছে, এন ডি এফ বি, আলফা এবং পাক গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই-এর সদস্যেরা। মূলত বেলডাঙি, পাতরি ও কুদুম্বারি এলাকাতেই তাদের জঙ্গি কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ। তাদের মূল উদ্দেশ্য, মালদহ, কোচবিহার ও উত্তর দিনাজপুরে ঢুকে পড়া। কিছু দিন আগে নিউল্যান্ড এবং হলদিবাড়িতেও তাদের কার্যকলাপ লক্ষ করেছে গোয়েন্দা পুলিশ। চা-বাগানের কুলিলাইন এবং বাগানের ভিতরে তারা অস্ত্র উঁচিয়ে জায়গা দখল করছে। কিছু দিন আগেই একটি চা-বাগানে জঙ্গি শিবির চিহ্নিত করেছে পুলিশ। কে এল ও-র অপেক্ষাকৃত নরম ধাতের রাজনৈতিক নেতারা জে এম এম এবং অল কোচ রাজবংশী স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সঙ্গেও যোগাযোগ করেছে বলে ওই রিপোর্টে জানানো হয়েছে।

ANANDABAZAR PATRIKA 25 FEB 2005

Top KLO leaders held

HT Correspondents
Kolkata/Siliguri,
February 23

UNDERGROUND KAMTAPUR Liberation Organisation (KLO) on Wednesday suffered a major setback when its organising secretary and chief combat instructor were arrested at Chenrabandha, close to the Bangladesh border in North Bengal's Cooch Behar district.

Acting on a tip-off, a police team from Mekhliagunj, in a pre-dawn operation, raided Chenglabandha village and cordoned off the house where the militants were hiding. The rebels opened fire as the police tried to zero in on the house.

The police retaliated, forcing the militants to surrender. "The operation has been highly successful. We have got the two most-wanted militants," Jagmohan, the superintendent of police, Cooch Behar, district, who had rushed to the spot, told HT The two arrested KLO rebels have been identified as Abhinash Adhikari, the organising secretary of the outfit, and Sukumar Ray alias Sanjay, its chief combat instructor.

Both Adhikari and Ray were the founder members of the outfit, which was floated on December 28, 1995.

A special team from the state intelligence branch is interrogating the two arrested militants. The version of the rebels about KLO chief Jibon Singh Singh setting up base in Dhaka has come as a surprise for the state intelligence branch. It was earlier believed that he had set up two camps in the Rongpur district of Bangladesh.

THE HINDUSTAN TIMES 24 FEB 2005

AMRITBAZAR PATRIKA 23 FEB 2005

পাহাড়ে পরিষদ যেতে পারে প্রশাসক-বোর্ডের হাতে

স্টাফ রিপোর্টার: এক জন প্রশাসক নয়, নির্বাচন পিছিয়ে যাওয়ার পরে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের কাজকর্ম চালিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পেতে পারে একাধিক প্রশাসকের সরকার মনোনীত বোর্ড। সেই মনোনীত বোর্ডে সরকারি আমলারা থাকবেন, নাকি রাজনৈতিক প্রতিনিধিরা, সেই ব্যাপারে রাজ্য সরকার এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি।

তবে জি এন এল এফ নেতা এবং পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান সুবাস ঘিসিংয়ের বিরোধিতায় নির্বাচনের মাধ্যমে ২৬ মার্চের মধ্যে যে নতুন পার্বত্য পরিষদ গঠন করা যাবে না, সেই ব্যাপারে রাজ্য সরকার এখন নিঃসন্দেহ। তাই সাংবিধানিক অচলাবস্থা কাটাতে রাজ্য বিধানসভার আসন্ন বাজেট অধিবেশনে ১৯৮৮ সালের দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ আইন সংশোধনে বিল আনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সংশোধনী বিলের খসড়া নিয়ে মঙ্গলবার মহাকরণে স্বরাষ্ট্র ও আইন বিভাগের কর্তাদের মধ্যে ব্যস্ততা ছিল। মোদ্দা কথায়, ঘিসিংয়ের সর্বশেষ মনোভাবে পরিষদ নিয়ে যে-পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে, তার নিরসনে এখন আইন সংশোধন ছাড়া কোনও পথ দেখছেন না রাজ্যের আইনি পরামর্শদাতারা। পুরনো আইনে পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও পরিষদের নির্বাচন করা না-গেলে তার মেয়াদ সর্বাধিক এক বছর পর্যন্ত বাড়ানোর সংস্থান রয়েছে। চলতি দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই দু'দফায় ছ'মাস করে সেই মেয়াদ এক বছর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই মেয়াদও শেষ হয়ে যাচ্ছে ২৫ মার্চ। আইনে তার পরে পরিষদকে টিকিয়ে রাখার আর কোনও সংস্থানই নেই।

পার্বত্য পরিষদ আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনে নির্বাচিত পরিষদের মেয়াদ মোট ছ'বছর হয়ে যাওয়ার পরে তা আর বাড়ানোর কোনও সংস্থানও অবশ্য করা হচ্ছে না। যেটা করা হচ্ছে, সেটা হল নির্বাচিত পার্বত্য পরিষদের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরে তার জায়গায় সরকার মনোনীত এক বা একাধিক প্রশাসক বসানোর সংস্থান। আইনের প্রস্তাবিত সংশোধনে এক বারে সর্বাধিক ছ'মাসের জন্য সেই প্রশাসক অথবা প্রশাসকদের বসানোর কথা বলা হচ্ছে। অর্থাৎ রাজ্য সরকার চায়, পরবর্তী ছ'মাসের মধ্যে নির্বাচনের মাধ্যমে পরিষদে পাহাড়ি মানুষের ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা ক্ষমতায় বসুন।

তবে এক বার আইন সংশোধনের মাধ্যমে সরকার মনোনীত প্রশাসক বা প্রশাসকেরা দায়িত্ব নিলে পরিষদের এখনকার নির্বাচিত সাধারণ পরিষদের অস্তিত্ব থাকবে না। পাহাড়ের মানুষের জন্য পরিষদের যে-সব কাজকর্ম করার কথা, সেগুলি প্রশাসক অথবা প্রশাসকদের তত্ত্বাবধানে চালিয়ে যাওয়া হবে। প্রশাসক হিসাবে শুধু দার্জিলিঙের জেলাশাসকের মতো কোনও আমলাকে দায়িত্ব দেওয়া হবে, নাকি সর্বজনগ্রাহ্য রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের মনোনীত করা হবে, তা নিয়েও কথা হয়। কিন্তু কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। কারণ, দু'ধরনের প্রস্তাবের পক্ষে— বিপক্ষেই সরকারি স্তরে ভিন্নমত রয়েছে।

পাহাড়ে নির্বাচন নিয়ে ঘিসিংয়ের চালে সরকার যে বেশ বিপাকে পড়েছে, মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মঙ্গলবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে সহকর্মীদের তা জানান। সম্প্রতি পরিষদের চেয়ারম্যানের সঙ্গে তাঁর কী কথা হয়েছে, দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল ও সনিয়া গাঁধীর সঙ্গে বৈঠকেই বা কী আলোচনা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রী তা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ঘিসিংয়ের সঙ্গে সংঘাতে যেতে চায় না। কিন্তু ঘিসিংয়েরও বোঝা উচিত, সবাইকে আইন মেনে চলতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্যকে পরিস্থিতির উপরে নজর রাখতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্য যোগাযোগ রেখে চলেছে। পুরমন্ত্রী পাহাড়ের সমস্যা নিয়ে এ দিন মুখ খুলতে চাননি।

State plans Hills poll under administrator

HT Correspondents
Kolkata/Darjeeling, February 21

IGNORING SUBASH Ghisingh's threat to block polls to the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC), municipal affairs and urban development minister Asok Bhattacharya said today that the government would go ahead with the elections though they might be held after March 25, the official date for the DGHC board's dissolution.

"The Hills people want democracy, development and peace. Only elections can achieve these goals for them," he said. The delay, if any, would be caused only by the secondary and higher secondary examinations, scheduled to get over by March 22, and certain technical problems over amending the DGHC Act to introduce the provision for appointing a caretaker administrator for the dissolved board, the minister added.

Quashing all speculation over extending the board's life and appointing Ghisingh as caretaker administrator, he said the administrator would be a state government officer.

Subash Ghisingh
Under pressure

There was no provision in the DGHC Act to extend the council's life beyond March 25. That Ghisingh had been chairman for an extra year was because the Act provided for a year's extension. "He is not entitled to any further extension and will have to step down as chairman of the council, which will duly stand dissolved," Bhattacharya clarified.

The government was already getting the grounds ready for the board's dissolution and consulting legal experts on amending the laws to appoint a caretaker administrator.

The amendment would be passed during the upcoming Assembly session. If not, it would be done through an Ordinance. There would be a second amendment to drop the word "autonomous" from the Council's name, Bhattacharya said.

The statement was welcomed by the Opposition in the Hills. With Ghisingh away, the GNLF maintained a guarded silence. N.B. Khawas, a frontline GNLF leader, said, "Whatever our decision, it will be taken at the highest level. I have no comments."

D.S. Bomzan, a senior leader of the Communist Party of Revolutionary Marxists, said the Hills people would consider Bhattacharya's position as the government's own. "We welcome the decision."

THE HINDU 22 FEB 2005

গণতন্ত্র বনাম ঘিসিং

সুবাস ঘিসিং ঠিক কী চাহেন? তিনি স্বশাসিত গোর্খা পরিষদের ক্ষমতা ও তহবিল বাড়াইবার দাবি করিতেছেন। কেন এই সময়ে এই দাবি, কেন এত কাল দাবিটি তোলা হয় নাই, সে প্রশ্ন সঙ্গত। তথাপি নয়াদিল্লিতে সদ্য অনুষ্ঠিত ত্রিপক্ষ বৈঠকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার, কেহই তাঁহার দাবি উড়াইয়া দেন নাই, বরং সহানুভূতির সহিত বিবেচনার আশ্বাস দিয়াছেন। স্বশাসিত পরিষদগুলির ক্ষমতা ও তহবিল যে বাড়ানো দরকার, নীতিগত ভাবে তাহা উড়াইয়া দেওয়ার কোনও কারণ নাই, বরং যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়ে বিবেচনার কারণ আছে। স্বায়ত্তশাসন কার্যকর ও ফলপ্রসূ হইতে হইলে তাহার নখদাঁত দরকার হয়, অন্যথায় স্বশাসিত পরিষদের প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা কঠিন হয়। একই ভাবে, পর্যাপ্ত তহবিল আয়ত্তে না থাকিলে উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করা যায় না। স্বশাসনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যই তখন ব্যর্থ হইয়া যায়। তাই ঘিসিংয়ের বর্ধিত ক্ষমতা ও অর্থের দাবি আপাতদৃষ্টিতে অসঙ্গত নহে। কিন্তু তাহার সহিত পরিষদের নির্বাচন বন্ধ রাখার সম্পর্ক কী? ঘিসিং বলিয়াছেন, তিনি নির্বাচন চাহিতে দিল্লি আসেন নাই, পরিষদের ক্ষমতা ও তহবিল বাড়াইতে আসিয়াছেন। পরিষদ ক্ষমতাবান ও অর্থবান না হইলে তাহাতে নির্বাচিত হইয়াই বা লাভ কী? কিন্তু একটি অনির্বাচিত পরিষদের হাতে বাড়তি ক্ষমতা বা তহবিলই বা তুলিয়া দেওয়া হইবে কেন?

প্রশ্নটি দার্জিলিঙ গোর্খা পরিষদের ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় প্রাসঙ্গিক, কেননা ঘিসিং-নিয়ন্ত্রিত পরিষদের দুর্নীতি, তহবিল-তছরূপ ও স্বজনপোষণ লইয়া তাঁহার দল জি এন এল এফেই এমন ক্ষোভ সৃষ্টি হয় যে দল দুই টুকরা হইয়া যায়। এখন ওই বিক্ষুব্ধ অংশ নির্বাচনী লড়াইয়ে ঘিসিং-বিরোধীদের সহিত হাত মিলাইয়াছে। পরিষদের অকর্মণ্যতা, দুর্নীতি ও পরিষদ পরিচালনায় ঘিসিংয়ের স্বৈরতান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ পার্বত্য দার্জিলিঙে ঘিসিংয়ের জনপ্রিয়তাও যে বহুল পরিমাণে হ্রাস করিয়াছে, ঘিসিং তাহা জানেন। নির্বাচনে তাঁহার পরিষদ পুনর্দখলের সম্ভাবনা আগের মতো উজ্জ্বল নয়। অতএব নির্বাচন বানচাল করিতে তিনি কৃতসংকল্প। এ জন্য তিনি পুনর্বার স্বতন্ত্র গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের দাবিতে সহিংস আন্দোলনের হুমকিও দিতেছেন। আর এখানেই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের ক্ষোভ। তিনি সঙ্গত ভাবেই পার্বত্য দার্জিলিঙে আশু নির্বাচন চান। চলতি পরিষদের কার্যকালের মেয়াদ অনেক আগেই সাঙ্গ হইয়াছে। ঘিসিংকে খুশি করিতে দুই বার মেয়াদ সম্প্রসারিত হইয়াছে। অস্যার্থ, বর্তমানে যে পরিষদের চেয়ারম্যান হিসাবে ঘিসিং তরবারি সঞ্চালন করিতেছেন, জনপ্রতিনিধিত্বের কোনও বৈধতা তাহার নাই। ঘিসিংয়েরও নাই। তবে তিনি কীসের ভিত্তিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সহিত দর-কষাকষি করিতেছেন? সাহস ও ক্ষমতায় কুলাইলে তিনি পুনরায় পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হইয়া আসুন, তাহার পর পরিষদের ক্ষমতা ও তহবিল লইয়া দরাদরি করুন।

কিন্তু যাবতীয় হুমকি সত্ত্বেও সুবাস ঘিসিং আসলে কোনও শার্দূল নহেন, দার্জিলিঙের ঘিসিং-বিরোধী রাজনীতিকরা তাহা ধরিয়াও ফেলিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রীও দলীয় সূত্রে সে সংবাদ রাখেন। কিন্তু ঝুঁকি লইতে পারিতেছেন না, যেমন ঝুঁকি লইতে পারিতেছেন না কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শিবরাজ পাটিলও। আশির দশকের অর্থহীন রক্তক্ষয় ও ধ্বংসের স্মৃতি এখনও অম্লান। নির্বাচনী রণে পরাজয় সম্পর্কে গভীর ভাবে উদ্বিগ্ন ঘিসিং গোর্খা কুলপতিত্ব অটুট রাখিতে মরিয়া হইয়া সেই তাণ্ডবের পুনরাবৃত্তির প্রাণপণ চেষ্টা করিতে পারেন, এই শঙ্কা তাঁহাদের শঙ্কিত করিতেছে। তাই সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, গণতন্ত্রের চেয়ে শান্তি ভাল— এ ধরনের এক আপসের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র নিজেদের প্রস্তুত করিতেছে। ব্যক্তির অন্যায় জেদ মানিতে একটি আস্ত প্রজাতন্ত্র একপ্রকার বাধ্য হইতেছে। শান্তির স্বার্থে গণতন্ত্রের স্বার্থ বিসর্জন দিবার এই বাধ্যতার সুযোগ লইয়া ঘিসিং রাজ্য ও কেন্দ্রের ধৈর্য ও সংযমের পরীক্ষা লইতেছেন। তিনি ভুল করিতেছেন। কেননা সংযমের বাঁধও ভাঙিতে পারে এবং তখন ঘিসিং ও তাঁহার জি এন এল এফ ভাসিয়া যাইতে পারেন।

ANADABAZAR PATRIKA 19 FEB 2005

Poll stalemate continues

H.T. 5 18/2

SUNIL SAXENA/HT

GNLF president Subash Ghisingh greets Buddhadeb Bhattacharjee in New Delhi as home minister Shivraj Patil looks on.

HT Correspondents
New Delhi/Darjeeling, Feb 17

THE SECOND round of tripartite talks between the Centre, the state and the GNLF ended in a deadlock on Thursday, but with a promise of fresh talks to sort out the contentious issue of DGAHC elections.

While Subash Ghisingh insisted on more powers for the council before the elections, chief minister Buddhadeb Bhattacharjee asserted that the polls should be held as per schedule and that the issue of empowerment could be decided simultaneously.

"We are ready to discuss everything under the sun whether constitutional, legal, administrative or financial but the re-structuring of the council and the elections can be held simultaneously," Bhattacharjee said.

While Bhattacharjee met Sonia Gandhi earlier in the day to discuss the DGHC issue, Ghisingh said he had written to the Prime Minister that elections should not be held without granting more powers to the council.

"It is reprehensible that after 15 years of existence, constitutional recognition has not been accorded to the council despite the fact that the attention of the Centre and the Election Commission has been repeatedly drawn," Ghisingh said.

Maintaining that he wanted justice for the people of Darjeeling and areas around it, he said the "loopholes" in the Act must be removed.

Union home minister Shivraj Patil said the 75-minute meeting was cordial frank.

National security adviser M.K. Narayanan said that if the review of the Act, as demanded by Ghisingh, could not be undertaken before the March 26 deadline, the option of postponing the elections could be considered.

In Darjeeling, anticipations run high over the GNLF supremo's next move. "The decision to hold elections and not bow down to Ghisingh's pressure tactics is welcome... People are fed up with the whimsical Ghisingh," said Madan Tamang, chairman of People's Democratic Front (PDF).

Senior CPRM leader D.S. Bomzan said it was the responsibility of the state government to hold timely elections. "It is not necessary to consult Ghisingh."

Opp gears up for 'inevitable' elections

Amitava Banerjee
Darjeeling, February 17

THE PEOPLES' Democratic Front and the CPI(M) have begun their groundwork for the forthcoming DGHC elections, which they described as "inevitable".

"A cadre workshop on February 20 will coordinate workers of the PDF's three constituent parties — AIGL, CPRM and GNLF-C — and the CPI(M). The election machinery will also be chalked out," said PDF chairman Madan Tamang. At least 100 cadres from each of the four parties, selected from all 28 DGHC constituencies, will participate in the workshop.

Tamang said if Ghisingh failed to see reason and was adamant about not holding polls, "the law would take its own course and polls will be held". Ghisingh's demand of an "alternate council" and giving it a Constitutional guarantee was vague. "What he should have demanded was a regional autonomy — a 'state within a state' — in accordance with the private Bill moved in Parliament by CPI(M) MP Ananda Pathak, which had legislative powers and would have included the Dooars area," Tamang said.

If Ghisingh was sincere towards the Hills people, he should have mobilised parties and tried to seek the support of MPs so that the "state within a state" theory could be materialised, he said.

THE HIDUSTAN TIMES 18 FEB 2005

THE STATESMAN

18 FEB 2005

No headway in tripartite talks

Statesman News Service

NEW DELHI, Feb. 17. — Tripartite talks over holding of elections to the hill council and granting of more powers to it remained inconclusive today. The talks involve the Centre, West Bengal government and Darjeeling Gorkha Autonomous Hill Council.

Claiming that the 75-minute meeting was held in a "frank and cordial atmosphere," the Union home minister, Mr Shivraj Patil, told reporters here that West Bengal chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee and DGAHC chief Mr Subhash Ghisingh need to meet again to sort out issues, where differences remain.

At a joint briefing after the meeting, while Mr Ghisingh insisted that more powers be granted to the council before holding of polls by 26 March, when its term expires, Mr Bhattacharjee asserted that the elections should be held as per schedule and that the issue of empowerment could be decided simultaneously.

"We are ready to discuss everything under the sun whether constitutional, legal, administrative or financial, but we want to hold the elections within the timeframe to uphold democracy and parliamentary process. Nobody should disrupt the process," Mr Bhattacharjee said.

Immediately thereafter, Mr Ghisingh, however, let his differences known, saying that election was only a "secondary issue" and what was more important was the council's empowerment. The DGAHC, which was in existence for the last 15 years, should be given greater autonomy and constitutional recognition on the lines of Bodoland Autonomous Council, he said. "Election was not the answer... Doing away the loopholes in the council is of utmost importance to ensure justice to the hill people," he said, forcing the chief minister to clarify that "elections and review are complementary and not contradictory."

The meeting was also attended by National Security Adviser Mr MK Narayanan, who later indicated that the Centre was for further empowerment of the council — either before or after the elections.

Mr Bhattacharjee called on Congress president Mrs Sonia Gandhi this morning, hours before the tripartite meeting. The nearly 15-minute meeting between Mrs Gandhi and Mr Bhattacharjee at the former's 10, Janpath residence was described as a "courtesy call", with Mr Bhattacharjee declining to disclose its details.

Mr Subash Ghisingh

It is, however, believed that Mr Bhattacharjee sought the UPA chairperson's intervention in reining in Mr Ghisingh. Mr Ghisingh's party is close to the Congress. In fact, it even helped the Congress to win the Darjeeling Lok Sabha seat last year.

ফের গোর্খাল্যান্ড চাইছেন ঘিসিং, বুদ্ধ ক্রুদ্ধ, ত্রিপাক্ষিক বৈঠক পণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারি: সুবাস ঘিসিঙের অনমনীয়তায় আবার ভেস্তে গেল দার্জিলিং পাহাড়ে ভোট নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক।

আজ নর্থ ব্লকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণন ও মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সামনেই দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের ভোট করা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্যের যৌথ দাবি খারিজ করে দিলেন ঘিসিং। তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছেন, ভোট নিয়ে কোনও রকম আলোচনায় যেতেই তিনি এখন রাজি নন। দার্জিলিঙের উন্নয়ন ও গোর্খা পার্বত্য পরিষদের সংস্কারের নামে ঘিসিং যা চাইছেন, তা কার্যত পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবি। এমন কী শিলিগুড়ির কিছু এলাকাকেও তিনি এর অন্তর্ভুক্ত করতে চান।

ঘিসিঙের এই মনোভাবে পাটিল এবং বুদ্ধদেব রীতিমতো ক্ষুব্ধ। কিন্তু আজকের বৈঠকে দু'জনের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে ঘিসিং-ও বুঝিয়ে দিয়েছেন, পাহাড়ের ব্যাপারে তাঁর অবস্থান কতটা অনমনীয়।

বৈঠকের পরে দৃশ্যত ক্ষুব্ধ বুদ্ধদেব প্রথমে সাংবাদিকদের মুখোমুখিই হতে চাইছিলেন না। পরে তিনি বলেন, উন্নয়ন নিয়ে ঘিসিং যে প্রস্তাবগুলি দিয়েছেন তার সব ক'টি নিয়ে তিনি আলোচনায় রাজি। কিন্তু নির্ধারিত সময়ে ভোট করতে হবে। কোনও অজুহাতেই তা এড়িয়ে যাওয়া চলবে না। বুদ্ধদেব বলেন, "আমি এটাই বলব যে, ভোট এবং দাবি পর্যালোচনার মধ্যে বিরোধিতা নেই। দু'টি কাজ এক সঙ্গে চলতে পারে।"

আর ঘিসিং-ও পাল্টা জানিয়ে দিয়েছেন, ভোট নিয়ে কথা বলতে তিনি দিল্লি আসেননি। পাহাড়ের উন্নয়ন নিয়েই তিনি চিন্তিত। উন্নয়ন না-হলে ভোট নিয়ে কোনও কথাই হতে পারে না। তিনি বলেন, "আমরা পরিষদের বিষয়ে পর্যালোচনা করতেই এসেছি। বর্তমান ব্যবস্থায় অনেক ত্রুটি আছে। এই ব্যবস্থার পরিবর্তন দরকার।" ঘিসিঙের এই মনোভাবের ফলে দার্জিলিঙে ভোট করা নিয়ে জটিলতা আরও অনেক বাড়ল।

এ দিন সকালে ১০ জনপথে গিয়ে কংগ্রেসে সভানেত্রী সনিয়া গাঁধীর সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কংগ্রেস কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পরে সনিয়ার সঙ্গে বুদ্ধদেবের এটি তৃতীয় বৈঠক। ঘিসিংকে ভোটের ব্যাপারে রাজি করানোর জন্য সনিয়ার সাহায্য চেয়েছেন বুদ্ধদেব। ১৯৮৮ সালে রাজীব গাঁধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন কেন্দ্র ও রাজ্য হাতে হাত মিলিয়ে জঙ্গি ঘিসিংকে ঠান্ডা করেছিল। তখন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন বুটা সিংহ আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু। সে দফার ত্রিপাক্ষিক চুক্তির ফলেই দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের জন্ম হয়েছিল। আজ আবার এত বছর পরে ঘিসিং অশান্ত হয়ে উঠতে চাইছেন। আর তাঁকে শান্ত করতে সনিয়ার দ্বারস্থ হয়েছেন বুদ্ধদেব।

ঘিসিং যে অশান্ত হয়ে উঠতে পারেন তার ইঙ্গিত বেশ কিছু দিন ধরেই মিলছিল। কেন্দ্র এবং রাজ্যেরও তার অজানা ছিল না। লালকৃষ্ণ আডবাণী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকাকালীন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তাতে বলা হয়েছিল, ১) পাহাড়ে ঘিসিং দ্রুত জনপ্রিয়তা হারাচ্ছেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে ক্রমশই তাঁর দূরত্ব বাড়ছে। ২) এ ছাড়া, জিএনএলএফ-এ তাঁর বিরোধী গোষ্ঠী ধীরে ধীরে শক্তিশালী হচ্ছে। ফলে দলের উপরে নিয়ন্ত্রণ হারাচ্ছেন ঘিসিং। এই অবস্থা সামাল দিতে তিনি ফের বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারেন বলে গোয়েন্দা রিপোর্টে আভাস দেওয়া হয়েছিল।

সম্প্রতি বিজ্ঞান ভবনে বিভিন্ন রাজ্যের পুলিশ প্রধান ও মুখ্যসচিবদের যে সম্মেলন হয় তাতেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের পেশ করা রিপোর্টে বলা হয়েছিল, ঘিসিং ফের বিদ্রোহী চেহারা নিতে পারেন। একই ধরনের রিপোর্ট দিয়েছিল রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দারাও। ঘিসিংয়ের সমর্থনে দার্জিলিং থেকে নির্বাচিত কংগ্রেস সাংসদ দাওয়া নরবুলাও সম্প্রতি সংসদে পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে সরব হয়েছেন। সুতরাং কেন্দ্র ও রাজ্যের কাছে ঘিসিঙের আজকের অবস্থান খুব একটা অপ্রত্যাশিত ছিল না।

এই পরিস্থিতিতে নিজেদের অবস্থানও কড়া করে বুদ্ধদেব জানিয়েছেন, ঘিসিঙের দাবি মেনে আর্থিক প্যাকেজ নিয়ে আলোচনায় রাজ্য তৈরি। কেন্দ্র এবং যোজনা পর্ষদ থেকে সরাসরি টাকা পাওয়ার দাবি ঘিসিং তুলেছেন। সেই সব দাবি নিয়ে কথা হতে পারে। কিন্তু আগে ভোটের দাবি মানতে হবে, তার পরে অন্য আলোচনা।

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণন অবশ্য বলেছেন, "নির্ধারিত দিনের আগে যদি সমস্যা মিটে যায়, তবে ভোট হবে। না হলে দুই পক্ষ বসে ঠিক করবে কী হবে।...তবে ভোটের দিন পিছিয়ে গেলে কোনও সাংবিধানিক জটিলতা তৈরি হবে না।"

ANADABAZAR PATRIKA 18 FEB 2005

THE TELEGRAPH 17 FEB 2005

Sabres rattle over Gorkhaland

Ghisingh draws Basu into separate state row

OUR BUREAU

Siliguri/Calcutta, Feb. 16: Subash Ghisingh today tried to leverage his bargaining power before another round of tripartite talks in Delhi by claiming that Jyoti Basu had told him he could revive the "Gorkhaland slogan" if the provisions of the hill accord were not met.

Talks are being held between Delhi, Bengal and the Gorkha National Liberation Front chief to end the standoff over elections to the autonomous Darjeeling Gorkha Hill Council.

"It's more than a decade that the DGHC is being run on a trial-and-error method. It's high time such experiments stopped. New Delhi should understand the political implication of a new Gorkhaland movement in the hills as such an eventuality could put the country's security at stake," Ghisingh said this morning at Pintail village near Siliguri.

But the GNLF leader, who had drawn a parallel between the situation in the Darjeeling hills and Nepal, stopped short of saying a separate state was on his agenda before leaving for Delhi.

In Calcutta, Basu, who had presided over the peace accord, reacted sharply. "This is a blatant lie. I never told Ghisingh that he could raise the demand for Gorkhaland. I advocated peace when thousands of party supporters were being killed during the Gorkhaland agitation," he said.

"In fact, Ghisingh talks rubbish these days as he is feeling scared about the impending polls to the DGHC. The trouble within his party has been worrying him the most," the former chief minister added.

The state government is firm on elections to the hill council before March 25 as constitutionally the term of the current board cannot be extended any further.

Municipal affairs minister Asok Bhattacharya said this afternoon Ghisingh had agreed to "drop the demand for a separate state of Gorkhaland", according to the 1988 Memorandum of Settlement.

"In the overall national interest and in response to the Prime Minister's call, the GNLF agrees to drop the demand for a separate state of Gorkhaland for the social, economic, educational and cultural advancement of the people residing in the hill areas of Darjeeling district. It was agreed to have an autonomous hill council to be set up under a state act," says the accord.

Bhattacharya regretted that Ghisingh has been raising new demands though several of his wishes have been fulfilled.

"The chief minister has said elections must be held because it strengthens democracy... but Ghisingh is saying different things at different times. Perhaps it has something to do with his astrologer telling him that if elections are held in 2005, it will not be good for him...," the minister said.

He added that he was not happy with the performance of the council, which Ghisingh has been running like an autocrat.

In Siliguri, Ghisingh reiterated that elections "are secondary in the hills and can be decided on only after the success of tomorrow's meeting (in Delhi)".

"Our demands will again be discussed tomorrow. The crucial issue of securing a constitutional guarantee for the council would be discussed," Ghisingh said.

The state government recently shot down five of his demands while accepting some.

Ghisingh: The negotiator

DGAHC talks in Delhi today

HT Correspondent
Kolkata, February 16

CHIEF MINISTER Buddhadeb Bhattacharjee and Subash Ghisingh left for Delhi on Wednesday for the third round of tripartite talks over the hill council elections, but not before the GNLF leader said that the aspirations of the people of the hills had not been met.

It was learnt that Bhattacharjee plans to meet Congress chief Sonia Gandhi separately before the talks to persuade her about the importance of holding elections in the Darjeeling Hills.

State municipal affairs and urban development minister Asok Bhattacharya, however, called Ghising's fresh threat of a Gorkhaland agitation as "untenable".

Reading out from the Memorandum of Settlement framed in 1988, which was signed in presence of the then union home minister, Buta Singh, with both GNLF chief Ghisingh and chief minister Jyoti Basu and chief secretary Rathin Sengupta as signatories, Bhattacharya said that dropping the Gorkhaland demand was the precondition for entering into the agreement of an autonomous Hill Council.

Ghisingh said at Bagdogra airport that Jyoti Basu, the then chief minister, had told him that the demand for Gorkhaland could arise if the aspirations and demands of the Hill Council remained unfulfilled.

Dubbing such a claim to be false and baseless, Bhattacharya read out from the resolution, which clearly said: "In the overall national and in response to the Prime Minister's call, GNLF agreed to drop the demand for a separate statehood — Gorkhaland."

The lines not only punctures the claim, but it also goes on to point out that Ghisingh himself had agreed on setting up an autonomous hill council, though he had been persistently saying that the Darjeeling Gorkha Autonomous Hill Council (DGAHC) was formed without his knowledge and it was a duplicate council, not the real one.

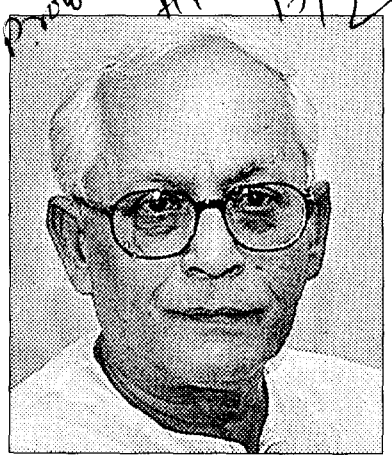

The Memorandum of Settlement has specific mention that it was agreed upon to set up an autonomous Hill Council under the State Act.

The resolution has also clearly charted out that the agreement calls upon the GNLF cadre to surrender all unauthorised weapons and withdraw all agitational activities and maintain peace and order in the Hills.

Bhattacharya maintained that the chief minister had been considering almost all the demands put forward by Ghisingh. Asked if the state was going soft on Ghisingh in order to negotiate the polls, Bhattacharya said that there was no question of doing so. If the state had been considering the demands to the extent of fulfilling them, it was because they were trying to give importance to the chairman of the Hill Council, who also represents a minority community — the Nepalese.

He said that Ghisingh's reluctance to hold the polls could be because of some astrological predictions. He said Ghisingh strongly believes in stars and astrology and that there is word in the Hills that his Nepali astrologer had predicted that the results of the 2005 election would be bad for him.

Rs 17 cr bribe slur on GNLF chief

Amitava Banerjee
Darjeeling, February 16

PEOPLES' DEMOCRATIC Front chairman Madan Tamang on Wednesday alleged that GNLF chief Subash Ghisingh had received Rs 17 crore for signing the DGAHC Accord. He was speaking at a public meeting jointly organised by the PDF and the CPI(M).

"Ghisingh can file a defamation case against me if he wants to prove me wrong," said Tamang. The time had come, he said, for another February Revolution, drawing a parallel with the 1917 Bolshevik Revolution in Russia. "It is time to dethrone the Czar of Darjeeling," he said.

Ghisingh's latest theory of an "original council" (DGHC) and a "duplicate council" (DGAHC) also came under heavy fire. The word "Autonomous" was added to the existing DGHC four years ago. And Ghisingh has suddenly dubbed the DGAHC the "duplicate" council, saying he would not allow elections unless the problem was resolved. "This is Ghisingh's ploy to evade elections. He is just confusing the people of the hills, as he was the co-chairman of the High Level Committee that had proposed the addition of the word 'Autonomous'; his signature is there in black and white," said Darjeeling MLA and PDF leader D.K. Pradhan.

He said, if Ghisingh is really against the inclusion of "autonomous", even to the extent of calling the DGAHC a "duplicate" council, then why did he use the facilities extended by it and accept the Rs 170-crore annual fund that was allotted for it?

"The actual reason for all this is that Ghisingh, who is always surrounded by astrologers, shamans and his monk advisor, has been advised that this year is not good for his political career, especially elections, so he is trying to avoid it at any cost," said Tamang.

Next in line was the "DGHC review meeting". "Ghisingh has never specified what he means by an alternative to the Council, nor is he prepared for tomorrow's meeting. He can neither talk and justify his demands nor put forward strong and sensible points," said Pradhan, adding that Ghisingh would only stick to his demand of suspending elections.

R.S. Prasad of the CPI(M) said that the entire concept of Ghisingh's "Tripartite DGHC review meeting" was wrong, as the "Autonomous Council is within the State Act. ...Only the State Legislative Assembly can enact changes and that too the other political parties have to be involved," he said.

"Instead of addressing the problems of the Darjeeling Hills, Ghisingh is more interested in Nepal and Bhutan. He said all of us were a part of an international spying agency, but as his interests lie more in those countries and by the look of his prophecy of things to come in Nepal and Bhutan, it is most likely that he himself is an Agent," said Prasad.

THE HINDUSTAN TIMES 17 FEB 2005

Ghisingh doesn't care for 1988 deal: Asok

Statesman News Service

KOLKATA, Feb. 16. — On the eve of the third round of tripartite talks between the Centre, the state and the DGAHC in New Delhi to resolve the hill council election deadlock, state municipal affairs minister and Siliguri MLA, Mr Asok Bhattacharya, accused council chairman Mr Subash Ghisingh of flouting his own agreement in reviving the Gorkhaland issue.

Mr Bhattacharya highlighted his "learning" that the reason why Mr Ghisingh is trying to avoid elections in the Hills is because "some astrologer prophesied that he won't fare well if he participated in any elections in the year 2005".

Reacting to Mr Ghisingh's statements at Bagdogra airport before the GNLF chief left for his meeting with Union home minister Mr Shivraj Patil and chief minister Mr Buddhadeb Bhattacherjee, Mr Bhattacharya quoted the 1988 tripartite Memorandum of Settlement to say that Mr Ghisingh had agreed to drop the Gorkhaland demand, irrespective of the activities of the council.

The agreement was signed by the then Union home secretary Mr GC Somaiya and state chief secretary Mr Rathin Sengupta, apart from Mr Ghisingh. The then Union home minister Mr Buta Singh and chief minister Mr Jyoti Basu were also present.

It read: "In the overall national interest and in response to the Prime Minister's call, the GNLF agree to drop the demand for a separate state of Gorkhaland for the social, economic, educational and cultural advancement of people residing in the hill areas of Darjeeling district. It is agreed that an autonomous hill council is to be set up under a state Act."

Mr Budhadeb Bhattacharjee confirmed at Writers' today that he would also meet the UPA chairman Mrs Sonia Gandhi during his stay in Delhi but refused to divulge details.

GNLF chief's Gorkhaland 'secret'

SILIGURI, Feb. 16. — Before leaving for Delhi today to attend the third round of talks on the DGAHC, Mr Subash Ghisingh let slip a secret he had latched on to since the creation of the DGHC, now the DGAHC.

"Urging me to accept the hill council during the signing of the tripartite accord, the former chief minister Mr Jyoti Basu had told me that I could revive the claim for Gorkhaland later if I did not feel comfortable with the council," Mr Ghisingh said here today.

But that does not mean that the GNLF chief was reviving the Gorkhaland call at this moment although he was "not at all comfortable," with the DGAHC's status or powers.

Asked if he was planning to place the Gorkhaland demand in Delhi, and if so, why was he going to attend a review meeting on the accord, Mr Ghisingh said that his trip was not about Gorkhaland.

"The council is a victim of trial and error method. Such practice has to end," Mr Ghisingh said but avoided elaborating what he expected of the Centre or the state government to shape the council.

"The state government has accepted two of my demands — a CBI probe against the assassination attempt on me and tripartite talks to review the accord. I still have a number of demands, which would be discussed in tomorrow's meeting in Delhi," he said. — SNS

short

THE STATESMAN 17 FEB 2005

দার্জিলিঙে ভোট কবে, ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের দিকে তাকিয়ে বুদ্ধও

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: পার্বত্য পরিষদের ভোট হবে বললেও তা কবে হতে পারে, সেই ব্যাপারে বৃহস্পতিবারের আগে চূড়ান্ত কিছু বলতে রাজি নন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। দেড়দিনের উত্তরবঙ্গ সফরে এসে সোমবার কলকাতায় ফিরে যাওয়ার আগে শিলিগুড়ি সার্কিট হাউসে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "পার্বত্য পরিষদে ভোটের প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার মুখে। ঘিসিংয়ের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। ওঁর দাবিদাওয়া শুনেছি। কয়েকটি দাবি মেনেছি। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে ফের কথা হবে। তার পরেই ভোট নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাব।"

আগামী বৃহস্পতিবার, ১৭ ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে সুবাস ঘিসিংয়ের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলোচনায় বসবেন। ওই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকেই ঘিসিংয়ের দাবিদাওয়া শুনে তাঁকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভোটে রাজি করানোর ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য আশাবাদী।

পার্বত্য পরিষদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামী ২৬ মার্চ। তার আগেই ভোট হওয়ার কথা। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, "ভোটের রাস্তা খোলা রয়েছে। আমরা চাই ভোট সময়মতোই হোক। দেখা যাক কী হয়।"

এ দিন পাহাড়ের জি এন এল এফ বিরোধী চারটি রাজনৈতিক দলের নেতারা মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে দাবি জানিয়েছেন, ২৬ মার্চের মধ্যে পাহাড়ে ভোট করতে হবে। নইলে পার্বত্য পরিষদকে ভেঙে দিয়ে প্রশাসক নিয়োগ করতে হবে।

পার্বত্য পরিষদের চেয়ারম্যান তথা জি এন এল এফ সুপ্রিমো সুবাস ঘিসিংয়ের সঙ্গে গত ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক কার্যত ভেস্তে যায়। ওই বৈঠকে ঘিসিং প্রশ্ন তোলেন, পরিষদের নামের আগে 'স্বশাসিত' শব্দটি জুড়ে দেওয়া হয়েছে। অথচ জি এন এল এফ, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রের মধ্যে যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির ভিত্তিতে পরিষদ গঠিত হয় সেখানে ওই শব্দটি ছিল না। তাই ঘিসিং স্বশাসিত পরিষদকে 'নকল' বলে মন্তব্য করেন। সেই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এ দিন ফের বলেন, "স্বশাসিত শব্দটি একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটির নেওয়া সিদ্ধান্তে হয়েছিল। ঘিসিং স্বয়ং সে সময় তাতে মত দিয়েছিলেন। এখন তিনি এই সমস্ত কথা বলছেন কেন জানি না। আমি ওঁকে বলেছি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে স্বশাসিত শব্দটি বাদ দিয়ে দিতে পারি। ভোটের কথা বলুন। ফের একই কথা বলছি।"

রবিবার মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারে দু'টি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এ দিন সকালে শিলিগুড়ি সার্কিট হাউসে জেলা প্রশাসনের পদস্থ অফিসারদের সঙ্গে বৈঠক করেন।

পরে জি এন এল এফ বিরোধী সি পি আর এম, গোর্খা লিগ, জি এন এল এফ (সি) এবং সি পি এম নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে পাহাড়ের বিরোধী দলগুলির জোট পিপলস ডেমোক্র্যাটিক ফ্রন্টের চেয়ারম্যান মদন তামাং বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী ২৬ মার্চের মধ্যে ভোট করানোর আশ্বাস দিয়েছেন।" বৈঠকের পরে মুখ্যমন্ত্রী চা নিলাম কেন্দ্রের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে বিমানে কলকাতায় ফিরে যান।

ANADABAZAR PATRIKA 15 FEB 2005

A law unto himself

The state must expose Ghisingh's tactics

Subash Ghisingh's tactics are clear to those who have dealt with him since the eighties after the violent agitation launched for an alternative power centre. His objective of unending talks are intended to put off election to the Hill Council indefinitely, because he is not in favour. That is why he is vehemently opposed to going to the people. Because he cannot say so, he brings a pile of excuses to demonstrate why elections due in March are "inappropriate".

Ghisingh's meetings in Delhi, by all accounts, did not produce the desired results; which is why he chooses to press his case before the chief minister. The CPI-M wishes to do business with the GNLF to ensure there is peace on Ghisingh's terms and they get some advantages on the side. It still does not solve the problems of neglect in the hills.

Ghisingh raises a laugh by suggesting he spurns any offer of a hike in the annual grant from Rs 22 crores to Rs 50 crores. A hike is what he is fighting for but he will not accept any obligation of accounting for it. He prefers to keep the grants issue aside for the time being, because he knows that priority is to ensure his continuance as a political leader by postponing the elections, he dreads. Similarly, he uses the Hill Council's status before the Election Commission as another excuse. Since when was the Hill Council a political party? And what "constitutional guarantee" does he seek other than the tripartite agreement of 1988?

Buddhadeb should have no doubts about Ghisingh's tactics of in indulging in rounds of tripartite talks to see the elections postponed. The question is whether the chief minister is in a position to take the bull by the horns and insist that the people of Darjeeling have the right to choose their leader.

It is true that both the CPI-M in the state and the Congress-led UPA government at the Centre are not sure about an alternative leader, to replace Ghishing and who may in fact return to the days of violence. But that fear cannot be a pretext for appeasing Ghisingh in every possible way.

It will destroy the objective of using development funds effectively — on which the ruling GNLF has a miserable record. If this has resulted in widespread disenchantment among the people or in dissenting voices within the GNLF, that must not be a reason for abandoning the ballot. The state government is playing a dangerous game if it allows him to become a law unto himself.

THE STATESMAN 14 FEB 2005

Centre invites Ghisingh to talks on Feb 17

HT Correspondent
Kolkata, February 11

THE PARLEYS with the Centre on elections to the Darjeeling Gorkha Autonomous Hill Council (DGAHC) will continue.

The Union Home Ministry will hold a second round of tripartite talks in New Delhi on February 17 to discuss the DGAHC elections and the various issues raised by GNLF leader Subash Ghisingh. A communiqué to this effect reached the state secretariat on Friday and officials immediately conveyed the message to Ghisingh.

The Centre's decision is prompted by chief minister Buddhadeb Bhattacharjee's detailed briefing to Union home minister Shivraj Patil and defence minister Pranab Mukherjee about his failed talks with Ghisingh on February 8.

While Patil is expected to preside over the meeting to be attended by Bhattacharjee and Ghisingh. The first round of tripartite discussion took place in Delhi on January 28, when Union home secretary D. Singh chaired the meeting. The meeting, attended by state chief secretary Asok Gupta and Ghisingh, remained inconclusive, with the latter remaining stubborn against holding the scheduled elections by March 25.

The deadlock over Ghisingh's refusal to the elections did not break even after an hour-long meeting with Bhattacharjee. Though the chief minister acceded to most of his major demands, Ghisingh turned down the plea for holding the elections before the due date.

Bhattacharjee said the state government would not take any unilateral decision with regard to elections. "We do not want any confrontation either with the people of Darjeeling or with the ruling GNLF," he said. "I hope good sense would prevail upon him soon."

Government officials said that while Bhattacharjee will strive hard at the Delhi tripartite talks for Ghisingh's consent for the elections, the state's readiness to hold elections as soon as possible will be conveyed to Patil in clear terms.

The elections to the 28-member DGAHC are likely to be held either on March 13 or on March 20, both being Sundays. These dates have been tentatively fixed, keeping in view the fact that while secondary examinations are scheduled to be held between March 7 and 12, higher secondary examinations will to take place from March 14 to March 19.

BJP to contest polls in Hills

Amitava Banerjee
Darjeeling, February 11

THE BJP has decided to make a comeback in the Hills and contest in the DGAHC elections.

Though a constituent of the Peoples' Democratic Front after the parliamentary elections, the BJP had distanced itself from the PDF. With almost all the political parties warming up for the DGAHC elections, the BJP has decided to join the fray.

The Darjeeling district BJP has held a meeting where leaders agreed to take part in the elections. "The BJP wants the elections to be held within March 26," said G.S. Yonzone, president of the party's Darjeeling unit.

The BJP will put up candidates in all 8 constituencies. The election agenda and the name of the contestants will be announced later. The party has also decided it will contest the elections independently and not go for any alliances with the PDF.

"We are building the party's base, and setting up committees in the gardens and formed one at Okai Tea," said Yonzone.

12 FEB 2005

THE HINDUSTAN TIMES

TEST OF SKILL

There are two ways to look at the imbroglio over the elections to the Darjeeling Gorkha Hill Council. Having extended the term of the present council twice, the state government has no option but to hold the elections by March 25. But the larger and far more complicated problem is political. Not just the elections, but peace and political stability in Darjeeling could be at stake if Mr Subash Ghisingh, the council's chairman and leader of the biggest party there, the Gorkha National Liberation Front, boycotts them. Despite the erosion in his earlier popularity, he remains the most powerful politician in the Darjeeling hills. It is possible that he is exploiting his power to make the state government fall in line with his demands. The tripartite meeting between him, the state government and the Centre in New Delhi last month sought to meet some of the demands,which seemed to be fair. Mr Ghisingh is justified in seeking punishment for those who were involved in an assassination attempt on him and the murder of three of his party colleagues. He also has a reasonable case in demanding the delimitation of some part of the council's territory. It is also understandable why he wants the Central funds for the DGHC to go directly to it and not through Writers' Buildings.

However, what is less clear is why he wants the whole of Darjeeling to be placed in the category of tribal land. It stirs the old debate about whether the council should come under the Sixth Schedule of the Constitution. Mr Ghisingh should know that the Nepalis are not considered tribal people and that the DGHC, therefore, cannot come under the constitutional provisions which relate to tribal autonomous set-ups. The issue seemed to have been settled when the DGHC was set up in 1988. By reviving the issue, he is clearly trying to throw up new challenges to both New Delhi and Calcutta. That precisely is the challenge before Mr Buddhadeb Bhattacharjee — he has to look at Mr Ghisingh's gamble more from the larger political angle than from the strictly administrative one. He must involve the Centre closely in tackling the challenge. After all, the elections cannot be more important than peace in Darjeeling. At the same time, Mr Ghisingh cannot be allowed to hold democratic politics and peace in the hills to ransom. The stalemate clearly is a test of the chief minister's administrative and political skills.

THE TELEGRAPH

10 FEB 2005

Ghisingh demands more

SILIGURI, Feb. 9. — The GNLF chief, Mr Subash Ghisingh, today claimed that chief minister Mr Buddhadeb Bhattacharjee had assured him that the word "autonomous" would be removed from the hill council's name.

Briefing reporters at Pintel village near Sukna after his return from Kolkata today, Mr Ghisingh expressed satisfaction with the outcome of yesterday's meeting with the chief minister. He, however, said that the council election would be allowed to take place only if the state government accepts the GNLF's demand for a full-fledged review of the hill council.

He termed the DHAHC as a "duplicate" hill council, and claimed that the DGHC, chaired by him, is the "original" one. "Until and unless the confusion over the 'autonomous' status ends, there is no point in holding the election. If the state government wants the 'duplicate' DGAHC to participate in the election, it can announce the dates. I have no problem," Mr Ghisingh said. Mr Ghisingh's fresh demand for a full-fledged review of the hill council has once again put a question mark over the holding of the council election. Putting still more pressure on the state government, Mr Ghisingh announced that during the proposed review meeting, he would renew the demand of statehood status to Gorkhaland. — SNS

THE STATESMAN 10 FEB 2005

Ghisingh puts a spanner in Darjeeling works

Our Kolkata Bureau
8 FEBRUARY

ELECTIONS for the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC) are now in grips of more uncertainty with its chairman Subash Ghisingh categorically ruling it out until the legal status of the "duplicate" Darjeeling Gorkha 'Autonomous' Hill Council (DGAHC) is decided.

"When the council was set up after the tripartite Gorkha accord in 1988, it was named Darjeeling Gorkha Hill Council. Later, a government notification mentioned the name of the council as Darjeeling Autonomous Gorkha Hill Council. So now, there are two councils," he told reporters soon after his meeting West Bengal chief minister Buddhadeb Bhattacharjee in Kolkata on Tuesday.

Describing himself as the chairman of the 'original' council — the DGHC, Mr Ghisingh said: "The government must first decide which council will go for election — DGHC or DGAHC." Mr Ghisingh said. He has requested Mr Bhattacharjee to move the Centre for convening another tripartite meeting "at the earliest" to resolve the issue.

MEETING POINT: Chief minister Buddhadeb Bhattacharjee with DGAHC chairman Subash Ghisingh at Writers' Buildings on Tuesday.—PTI

If the matter is not resolved before the March 26 deadline for the forthcoming elections, Mr Ghisingh said the council will be left with two options — dissolution of DGHC or the unilateral withdrawal of his party, the Gorkha National Liberation Front, from the 1988 Gorkha Accord and placing the council under bureaucrats. "We don't have objections to either of the two options," he added.

The GNLF supremo said he has apprised the state chief minister that the council has become like a 'child afflicted with polio' which cannot stand on its own. "I told Bhuddhadeb Bhattacharjee that DGHC was now in 'animus suspendi.' The defects need to be repaired and more power needs to be delegated to it under Article 6 of the constitution," Mr Ghisingh added.

The Economic Times 09 FEB 2005

Fresh uncertainty over Gorkha autonomous council

By Our Special Correspondent

KOLKATA, FEB. 8. Sixteen years after the formation of the Darjeeling Gorkha Hill Autonomous Council (DGHAC), its chairman, Subhas Ghising's description of the body here today as one which has lost its relevance has thrown its future into fresh uncertainty. The council was set up after a prolonged movement for a separate State comprising the hills of north Bengal.

There is an immediate need for a tripartite meeting involving the Centre, the State Government and the DGHAC to determine the "political status" of the council, he said after talks with Chief Minister, Buddhadeb Bhattacharjee. There could be no elections to the council unless this was done, he added.

The present extended term of the DGHAC expires on March 26.

Mr. Bhattacharjee apprised both the Union Home Minister, Shivraj Patil, and the Defence Minister, Pranab Mukherjee, of the developments. Later, he said that the State Government was bent on avoiding any confrontation with Mr. Ghising but wondered why the tripartite talks being demanded by the DGHAC chairman should be a pre-condition to the holding of the elections on time.

The Chief Minister had held talks with Mr. Ghising near Siliguri last month following the latter's threat to wind up the DGHAC unless its powers were increased or an alternative council formed. They then agreed on tripartite talks to review the existing powers of the council which was subsequently held in New Delhi on January 28. Senior officials of the Centre and West Bengal Government attended the talks.

The Darjeeling Gorkha Hill Autonomous Council Chairman, Subhas Ghising, greets the West Bengal Chief Minister, Buddhadeb Bhattacharjee, in Kolkata on Tuesday.
— Photo: Sushanta Patronobish

Since then, Mr. Ghising has been insisting that the tripartite talks — held after four years — were of a "bureaucratic" nature and ought to be followed up with another round of talks "on the political level" in which both the Union Home Minister and the West Bengal Chief Minister should be present.

The council, in its present form, is becoming redundant and did not enjoy any "constitutional safeguards," according to Mr. Ghising. He has been demanding that more departments including Home and Finance be brought within the purview of the council's powers.

The incorporation of the term "autonomous" in the nomenclature of the council following legislation ratified by the Assembly a few years ago has become a bone of contention between Mr. Ghising and the State Government. "At present there exists two councils — the Darjeeling Gorkha Hill Council [DGHC] and the DGHAC. I am the chairman only of the former," Mr. Ghising said.

THE HINDU 09 FEB 2005

একের পর এক বাগড়া ঘিসিংয়ের বুদ্ধ জানালেন প্রণব, পাটিলকে

আজকালের প্রতিবেদন: মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পর্ষদের চেয়ারম্যান সুভাষ ঘিসিংয়ের আলোচনার বিষয়বস্তু কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখার্জি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলকে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়ে দিয়েছেন, মঙ্গলবার সকালে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সুভাষ ঘিসিংয়ের এক ঘন্টার ওপর বৈঠক চলে। বিকেলে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেন, আমরা সঙ্ঘাত চাই না। ঘিসিংয়ের শুভবুদ্ধির উদয় হবে। আশা করছি উনি নির্বাচনে রাজি হবেন। আমরা একতরফাভাবে দার্জিলিঙ ও জি এন এল এফের ওপর নির্বাচন চাপিয়ে দিতে চাইছি না। তবে আইনে বলা আছে, ২৫ মার্চের মধ্যে ভোট করতে হবে। ইতিমধ্যেই পার্বত্য পর্ষদের মেয়াদ একবছর বাড়ানো হয়েছে। কেন উনি ভোট করতে চাইছেন না, বুঝতে পারছি না।' মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, এর আগে সুকনা বনবাংলোয় ওঁর সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। উনি কেন্দ্রকে সমস্যার কথা জানিয়ে চিঠি দিয়েছিলেন। সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেছি। দার্জিলিঙ গোর্খা পার্বত্য পর্ষদের ভোটের সময় এগিয়ে এসেছে। এদিন ফের আলোচনা হল। এমনকি সুকনাতে সি বি আই তদন্ত চেয়েছিলেন। বলেছিলাম দোষীদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বিচার চলছে। সি বি আইয়ের ব্যাপারে সমস্যা মিটে গেছে। দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল, এলাকা যুক্ত করা, বললাম সময় লাগবে। কারণ শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের ভোট হয়ে গেছে। কেন্দ্রের টাকা সরাসরি দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি নেই। ঘিসিং পর্ষদের স্বশাসিত নিয়ে প্রশ্ন তুললেন। তাকে বলেছি উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন কমিটির সুপারিশে এটা হয়েছে। আপনি যদি বলেন, এক ঘণ্টা লাগবে। বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্বশাসিত শব্দটি তুলে দিতে। আর নেপালিভাষার মানুষরা তো আদিবাসী নন। এক্ষেত্রে সংবিধান বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিতে হলে আপত্তি নেই। জিজ্ঞেস করলাম, তা হলে এবার ভোট শুরু করি? ঘিসিং বলেন, না। এরপর উনি তুললেন আই এস আই প্রসঙ্গ। তাঁকে বললাম, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আই এস আইকে মোকাবিলা করুন। আই এস আই কোথায় নেই। কাশ্মীরে বেশি। আগে ভোটের দিনক্ষণ, এরপর ত্রিপাক্ষিক আলোচনা। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বিকালে জরুরি বৈঠক চলাকালীন এসে সাংবাদিকদের জানিয়েছেন। এদিন সকালে বৈঠকের শুরুতে ঘিসিং মুখ্যমন্ত্রীর গলায় পরিয়ে দেন উত্তরীয়। মুখ্যমন্ত্রীকে উপহার হিসেবে দেন শোলার দুর্গামূর্তি। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে বলেন, আমি মার্কসিস্ট এবং নাস্তিক। এদিকে সুভাষ ঘিসিং তাঁর মনোভাবের কথা জানিয়ে

এরপর ৫ পাতায়

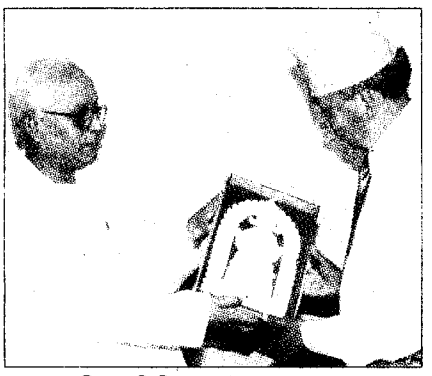

মুখ্যমন্ত্রীকে ঘিসিংয়ের উপহার। মঙ্গলবার। ছবি: অশোক চন্দ্র

বুদ্ধ জানালেন প্রণব, পাটিলকে

১ পাতার পর

দেন। তিনি সাংবাদিকদের দিল্লিতে আবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকতে হবে। তাঁর যুক্তি, তিনি গোর্খা পার্বত্য পর্ষদের চেয়ারম্যান। কিন্তু পরে গেজেট নোটিফিকেশন করে দার্জিলিঙ গোর্খা পার্বত্য অটোনমাস কাউন্সিল করা হল। এটা ডুপ্লিকেট। আমি 'অরিজিন্যাল' দার্জিলিঙ গোর্খা পার্বত্য পর্ষদের চেয়ারম্যান। যে নির্বাচনের কথা বলা হচ্ছে, সেটা কোন পর্ষদের নির্বাচন? তাই এই কাউন্সিল পোলিও আক্রান্ত শিশুদের মতো। এর চিকিৎসা দরকার। মেরামত করতে হবে। তাই আমাদেরও আরও ক্ষমতা দেওয়া দরকার। ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে থাকতে হবে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব, মুখ্যমন্ত্রী, মুখ্যসচিবকে। সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, ২৬ মার্চের মধ্যে নতুন বোর্ড গঠন করতে হবে? এ সম্পর্কে ঘিসিং বলেন, যদি ২৬ মার্চের মধ্যে বোর্ড গঠন করা না যায়, সেক্ষেত্রে সরকার বোর্ড ভেঙে দিতে পারে, কেয়ারটেকার হিসাবে চলতে পারে, অথবা আমলাকে প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া যেতে পারে, আমরা, অর্থাৎ জি এন এল এফ প্রত্যাহার করে নেব। কিন্তু এখন সব আমলাই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে, দুটো নাম যখন হয়ে গেছে, তা হলে কোন কাউন্সিলের নির্বাচন? এদিকে জি এন এল এফ সম্পর্কে যথেষ্ট কঠিন মনোভাব দেখিয়েছে সি পি এম দলের রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে তৈরি 'খসড়া রাজনৈতিক সাংগঠনিক প্রতিবেদনে'। বলা হয়েছে, 'ওই দলের দুর্নীতি অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বাড়ছে। জি এন এল এফ প্রধান নির্বাচন বন্ধ রাখতে চাইছেন। আমরা চাই সময় মতো নির্বাচন হোক। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে তা প্রয়োজন। এই অবস্থায় পার্টিকে আঞ্চলিক কয়েকটি দলের সঙ্গে আসন সমঝোতার ভিত্তিতে নির্বাচনে সামগ্রিক প্রস্তুতি নিতে হবে।'

কলকাতায় বুদ্ধ-ঘিসিং বৈঠকের পরেও পাহাড়ে ভোটের দিনক্ষণ নিয়ে স্পষ্ট কোনও ইঙ্গিত না মেলায় জি এন এল এফ বিরোধীরা পাহাড়ে অসন্তুষ্ট। গোর্খা লিগ, সি পি আর এম ও জি এন এল এফ (সি)-র নেতারা একসুরে বলেছেন, গণতন্ত্র পাহাড়ে ফেরাতে যথাসময়ে ভোট করার দায়িত্ব নিতে হবে রাজ্য সরকারকেই। গোর্খা লিগের মদন তামাং বলেন, ঘিসিংয়ের এবছর খারাপ যাবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন জ্যোতিষী। কাজেই তিনি ভোট এড়াতে চাইছেন। গণতন্ত্র রক্ষার প্রয়োজনে প্রশাসক নিয়োগ করে ভোট করাতে হবে রাজ্য সরকারকেই। জি এন এল এফ (সি)-র ডি কে প্রধান বলেন, পার্বত্য পর্ষদের সাংবিধানিক স্বীকৃতি থাকলে ভোট নিয়ে এই সমস্যা হত না। এই বোর্ডের মেয়াদ শেষ, ভাঙতেই হবে। ভোট করানোটা রাজ্যের দায়িত্ব। সি পি আর এমের আর বি রাই মনে করেন, এসব বৈঠক অনেক আগে হওয়া উচিত ছিল। যাই হোক ভোট করানোর দায় এখন রাজ্যের। এদিকে জি এন এল এফ সম্পর্কে যথেষ্ট কঠিন মনোভাব দেখিয়েছে সি পি এম দলের রাজ্য সম্মেলন উপলক্ষে তৈরি 'খসড়া রাজনৈতিক সাংগঠনিক প্রতিবেদনে'। বলা হয়েছে, 'ওই দলের দুর্নীতি অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ বাড়ছে। জি এন এল এফ প্রধান নির্বাচন বন্ধ রাখতে চাইছেন। আমরা চাই সময় মতো নির্বাচন হোক। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পক্ষে তা প্রয়োজন।'

AAJKAL 09 FEB 2005

THE TELEGRAPH
08 FEB 2005

Ghisingh doesn't want babus

GNLF boss seeks political resolution

OUR SPECIAL CORRESPONDENT

Calcutta, Feb. 7: A day ahead of his meeting with Buddhadeb Bhattacharjee, GNLF chief Subash Ghisingh today said he was determined to press for a political resolution of the Darjeeling Gorkha Hill Council tangle, not a bureaucratic bid at troubleshooting.

The Gorkha leader reiterated in the city what he had said in the hills — that the elections to the hill council (DGHC) are "secondary" till the tangle in which it is caught is undone through tripartite meetings at the political level.

"Elections are not a priority at this moment. Instead, all three signatories — the Centre, the state government and the GNLF — to the council should sit together to find a way out on how to strengthen the power of the council. The autonomous council has to be accorded a constitutional recognition," Ghisingh said at Gorkha Bhavan in Salt Lake.

The GNLF chief refused to attach any importance to the January 28 meeting, held in Delhi, where officials from the Union home ministry and the state government were present. "Such meetings at the bureaucratic level will not solve problems. The council was formed on August 22, 1988, on the basis of a political settlement and we want a review meeting at the political level," he said.

"There is a deadlock so far as the present council is concerned. The remedy can be had only if we are able to provide an alternative and appropriate new status to the council."

He added that the activities of the council, formed on the basis of a tripartite agreement 16 years ago, have to be revieved to keep pace with times. "We are worried about Maoist attacks in the wake of the developments in Nepal. So, a council with an appropriate new status is the need of the hour."

The hill leader wrote to the chief minister, the Prime Minister and the Union home minister last October, listing his demands, including that of a tripartite meeting, and warned that no poll could be held till all the issues were resolved.

Today, Ghisingh dismissed reports of his demand for Rs 50 crore for the council. "I did not ask for any funds. Instead, the council has to be strengthened before (the) elections are held," he said.

Asked about tomorrow's meeting with the chief minister, Ghisingh said: "I have come here to finalise the memorandum of settlement with regard to the constitutional status of the autonomous council."

The elections to the DGHC, whose term has twice been extended by the state, have to be held by March 25. The government is bent on holding the polls because an ordinance will have to be issued for a third extension.

GNLF chief arrives to break 'stalemate'

HT Correspondents
Darjeeling/Kolkata, February 7

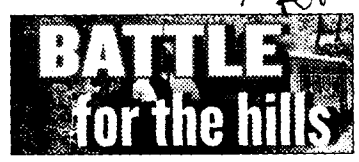

DGHC CHAIRMAN Subash Ghisingh quietly left for Kolkata on Monday, accompanied by his bodyguard and driver. His purpose: to meet chief minister Buddhadeb Bhattacharjee and discuss the DGHC elections.

DGHC officials, councillors and leaders, however, said that they had no prior knowledge of his visit, as his travel plans are closely guarded after the assassination bid on him in February 2001.

On his arrival in Kolkata, the GNLF chief said there was a political stalemate in Darjeeling and that he had come to resolve the matter. "I am here to clear the political stalemate, the deadlock and to discuss a way out of the deadlock with the chief minister. If there are no talks, then there is a possibility of the relationship turning stale. I don't want that," he said.

He said that he had nothing to say about the DGHC elections. The signatories will sit together and decide the election date, he said.

Darjeeling, of late, has become very sensitive and the condition has become more grave with the crisis in Nepal. He said that the bureaucratic level meeting has been over in Delhi. There should be regular reviews of the memorandum of settlement in which various issues need to be discussed, such as the mistakes which had happened and the difficulties faced in implementing developmental projects in Darjeeling. The role of the Central and the state government needs to be discussed as well, he said.

The GNLF chief said that constitutional recognition for the DGHC and handing over some more departments to it by the state government were urgently necessary. "It is reprehensible that 16 years have passed and constitutional recognition has not been accorded to the council, despite the fact that the attention of the Centre and the Election Commission has been repeatedly drawn to it. ... I have come to finalise the Memorandum of Settlement with regard to the constitutional status of the DGHC during talks with the chief minister," he said.

He was of the view that the Memorandum of Settlement should have been "cleared" in the earlier talks with the government.

Ghisingh said he was happy with the outcome of the last tripartite talks in Delhi, but clarified that many issues that he had raised had remained unresolved which had to be taken up in the next round of discussions.

Referring to the recent financial grant by the Centre to the Council, Ghisingh said: "What we require is more power — more financial power for the Hill Council, as also the finalisation of the Memorandum of Settlement for the DGHC." "The Council was formed in arrangement with the state and the Centre, but its constitutional status is not yet clear," he said.

He claimed he had been cooperating with the state and the Centre and hoped the aspirations of the hill people would be fulfilled.

THE HINDUSTAN TIMES 07 FEB 2005

ভোট অচলাবস্থা কাটলেই, সাফ জানালেন ঘিসিং

স্টাফ রিপোর্টার, কলকাতা ও শিলিগুড়ি: রাজনৈতিক 'অচলাবস্থা' কাটলে তবেই দার্জিলিঙে ভোট হবে। সোমবার কলকাতায় পৌঁছেই এ কথা জানিয়েছেন জি এন এল এফ নেতা সুবাস ঘিসিং। তিনি মনে করেন, চলতি পরিস্থিতিতে কবে ভোট হবে, সেই দিনক্ষণ জানানো মুশকিল। তবে তিনি আশ্বস্ত করেছেন, আলোচনার টেবিলেই কাটতে পারে অচলাবস্থা। আজ, মঙ্গলবার মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে তাঁর একান্ত বৈঠক যে নতুন রাস্তা খোঁজার অন্যতম পদক্ষেপ, তা-ও জানিয়েছেন তিনি। পরবর্তী পর্যায়ে কেন্দ্র ও রাজ্যের সঙ্গে নতুন করে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকও জরুরি বলে মনে করেন ঘিসিং।

বিকালে সল্টলেকে গোর্খা ভবনে ঘিসিং প্রথমে সাংবাদিকদের শর্ত দেন, কোনও প্রশ্ন নয়। যা বলার, তিনি একতরফাই বলবেন। পরে বরফ গলে। তাঁর একটানা কথার পরে সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করায় ধৈর্য না-হারিয়ে হাসিমুখে উত্তর দেন ঘিসিং। নির্বাচনের দিনক্ষণের প্রশ্নটি ঘুরেফিরে আসে। তিনি স্বীকার করেন, পার্বত্য পরিষদের মেয়াদ ফুরোনোর কারণে ২৬ মার্চের মধ্যে নির্বাচন হওয়ার কথা। বলেন, "এটাও ঠিক যে, রাজনৈতিক স্তরে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। তা না-কাটলে নির্বাচনের দিনক্ষণ স্থির করা দুরূহ। তাই এখনই কিছু বলা সম্ভব নয়।"

ঘিসিং জানান, বিষয়টি নিয়ে অনাবশ্যক রাজনীতির পক্ষপাতী নন তিনি। ইঙ্গিত মিলেছে, দফায় দফায় আলোচনার মাধ্যমে অচলাবস্থা কাটতে বাধ্য। সেই আলোচনা যে রাজনৈতিক স্তরের, নিতান্ত আমলাদের সঙ্গে দিল্লি বা কলকাতায় কোনও বৈঠক নয়, তা-ও বারবার জানান ঘিসিং। তাঁর মতে, "যে-কোনও বিষয়েরই মাঝেমধ্যে পর্যালোচনা দরকার হয়। ভারতের সংবিধানের ক্ষেত্রেও এটা হয়। গোর্খাল্যান্ড চুক্তিরও পর্যালোচনা দরকার। চুক্তির পরে প্রায় ১৬ বছর কেটে গিয়েছে। গাড়ি পুরনো হলে মাঝেমধ্যে গ্যারেজে পাঠাতে হয়।"

ঘিসিংয়ের কথায়, দিল্লিতে যে-আলোচনা হয়েছে, তা মূলত আমলা স্তরেই সীমাবদ্ধ ছিল। তবে ওই সব আলোচনার ক্ষেত্র ছিল পরিষদের কাজের নানা দিক নিয়ে। তার পরেই অবশ্য সংবাদমাধ্যমে বেরিয়ে গেল ৫০ কোটি টাকা পাবে পরিষদ। এ-সব ঠিক নয়। তিনি বলেন, "আমার উপরে হামলা এবং জি এন এল এফের তিন কাউন্সিলরের হত্যাকাণ্ডের সি বি আই-তদন্তের সিদ্ধান্তে পাহাড়ের মানুষ খুশি।" তিনি মনে করেন, রাজনৈতিক স্তরে ত্রিপাক্ষিক আলোচনাটাই জরুরি। বুদ্ধবাবুর প্রয়াসে পাহাড়ে বরফ যে কিছুটা গলেছে, তার ইঙ্গিত দিয়েছেন ঘিসিং। রাজ্যের ঘাড়ে তিনি যে সব দায় চাপাতে অনিচ্ছুক, সেই ইঙ্গিত মেলে তাঁর এই কথায়: দিল্লিকেই ডাকতে হবে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক।

শিলিগুড়ির অদূরে পিনটেল ভিলেজে বসে ঘিসিং বলেন, "ভোটটা কোনও বড় ব্যাপার নয়। মহাকরণে বুদ্ধবাবুর সঙ্গে পাহাড়ের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে। প্রয়োজনে কলকাতা থেকে দিল্লি যাব।" তবে পাহাড়ে বড় খবর, রাজ্য সরকারের প্রতি সুবাস ঘিসিং নরম হচ্ছেন।

ANADABAZAR PATRIKA 07 FEB 2005

THE HINDUSTAN TIMES

DGHC poll by March 26: Home secy

HT Correspondent
Darjeeling, February 4

STATE HOME secretary Amit Kiran Deb's statement in Darjeeling on Friday has cleared some of the uncertainty shrouding the DGHC elections in the Darjeeling hills. "The state government has to conduct the elections by March 26, 2005, in accordance to the DGHC Act. There is no other provision for any more extension in the Act. If any other alternative has to be adopted other than elections, then the DGHC Act has to be amended," said Deb.

Incidentally, the tenure of the present DGHC was to have expired on March 26, 2004. An earlier Hill Affairs Department notification (No.80 dated February 25, 2004) had stated that it would not be possible to hold DGHC elections before March 26, 2004, owing to the Lok Sabha election.

A recent notification (281 HA dated Kolkata, November 17, 2004) stated that the tenure was being further extended till March 26, 2005, because of the ongoing revision to the electoral rolls of the Assembly constituency.

Deb said that Ghisingh's demand for a CBI probe into the death of the three DGHC councillors and the assassination bid on him had been met with. The state government has handed the cases over to the CBI for further investigations. His request for a tripartite DGHC review meeting has also been complied with. "Even after the meeting, however, Ghisingh has been saying that elections will not be held unless a favourable outcome to the tripartite meeting is reached at," he said. Deb said Ghisingh would meet the chief minister in Kolkata before February 15. "After this, we hope that the cloud of uncertainty over the elections will be removed," he said.

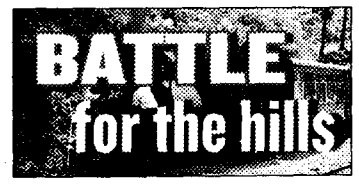

Regarding an appropriate election date in March, with the upcoming Class X and Class XII board exams and the High Court stricture against the use of microphones, Deb added: "We will have to find a suitable gap between these examinations, so that the elections can be held smoothly."

Regarding other demands made by Ghisingh in the tripartite DGHC review meeting at Delhi, Deb said that Ghisingh's demand for increasing the Rs 22.23-crore Central assistance to Rs 50 crore was being pursued by the state. "We have written to the Planning Commission for it," he said.

Regarding the transfer of DI Fund Land to the DGHC and certain tourist lodges under the West Bengal Tourism Development Corporation to the DGHC, Deb said that very soon, some tourist lodges — Morgan House, Tashiding, Hill Top and Kurseong Tourist Lodge — will be handed over to the DGHC.

Another matter that Deb discussed with the Central home secretary in Delhi was the need for an Indo-Tibetan Border police force to man the high-altitude Indo-Nepal border. This has been a longstanding demand of the state government. "The Centre has okayed this request at the right time, with the recent developments in Nepal. The Centre has agreed to this and the ITBP will be deployed to look after the security of the 100-km Indo-Nepal border stretch that Bengal shares with Nepal, along with the already deployed SSB forces," said Deb.

It was decided in a high-level meeting on Thursday between the ITBP (represented by the DIGs) and the state police (represented by the North Bengal IG) that the first company of the ITBP would arrive by February 6 or 7.

Deb also met the Governor in Darjeeling.

05 FEB 2005

No polls till demands are met, says defiant Ghisingh

Pramod Giri
Siliguri, February 2

GNLF CHIEF Subash Ghisingh has made it clear that he will now allow DGHC elections to be held till another round of tripartite meeting was held to thrash out a number of contentious issues. Ghisingh was speaking to reporters at Bagdogra airport on his way to Darjeeling after attending a round of meeting with the Centre.

Expressing satisfaction with the talks in Delhi, Ghisingh indicated that the next rounds of parleys could be held sometime in April, much after the proposed DGHC polls in March. The Hill Council chief said that many of the issues that he had raised in Delhi were unresolved and would be taken up during the next round of talks. Ghisingh said that he would also send a list of his demands to the West Bengal chief minister, Buddhadeb Bhattacharya.

GNLF insiders say that his demands include constitutional recognition of the DGHC and handing over some more departments to the council. Ghisingh, it is believed, would also ask for powers to directly handle central funds. Now, all funds from the Centre are routed through the state government.

There is yet another demand that Ghisingh is likely to put forward before the Centre and the state government: inclusion of Malbazar and Mateli in Darjeeling parliamentary constituency and exclusion of Islampur and Chopra bordering Bihar.

Dismissing the hill opposition's demand that the DGHC poll process must be completed by March 26, Ghisingh said the GNLF would oppose any such move. And he wanted the state chief minister to participate in the next round of tripartite meet in Delhi.

NEELAM GHIMEERAY/HT

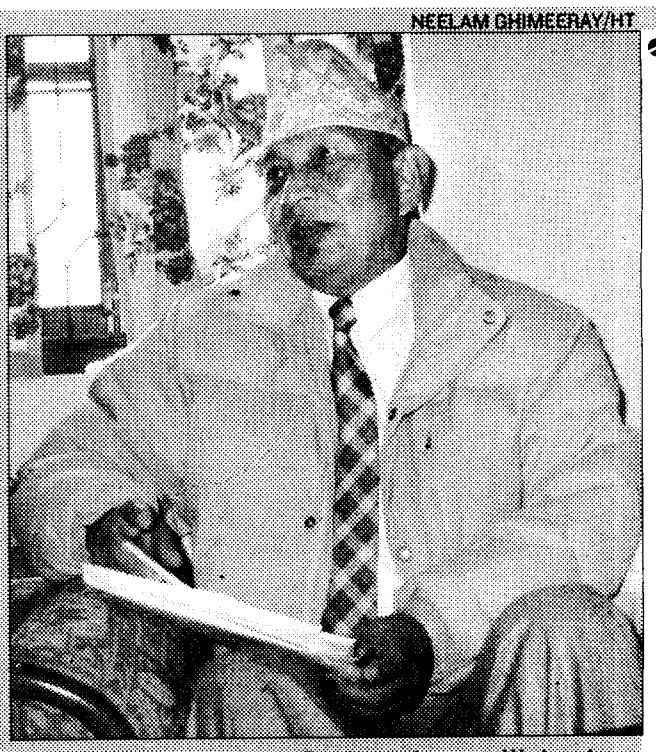

Ghisingh briefing reporters at Bagdogra airport on Wednesday.

HIS WISHLIST

- Constitutional recognition of the Hill Council
- Central funds should come directly to the council and not routed through the state government
- DGHC should have control over more departments
- Darjeeling parliamentary constituency should be reconstituted to include Malbazar and Mateli areas of Dooars. Islampur should be excluded
- No polls till all the demands are met. And the CM should attend the next tripartite meeting

Opposition ridicules GNLF plea

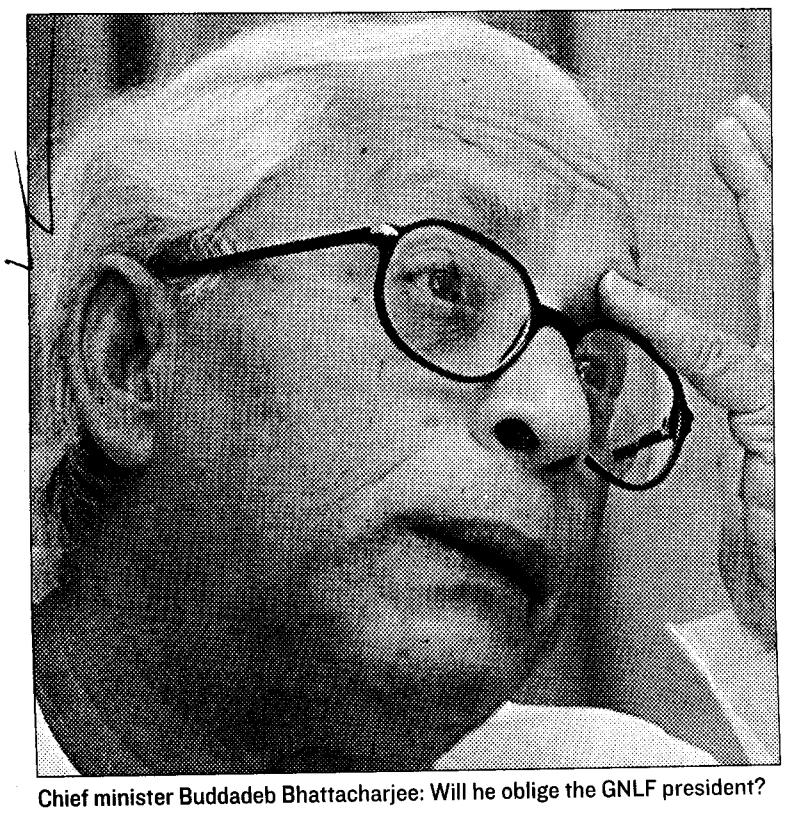

Chief minister Buddadeb Bhattacharjee: Will he oblige the GNLF president?

HT Correspondent
Darjeeling, February 2

THE PDF and the CPI(M) today sent a joint memorandum to the chief minister Buddhadeb Bhattacharjee demanding that DGHC elections be held on time so that the new board can be formed by March 26 as per the DGHC Act.

"Election is the most important exercise in any democratic set-up. In order to reinstate democracy in the hills, elections will have to be held as per schedule. Then only will public faith prevail on the state government," said Asok Bhattacharya, senior CPI(M) leader and state minister. The memorandum also demanded that security forces perform their duty impartially in order to ensure free and fair polls.

The opposition has time and again claimed that GNLF cadres have unleashed a reign of terror. "The strong arm tactics of the GNLF has already been enforced to strike fear among opposition supporters. However, this time we will not be cowed down," said S.P. Lepcha, former CPI(M) MP from the hills.

Opposition leaders have also alleged that the GNLF has always resorted to large-scale booth capturing and violence during polls. "This time the state government should ensure that no such thing takes place," a prominent PDF leader told *HT*.

Political observers say that today's meeting between the PDF and the CPI(M) have sought to remove any problems that may have existed between the two opposition parties and have virtually sealed the alliance that is going to take on the GNLF. "Everything is moving in the right direction. All the constituent parties of the PDF including the CPI(M) are happy with the way things are moving," said Madan Tamang, the PDF chief.

A coordination committee has also been formed to thrash out the contentious seat-sharing issue. Madan Tamang said after the meeting that the opposition candidates would be announced as soon as the state government formally declares the dates for the DGHC polls.

Most opposition leaders say that Ghisingh's ploy to defer the polls will not work as the tenure of the Hill Council has already expired and neither the Centre nor the state government is bound by his recommendation.

KLO militant arrested

HT Correspondent
Siliguri, February 1

JALPAIGURI POLICE arrested Pratap Dutta, 25, alias Tapas Roy, believed to be a trained KLO man who had managed to escape Operation Flush Out in the jungles of Bhutan in December 2003. Jalpaiguri Superintendent of Police Rahul Srivastav said Pratap was arrested Tuesday afternoon from Jaburapara on the outskirts of Jalpaiguri town.

Srivastav said Pratap, who had managed to get away just before the Royal Bhutan Army started its operation against Indian militants camping in the dense Bhutanese foothills, had recently come back home from Rajasthan.

Sources said just before the Bhutan operation began, Pratap had been sent to an Ulfa camp for making arrangements for the KLO Raising Day on December 28. The army crackdown forced them to flee to Dhubri, where an encounter with CRPF forces separated Pratap from the Ulfa leaders. Then he headed for Rajasthan.

He had returned recently and was arrested on Tuesday. He has been remanded in police custody for ten days.

The police claim that Pratap has already revealed the name of the man instrumental in establishing links with various militant outfits. Srivastav said when Pratap was in Dhubri, there were about 30 militants, including an Ulfa major and 709 camp commander Lalit Burman. The police say Pratap had taken with him an AK-47 rifle to Dhubri which he managed to hide there.

THE HINDUSTAN TIMES 02 FEB 2005

No 'bowing' to Ghisingh, hill polls on time

A STAFF REPORTER

Calcutta, Jan. 31: The government today made it clear that the elections to the Darjeeling Gorkha Hill Council would be held by March 25 and Subash Ghisingh had been told about it.

The GNLF chief had thrown a spanner on the polls and said they could not be held till tripartite meetings also involving the state and the Centre to discuss hill issues bore fruit.

But the government today made its stand unambiguous. Urban development and municipal affairs minister Asok Bhattacharya, who is also in charge of the hill affairs of the CPM, said: "The chief minister and I have made it clear to Ghisingh that there is no reason to postpone the elections any further. If Ghisingh has any demand or grievance, it can be sorted out through bipartite or tripartite meetings, but in no circumstance should the elections be stopped."

No particular date, however, has been set.

The elections were originally due in March 2004, but the government twice extended the tenure of the council reportedly at the behest of Ghisingh. The present term of the council ends on March 25, 2005.

"According to the DGHC Act, the government can extend the tenure of the council by a maximum of one year. So, we must hold the elections before this March 25. We are gearing up the state machinery to conduct the polls," Bhattacharya said.

The statements, coming days after a round of tripartite talks ended in Delhi without any concrete result, are being seen as a blow to Ghisingh.

It also clears uncertainty that arose after Bhattacharjee announced in Sukna earlier this month that a decision on the council elections would be taken only after the review meeting.

On Ghisingh's threat to boycott the polls, the minister said: "We are not in a position to bow to it. There will be a legal crisis if we cannot form the council within the due date."

Home secretary Amit Kiran Deb said: "Some of the (Ghisingh's) demands are not possible to meet as the law will not permit us. The council may be an elected body but the government will have to work within the framework of the law. We cannot do anything to please anybody..."

He added that the government would forward to Delhi the DGHC's demand for an annual grant. "The DGHC wants Rs 50 crore every year. We will write to the Planning Commission about it."

Ghisingh also wanted:

- Power to recruit teachers for hill schools and issue bus and taxi permits
- Control of hill police
- The BDO to work under the DGHC
- Funds meant for the Kurseong, Kalimpong and Darjeeling municipalities to be distributed via the council.

Ghisingh with Bhattacharjee in Sukna: Still smiling?

THE TELEGRAPH
01 FEB 2005

THE HINDUSTAN TIMES

01 FEB 2005

Hill politics comes under cloud

Pramod Giri
Siliguri, January 31

POLITICS IN the Darjeeling Hills has been thrown into utter confusion before the fourth election to the Darjeeling Gorkha Hill Council with the Gorkha National Liberation Front (GNLF) remaining tight-lipped about its plans although the tripartite meeting it had been demanding has been held in Delhi.

The volatile hill politics, which political observers had predicted would take a new turn after DGHC chairman and the GNLF president Subash Ghisingh threatened to stall the poll, if an alternative to the council was not found, has clearly become uncertain with the January 28 meeting proving highly "dissatisfactory" for the GNLF.

Though the DGHC delegation led by Ghisingh is still camping in Delhi, GNLF sources here say the election is not among the party's priorities.

One of the delegates, just from back from Delhi, says it is not certain when Ghisingh and his other colleagues would return to Darjeeling.

Though details of the meeting with the Union home minister haven't yet been made public, sources said Ghisingh, after his Delhi meeting, would find

Subash Ghisingh

it difficult to convince his supporters.

Two of Ghisingh's demands – the handing over of investigations into three political murders to the CBI and a tripartite meeting in Delhi - have already been met. No progress has, however, been made on other demands such as an alternative to the DGHC even after the Delhi meeting. And the Centre has also made it clear that it would go with the state government's position as far taking decision on matters concerning the DGHC.

On the other hand, the state government, especially Chief Minister Buddhadeb Bhattacharjee, is already under pressure from his party, the CPI(M), to heed the ground reality and "people's feelings" before adopting any policy to "appease" Ghisingh. As things stand, all formalities for the formation of the new board in the DGHC must be completed by March 26.

United opposition parties' - the People's Democratic Front (PDF) and the CPI(M) have termed the Delhi meeting as a failure. They maintain that, henceforth, whatever demands Ghisingh may raise would only be a face-saver.

One senior PDF leader said all opposition parties would resort to agitation, if the DGHC election were to be deferred again. Opposition parties have already started working for the election, but are sceptical about Ghisingh's next move. The opposition perception is that the GNLF has already lost much of its support base.

30 JAN 2005 ANADABAZAR PATRIKA

জঙ্গি হুমকি উধাও, বৈঠকে সাহায্যের আশ্বাসে খুশি ঘিসিং

পাহাড়ের জন্য দাবি বছরে ৫০ কোটি

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ২৮ জানুয়ারি: দিন কয়েক আগেই বৃহত্তর সংঘর্ষের রাস্তায় যেতে চেয়েছিলেন। হুমকি দিয়েছিলেন, পার্বত্য পরিষদের ভোট বানচাল করে দেবেন। আজ নর্থ ব্লক থেকে বেরিয়ে সেই 'জঙ্গি' সুবাস ঘিসিংয়ের মুখে কিন্তু চওড়া হাসি! ভোটের প্রসঙ্গ তুলতে যেন হাত দিয়ে মাছি তাড়াচ্ছেন, "আরে দূর দূর! ভোট-টোট তো এখন গৌণ বিষয় হয়ে গেল।"

মুখ্য বিষয়টি তাহলে কী? আজ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সুবাসের আধঘন্টার দ্বিপাক্ষিক বৈঠক এবং কেন্দ্র-রাজ্য-দার্জিলিঙ গোর্খা পার্বত্য পরিষদের ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের পর যেটা খোলসা করেননি ঘিসিং, সেটা অবশ্য জানিয়েছেন বৈঠকে উপস্থিত পশ্চিমবঙ্গের প্রতিনিধিরা। রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব অমিতকিরণ দেব বললেন, "পার্বত্য পরিষদ প্রতি বছর ২২ কোটি ২৩ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সহায়তা পায়। আজকের বৈঠকে ঘিসিং-এর দাবি, ওই সহায়তার অঙ্ক বাড়িয়ে করতে হবে ৫০ কোটি টাকা। বিষয়টি যোজনা কমিশনের উপর নির্ভরশীল। কমিশনের সঙ্গে কথা বলা হবে বলে জানানো হয়েছে।"

সরকারি সূত্রের খবর, ঘিসিংয়ের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বরফ গলানোর কাজটা আজ এই ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের মাধ্যমে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হল। কেন্দ্রের কাছ থেকে ইতিবাচক আশ্বাস পাওয়ার পর একদিকে ঘিসিংয়ের পক্ষে ফিরে গিয়ে পাহাড়ের মান রক্ষার কাজটাও সহজতর হয়ে গেল। অন্য দিকে রাজ্যও আপাতত দার্জিলিঙে অশান্তির সম্ভাবনাকে ভোঁতা করে দিতে পারল। আজকের বৈঠকে 'পরিষদকে 'শক্তিশালী' করা নিয়ে আগাগোড়া সওয়াল করে ঘিসিং বস্তুত আরও বেশি টাকার দাবি রেখেছেন কেন্দ্রের কাছে। তাঁর সেই দাবি কতটা মেটানো হবে, সে বিষয়ে নয়াদিল্লি এখনও মনস্থির না করলেও ঘিসিংকে ইতিবাচক সঙ্কেতই দেওয়া হয়েছে। যে বিভিন্ন দাবি ঘিসিং আজ রেখেছেন, তার মধ্যে অন্যতম শিলিগুড়ি এলাকার ১৩টি মৌজা পরিষদে স্থানান্তরিত করা হোক। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য বৈঠকে জানানো হয়েছে, এই মৌজাগুলি ইতিমধ্যেই স্থানান্তরিত করা হয়ে গিয়েছে। তাঁর অন্যান্য দাবির মধ্যে রয়েছে, বেশ কিছু পর্যটনভবন স্থানান্তরিত করা, বেশ কিছু রাস্তার শুল্ক আদায়ের অধিকার ইত্যাদি।

কেন্দ্রের কাছ থেকে আশ্বাস পেয়েছেন? ঘিসিং-এর জবাব, "আলোচনা অত্যন্ত ভাল হয়েছে। আরও বেশ কয়েকটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে। এটি একটি প্রক্রিয়ার অন্তর্গত।" এর আগে সুকনা বনবাংলোয় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের সঙ্গে বৈঠকের প্রসঙ্গটি তুলে ঘিসিং জানিয়েছেন রাজ্যের ব্যবহারে তিনি তৃপ্ত। ঘিসিংয়ের উপর হামলা-সহ ৩ জন জি এন এল এফ কাউন্সিলর খুনের ঘটনার তদন্ত সি বি আই-কে দিয়ে করানোর কথা মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। ঘিসিংয়ের বক্তব্য, "রাজ্য সরকার তো আমাদের কথা মেনেই নিয়েছেন।" তবে আজ প্রধানমন্ত্রীকে লেখা একটি চিঠি নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন ঘিসিং। তাঁতে প্রচ্ছন্ন হুমকির একটি স্বরও তিনি রেখে দিয়েছেন। বলেছেন গোর্খাল্যান্ডের মূল দাবি থেকে তাঁরা সরছেন না।

রাজ্য সরকারের মুখ্য সচিব জানিয়েছেন, "আমরা ওঁর অভিযোগগুলি শুনেছি। আবার ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বসার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। বেশ কিছু জায়গায় মেনে নিতে অসুবিধা রয়েছে। তাহলে কিছু আইনের সংশোধন দরকার। ওরা চাইছেন পরিষদের কার্যক্ষমতার পরিধিটা বাড়াতে।" কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব বীরেন্দ্র সিংহও একই সুরে জানিয়েছেন, আলোচনা হয়েছে পরিষদকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেই। আর সে কারণেই আরও বৈঠকের প্রয়োজন।

৬ অক্টোবর ঘিসিং চিঠি লিখেছিলেন প্রধানমন্ত্রীকে। আজ সেই চিঠিটি নিয়ে বৈঠকে বসেন তিনি। পরে সাংবাদিকদের কাছেও চিঠিটি তুলে ধরেন ঘিসিং। চিঠিতে মূলত পাহাড়ে বিভিন্ন হিংসা এবং খুনের কথা উল্লেখ করে ঘিসিং বলেছেন ঘটনাগুলিতে একটি বৃহৎ আন্তর্জাতিক চর চক্রের মদত রয়েছে। চিঠির গোড়াতেই তিনি লিখেছেন, "চুক্তি সই হওয়ার পর ১৫ বছর কেটে গিয়েছে। দুঃখের বিষয় তার পরেও গোর্খাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। কারণ এই চুক্তির অর্ধেকটা মাত্র বাস্তবায়িত হয়েছে। এরই সঙ্গে উত্তরবঙ্গে চলছে কাউন্সিলর-নিধন, নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে বিভিন্ন ঘটনায়। এর পিছনে রয়েছে আন্তর্জাতিক চর চক্রের মদত।" ঘিসিং আরও লিখেছেন, চাপের মুখে জি এন এল এফ একটি পৃথক পরিষদেই সন্তুষ্ট থেকেছে ঠিকই কিন্তু তাদের মূল যে দাবি অর্থাৎ পৃথক গোর্খাল্যান্ড থেকেও পুরোপুরি সরে আসেনি। কেন্দ্রকে কিছুটা হুমকির সুরেই ঘিসিং মনে করিয়ে দিতে চেয়েছেন, "পরিষদ সাময়িক সমাধান মাত্র। পাকাপাকি নয়। বি জে পি-র নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকারের আমলে উত্তরাঞ্চল, ছত্তীসগঢ় এবং ঝাড়খণ্ড—এই তিনটি পৃথক রাজ্য তৈরি হয়ে গেল আন্দোলন বা রক্তপাত ছাড়াই। কিন্তু আমাদের ১২০০ মানুষ গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনে প্রাণ দিল। অথচ নতুন রাজ্য তৈরির সময়ে আমাদের দাবি জোর করে সরিয়ে রাখা হল।"

রাজ্য কেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বাড়িয়ে মূল দাবি থেকে সরে আসছেন সুবাস, এই অভিযোগে তাঁর দলের অন্দরমহলে অনেকেই সরব হয়েছেন। নিজের বিদ্রোহী অস্তিত্ব বজায় রাখতেই তাঁকে এই সি পি এম বিরোধী জঙ্গি ভাবমূর্তি তুলে ধরতে হচ্ছে বলে দিল্লির অনুমান। পাটিলকে দেওয়া গোয়েন্দা রিপোর্টে বলা হচ্ছে, "গোর্খাল্যান্ড তৈরির জন্য আন্দোলন টুকরো টুকরো অবস্থায় রয়েছে। দীর্ঘদিন গুরুত্বপূর্ণ বিক্ষোভ দেখা যায়নি। ঘিসিং বিভিন্ন মঞ্চে দাবিটি উত্থাপন করেছেন, তার কারণ কেন্দ্র ও রাজ্যের কাছ থেকে আরও টাকা আর ক্ষমতা জোগাড় করা।"

More powers to DGHC, but no word on elections

HT Correspondent
New Delhi, January 28

THE WEST Bengal government has agreed to consider routing funds for municipalities in Darjeeling and surrounding areas through the Darjeeling Gorkha Autonomous Hill Council (DGAHC). This was decided at a tripartite meeting on Friday.

Union home secretary Dhirendra Singh, who chaired the meeting among his ministry, the West Bengal government (represented by its chief secretary) and the DGAHC chairman, Subhash Ghisingh, said that the council would be given "additional powers" for developmental work and promoting tourism.

However, there were no indications from the home ministry on if there had been any discussion on whether the DGAHC elections – they've already been deferred twice – would take place on March 25. Ministry officials were also tight-lipped on whether the council had consented to dropping the word "Autonomous" from its label.

The West Bengal government is reported to have agreed to a CBI probe into the murder of three Gorkha National Liberation Front (GNLF) councillors and also into an attack on Ghisingh himself. Speaking to reporters after the meeting, the DGAHC chief expressed the hope that the "investigations will start early".

>> INBOX

29 JAN 2005 THE HINDUSTAN TIMES

DGHC talks in Delhi today

HT Correspondents
Siliguri/Darjeeling January 27

GNLF CHIEF Subash Ghisingh left for New Delhi today, leading a party delegation to take part in tripartite talks scheduled tomorrow to review the status of the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC). Although the cloud of uncertainty in the Darjeeling hills cleared temporarily after the state government agreed to hand over the investigation into three political murders to the CBI and agreed to a tripartite meeting in Delhi, the future of hill politics now depends on the outcome of the Delhi meeting, which is also likely to be attended by West Bengal chief minister Buddhadeb Bhattacharjee.

The meeting, convened at Ghisingh's insistence after a gap of four years, is likely to decide the fate of the 4th DGAHC election, the formalities of which must be completed by March 26.

Subash Ghisingh, who survived an assassination attempt on his life on February 10, 2001 while returning from the first tripartite meeting in Delhi, had threatened to stall the ensuing poll, if two of his major demands — a second tripartite meeting and the handing over of political murder cases in the hills to the CBI — were not met.

Though little is known about the meeting's agenda yet, sources in the GNLF said Ghisingh was expected to raise the issues of more power and funds to the DGHC. He would also bring up the alleged operation of international spy rings in the Darjeeling hills and the perceived security threat to the elected DGAHC councillors.

The outcome would largely depend on the Centre's attitude. Some central leaders including defence minister Pranab Mukherjee have already made it clear that the DGAHC election should be held on time.

Political observers feel the state government, in a bid to buy peace in the hills, succumbed to Ghisingh's demands without taking stock of the ground reality. They say the state government has chosen to ignore the allegation made by the district CPI(M) that the DGHC run by the GNLF hadn't functioned democratically and no accounts had been submitted for the utilisation of the funds sanctioned, they say.

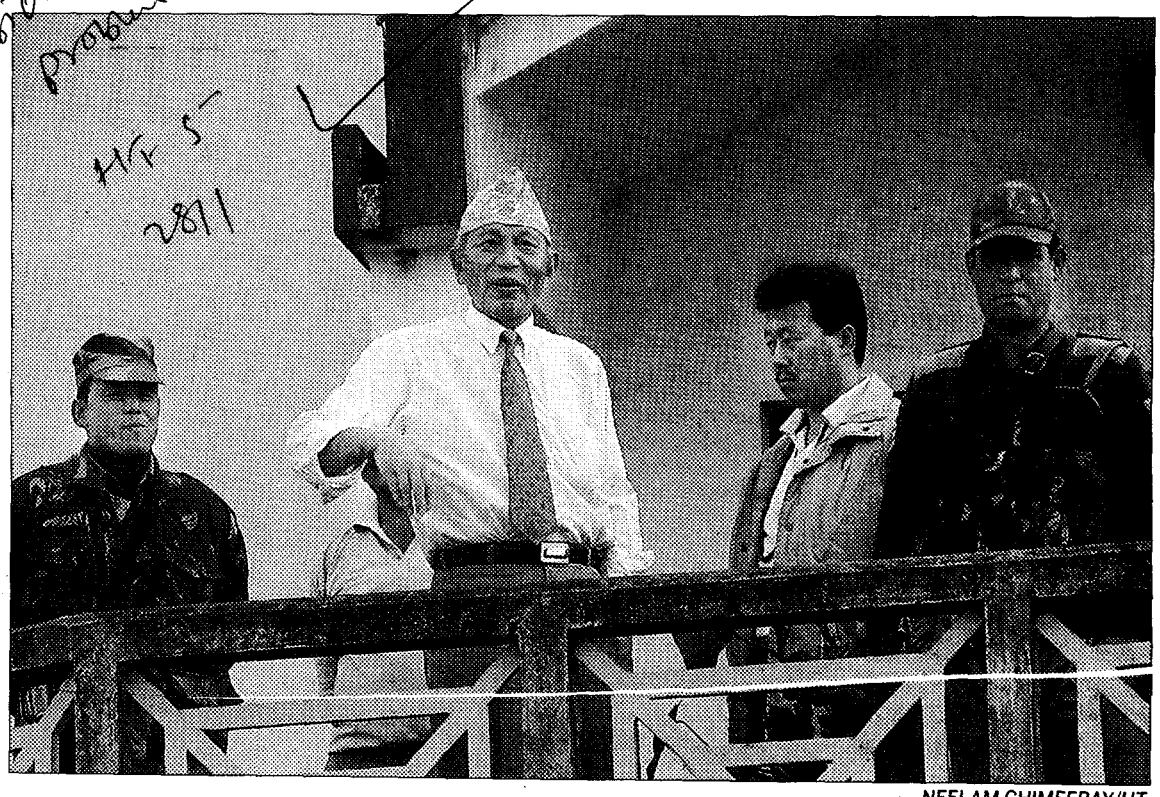

NEELAM GHIMEERAY/HT

Ghisingh at Pantal village near the Dagapur Tea Estate before leaving for the tripartite talks in Delhi.

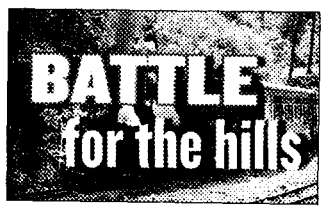

The opposition camps, mainly the constituents of the People's Democratic Front (PDF), have welcomed talks but are sceptical about their outcome.

"This would have been an excellent opportunity to bargain for a constitutional guarantee for the DGHC and to upgrade it from a product of a mere political agreement. Ghising has been harping on the upgrading and political guarantee but he has not been specific on what he will demand," said D.S.

Bomzan, a senior leader of the Communist Party of Revolutionary Marxists (CPRM). Recently, the CPRM central committee decided that both objectives could be achieved by demanding regional autonomy. He said that even the CPI(M)-led state government had earlier supported such a demand and recalled that in 1985, Ananda Pathak, the CPI(M) MP from Darjeeling had placed a Bill in Parliament, demanding such status for the Darjeeling district and the contiguous areas of Jalpaiguri district, where Nepalis and adivasis were in a majority. "This Bill had the support and sanction of the West Bengal Assembly. So the state government cannot oppose it," Bomzan said.

Bomzan added that Ghising should also press his demand for the increase in the number of Assembly seats from three to nine as well as the lone parliamentary seat in the DGHC area.

28 JAN 2005 THE HINDUSTAN TIMES

দার্জিলিঙে বৃহত্তর সংঘর্ষ এড়াতে চায় কেন্দ্র

পরিষদের নাম থেকে ‘স্বশাসিত’ বাদ যাচ্ছে

পার্থসারথি সেনগুপ্ত

দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদ-এর গা থেকে ‘স্বশাসিত’ কথাটি ছেঁটে ফেলতে চায় রাজ্য সরকার। পরিষদের নতুন নাম হবে দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল। ‘স্বশাসিত’ শব্দটি নিয়ে গোসা করেছিল জি এন এল এফ-এরই। তাদের বক্তব্য, পৃথক রাজ্যের স্বীকৃতি পেলেই স্বশাসনের ধারণা বাস্তবায়িত হয়। না হলে, শব্দটি অলঙ্কার মাত্র। বুধবার মহাকরণে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে বিভাগীয় সচিবদের এক বৈঠকে সুবাস ঘিসিঙের বিভিন্ন অভিযোগ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। ওই বৈঠকেই সরকারি কর্তারা সিদ্ধান্ত নেন, স্বশাসিত শব্দটি বাদ দেওয়া যেতে পারে।

দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে ‘দার্জিলিং গোর্খা অটোনমাস হিল কাউন্সিল’ রাখা নিয়েও অভিযোগ তুলেছিলেন ঘিসিং। তাঁর বক্তব্য ছিল, “কেন্দ্র গোর্খাল্যান্ডকে একটি পৃথক রাজ্যের স্বীকৃতি দেওয়ার পরই রাজ্য সরকার নাম পরিবর্তন করতে পারে।” সরকারি স্তরে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠকের কার্যবিবরণী অনুযায়ী, “হাই পাওয়ারড কমিটির প্রস্তাবনা অনুযায়ী ২০০০ সালের জুলাই মাসে স্বশাসিত কথাটি পার্বত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। তবে, রাজ্য সরকারের তরফে স্বশাসিত (অটোনমাস) কথাটি বাদ দিতে আপত্তি নেই।”

পার্বত্য বিষয়ক দফতরের অফিসারদের মতে, এক সময় জি এন এল এফ-ই চেয়েছিল পার্বত্য পরিষদের ক্ষেত্রে ‘স্বশাসিত’ শব্দের সংযোজন। সেই চাপের মুখেই দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল অ্যাক্টের রদবদল ঘটিয়ে নামের পরিবর্তন করা হয়। এখন, জি এন এল এফ যদি ফের পরিবর্তন চায়, তাহলে কী আর করার আছে! ঘিসিং প্রশ্ন তুলেছিলেন, ১৭ লক্ষ মানুষের জেলা দার্জিলিঙে একটি মাত্র লোকসভা আসন কেন। রাজ্য সরকার অবশ্য জানিয়েছে, এটা ডিলিমিটেশন কমিশনের ব্যাপার। পাহাড়ে রাজ্যের পর্যটন নিগমের যে সম্পদ ও পরিকাঠামো রয়েছে, পার্বত্য পরিষদকে তা দিয়ে দিতে রাজ্যের কোনও আপত্তি নেই। একই ভাবে পাহাড়ে কেন্দ্রীয় সহায়তা বছরে অন্তত ৪৫ লক্ষ টাকা হওয়া উচিত— ঘিষিঙের এই দাবিতেও রাজ্যের সমর্থন রয়েছে।

ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে গুরুত্ব পাবে পাহাড়ের উন্নয়ন ও আইনশৃঙ্খলা

অগ্নি রায় ● নয়াদিল্লি

২৫ জানুয়ারি: আসন্ন ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে নয়াদিল্লি গুরুত্ব দিতে চলেছে পাহাড়ের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনাকে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক সূত্রে জানানো হয়েছে, আগামি ২৮ তারিখ কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এবং পার্বত্য পরিষদের ওই বৈঠকে পাহাড়ের সার্বিক উন্নয়ন, প্রদত্ত অর্থ কোন খাতে ব্যয় হচ্ছে তার খতিয়ান ও পাহাড়ের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হবে।

দার্জিলিঙে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়া হবে কি না, সেই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার আগ বাড়িয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে চাইছে না। রাজ্য সরকার এই ব্যাপারে বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে যে রিপোর্ট দেবে, কেন্দ্র সেটাই বিবেচনা করবে বলে ঠিক করেছে।

অদূর ভবিষ্যতে ঘিসিং দার্জিলিঙ নিয়ে আরও বৃহত্তর সংঘর্ষের রাস্তায় যাতে না যান তা নিশ্চিত করতে চায় কেন্দ্র। ২৮ তারিখ বিকালে নর্থব্লকে আলোচনায় বসবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্যসচিব ও পার্বত্য পরিষদের প্রতিনিধি। চেয়ারম্যান সুবাস ঘিসিং নিজে থাকবেন কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়।

দু'সপ্তাহ আগে চকবাজারে সমাবেশ করে যে হুমকি ঘিসিং দিয়েছেন, তা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। তিন জন কাউন্সিলর খুনের ঘটনাটিকে ‘অজুহাত’ হিসাবে সামনে রেখে অশান্তি তৈরির এই প্রয়াসের প্রেক্ষাপট বেশ কিছুদিন ধরেই তৈরি হচ্ছিল। গোয়েন্দা বিভাগের রিপোর্টে বলা হচ্ছে, সুবাস তাঁর নিজের এলাকায় জনপ্রিয়তা ক্রমশই হারাচ্ছেন।

রাজ্য ও কেন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ক্রমশ বাড়িয়ে মূল দাবি থেকে সরে আসছেন সুবাস, এই অভিযোগে দলের ভিতরেই একাংশ সোচ্চার হয়েছে। নিজের বিদ্রোহী অস্তিত্ব বজায় রাখতেই তাঁকে এই সি পি এম-বিরোধী এক জঙ্গিপনা তুলে ধরতে হচ্ছে বলে নয়াদিল্লির অনুমান।

গোয়েন্দা বিভাগ যে রিপোর্টটি পাটিলকে জমা দিয়েছে, তাতে বলা হচ্ছে, “পৃথক গোর্খাল্যান্ড তৈরির জন্য আন্দোলন ভেঙে টুকরো টুকরো অবস্থায় রয়েছে। তবু ঘিসিং বারবার বিভিন্ন মঞ্চে দাবিটি উত্থাপন করেছেন যাতে কেন্দ্র ও রাজ্যের কাছ থেকে আরও টাকা বাগানো যায়। গণতান্ত্রিক পথে যদি অভীষ্ট সিদ্ধ না হয় তাহলে জি এন এল এফ সশস্ত্র আক্রমণ শানানোর ক্ষমতা ধরে। সেই সম্ভাবনাও অদূর ভবিষ্যতে রয়েছে।”

সেই সম্ভাবনাকে কেন ফলপ্রসূ করা হচ্ছে না এই অভিযোগ এনে জি এন এল এফ-এর মধ্যে একাংশ ক্রমশ বিদ্রোহী হয়ে উঠছেন। পাহাড়ে তাঁর সমর্থকরাও মনে করতে শুরু করেছেন যে ঘিসিং যা বলছেন তা করছেন না। কেন্দ্রের ধারণা, এই গোটা বিষয়টি সম্পর্কে রাজ্য সরকারও মোটের উপরে অবহিত।

অন্তত বাহ্যিক ভাবে সুভাষ ঘিসিং যদি তাঁর উগ্রপন্থী অংশটিকে প্রশমিত করতে সি পি এম-বিরোধী কিছুটা জঙ্গি অবস্থান নেন, তা হলে তাতে রাজ্যেরও কোনও আপত্তি থাকার কথা নয়। কিন্তু আশঙ্কা আগুন নিয়ে খেলতে গিয়ে পাহাড়ে আবার না ঘোরতর অশান্তি শুরু হয়।

BEST OPTION

Buying peace may be the best option in some situations. Mr Buddhadeb Bhattacharjee has done the right thing by preferring peace to a confrontation with Mr Subash Ghisingh. At stake is the announcement of a date for the elections to the Darjeeling Gorkha Hill Council. Mr Ghisingh, the council's chairman, wants certain issues to be discussed before the West Bengal government announces the date. His opposition, which includes the chief minister's own party, the Communist Party of India (Marxist), wants the government to ignore Mr Ghisingh's plea and announce the schedule. The parties obviously have their own election agenda. But Mr Bhattacharjee has to act, not like a partisan, but like the head of a responsible government. He cannot afford to unnecessarily upset Mr Ghisingh and thereby push Darjeeling to the brink of the kind of violence that erupted there during the agitation for a separate Gorkhaland. If peace fails in the Darjeeling hills, the elections there will be not only violent but also futile. It may not be a bad idea for the government, therefore, to bend over backwards in the interest of peace and public security.

Moreover, both the state government and the Centre need to know what Mr Ghisingh has to say about the functioning of the council. He has been running it ever since the council was born of the peace accord that ended the Gorkhaland stir in 1988. It is a new institution and has therefore faced many teething troubles. The division of powers between the council and the state government has left many grey areas and caused occasional rifts between the two. It is thus a valid idea to have a fresh look at the council's provisions. Mr Ghisingh is also the best person to talk of the council's problems. It is possible that some of the contentious issues could be resolved at the meeting that the Union home minister, Mr Shivraj Patil, plans to hold with Mr Bhattacharjee and Mr Ghisingh in New Delhi. It could, at least, create a favourable climate for the elections. But Mr Ghisingh too has to work towards that. He must assure the government and the people of Darjeeling that he has no intention of returning to the violent days of the mid-Eighties. He has an obligation to strengthen the democracy in Darjeeling. His opponents accuse him of holding peace to ransom in order to perpetuate his rule. The elections are his chance to prove his critics wrong.

25 JAN 2005 THE TELEGRAPH

STOP GHISINGH!

And enforce the democratic process

THERE is a phenomenon called Lalu Prasad, now spreading his tentacles beyond Bihar. There is another, Subash Ghisingh, confined to Darjeeling, who makes as much noise when in trouble. The latest provocation for his outburst is the long overdue election to the Hill Council. Ghisingh is straining every nerve to ensure the poll scheduled for March is postponed. He still has no rivals, but there exists a suspicion that this time it may not be smooth sailing. There is evidence of disaffection in his ranks which may cause a few upsets. He has gone into self-imposed confinement after an assassination attempt in 2001, put down to the handiwork of elements in his own party. It has been enough to keep him away from Hill Council activities. He needs time to get back into business; which is why he pushes for an indefinite postponement of elections, even threatening a five-day bandh should Centre and State not relent.

Ghisingh holds that the poll cannot be held till the tripartite agreement on the Hill Council signed in 1988 is "reviewed". To press the point, he explains with bizarre logic that Delhi has "condemned" it after five years, and suggests that the Hill Council has outlived its utility. More surprising is the apparent willingness of both Centre and Left Front to accept anything, to avoid bloodshed. To be sure, both need Ghisingh at election time. For which reason Buddhadeb Bhattacharjee strikes a tone of sweet reasonableness about Ghisingh, speaking harshly only about Kamtapuris and other extremists. What the Centre doesn't ask is, what is there to "review" while the Hill Council is a wholly autonomous body. The only possible review could be utilisation of crores of development funds consumed by the Hill Council but which has left no visible improvement, in drinking water, power supply and improvement of roads. Both Delhi and Writers' Buildings may feel that there is no alternative to Ghisingh in Darjeeling. What remains is the democratic process of holding elections every five years — whether or not any strongarm gangster approves.

THE STATESMAN

23 JAN 2005

CM yields to Ghisingh pressure

Pramod Giri
Sukna, January 21

THE STATE government has again buckled under pressure, conceding many of the demands raised by GNLF president Subash Ghisingh even though the CPI(M) and other opposition parties have ridiculed his insistence on a tripartite meeting in Delhi and CBI investigation into the murder of three DGAHC councillors as preconditions for elections to the Darjeeling hill council. However, the latest decision of the state government, which, political observers felt, was aimed at appeasing Ghisingh, has cleared the clouds of political uncertainty that had been created by the GNLF chief's boycott threat.

After a 35-minute, one-to-one meeting between Bhattacharjee and Ghisingh here today, the state government agreed to hand over the cases of political murders to the CBI and fixed the date for the tripartite meeting in Delhi.

At the end of the talks, held at the Sukna Forest Guest House near Siliguri, Bhattacharjee said, "We have agreed on Ghisingh's demands and we are equally concerned about the issues of law and order in the hills raised by him."

Addressing a joint press conference, Bhattacharjee said the cases of political murders in hills and the assassination attempt on Ghisingh himself would be handed over to the CBI. The GNLF chief had threatened to stall the 4th DGAHC election if these were not met. DGAHC councillors Rudra Pradhan was murdered on March 28 1999, C.K. Pradhan on October 3 2002, and Prakash Theeng on May 13, 2003, and an attempt on Ghisingh's life had been made on February 11 2001. The GNLF councillors were killed in broad daylight.

NEELAM GHIMEERAY/HT
Buddhadeb Bhattacharjee and Subash Ghisingh after the meeting at Sukna on Friday.

The opposition parties in the hills had all along maintained that the killings were a fall-out of infighting within the ruling GNLF.

Bhattacharjee said the tripartite meeting in Delhi would be held on January 28 and that the decision to hold the council election would be taken only after that.

BATTLE for the hills

The CM also seemed to share Ghisingh's fears of international spy rings being active in the hills. Virtually echoing Ghisingh's familiar statements, Bhattacharjee said such agencies were trying to destabilise the entire region.

A visibly satisfied Ghisingh said he was happy with the outcome of today's meeting. But minutes before joining the CM for discussions, Ghisingh had said that the Delhi talks could drag for months as it had happened before the signing of the DGAHC Accord on August 22, 1988. He recalled the GNLF had altogether held 48 meetings with the Centre and the state government before the accord was signed. He said the parleys in Delhi might stretch till October and hinted that the chances of holding the DGAHC election would depend on their outcome.

Hill Opp to review poll ties with CPM

Amitava Banerjee
Darjeeling, January 21

A SENSE of uncertainty descended on the Opposition camp soon after the outcome of the Buddhadeb-Ghisingh meeting became known. "It clearly shows that the state government has bowed before the GNLF supremo," said Madan Tamang, president of the All India Gorkha League (AIGL).

The AIGL has decided to hold an emergency meeting tomorrow. "We will have to review and rethink our relationship with the CPI(M)," Tamang said. The AIGL fears that the elections — if held at all — will be far from free and fair. "We have to decide whether we want to take part in unfair elections," he added.

The Peoples'Democratic Front will also be holding a meeting in a day or two. Incidentally, the PDF had roped in the CPI(M), along with the AIGL, CPRM, GNLF-C, for a "seat-sharing alliance" for this DGAHC elections so that the opposition vote was not divided. However, political observers feel that this alliance might hit rough seas after today's developments.

"Chief minister Buddhadeb Bhattacharya can meet DGAHC chairman Subash Ghisingh, we have no objections to it. But if the two leaders, elected through a democratic process, have negotiated not to hold elections then this will be the most unfortunate for the Hills and for democracy," said CPRM leader D.S. Bomzan. The CPRM will meet on January 24 to review the recent political developments. "The CPI(M) track record shows that they were never sincere about the Hills. This time we had given them a chance to prove their sincerity. Only time will tell whether they pass the test," Bomzan added.

Meanwhile Asok Bhattacharjee, state minister of urban development, stated that the PDF's relationship with the CPI(M) would not suffer. "We have not gone back on our word. At no point of time has the CM stated that elections will not be held. The state government will ensure the formation of the new DGHC Board by March 26, 2005," reassured Bhattacharjee.

Asked how elections could be held at such short notice — after the tripartite meeting — with the Madhyamik and Higher Secondary examinations slated for March and April, the minister said: "We will work out a schedule that will not hamper the exams yet allow the formation of the new board by March 26."

ANADABAZAR PATRIKA

19 JAN 2005

কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা না-তোলায় সরব ঘিসিং

স্টাফ রিপোর্টার: গোর্খা পার্বত্য পরিষদ নিয়ে চুক্তির ১৫ বছর পরেও রাজ্য সরকার কেন জি এন এল এফ-কর্মীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা ফৌজদারি মামলা প্রত্যাহার করল না, তার জবাব চান সুবাস ঘিসিং। পাহাড়ে প্রস্তাবিত নির্বাচনের মুখে ঘিসিং এ ভাবে সরব হওয়ায় সরকারও নড়েচড়ে বসেছে। আজ, বুধবার মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে বিভাগীয় সচিবদের বৈঠকে দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদ সংক্রান্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

রাজ্যের পার্বত্য বিষয়ক দফতর ওই পরিষদের কাজকর্ম খতিয়ে দেখতেই এই বৈঠকটি ডেকেছে। মূল আলোচ্য পরিষদের চেয়ারম্যান ঘিসিংয়ের তোলা নানাবিধ অভাব-অভিযোগ। জি এন এল এফ-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা না-তোলার বিষয়টি তার অন্যতম। পার্বত্য বিষয়ক দফতরের সচিব সোমবার বিভাগীয় সচিবদের দেওয়া এক চিঠিতে লিখেছেন: রাজ্য সরকার পার্বত্য পরিষদের কাজকর্ম খতিয়ে দেখতে চাইছে। এই ব্যাপারে মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে বুধবার বিভিন্ন দফতরের সচিবদের বৈঠক ডাকা হয়েছে। ঘিসিং রাজ্য সরকারের কাছে বিভিন্ন সময়ে যে-সব বিষয় তুলেছেন, সেই ব্যাপারে একটি 'নোট' সংশ্লিষ্ট অফিসারদের কাছে পাঠানো হচ্ছে।

দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিলের নাম পরিবর্তন করে 'দার্জিলিং গোর্খা অটোনমাস হিল কাউন্সিল' রাখা নিয়েও অভিযোগ আছে ঘিসিংয়ের। তাঁর বক্তব্য, "ভারত সরকার একটি পৃথক রাজ্যের স্বীকৃতি দেওয়ার পরেই রাজ্য সরকার নাম পরিবর্তন করতে পারে।" অনেক দফতরকে পুরোপুরি পরিষদের আওতায় আনা হয়নি বলেও অভিযোগ করেছেন ঘিসিং। যেমন, ভূমি ও শিক্ষা দফতর, বিশ্বব্যাঙ্ক (স্বাস্থ্য) বিষয়ক বিভাগ, কে এফ ডব্লিউ সংক্রান্ত বিভাগ আধাআধি সরানো হয়েছে পার্বত্য পরিষদে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে (যেমন স্বাস্থ্য বিষয়ক) কিছু দরপত্র কেন এখনও কলকাতা থেকে ডাকা হয়, সেই প্রশ্নও তুলেছেন ঘিসিং। চুক্তি অনুযায়ী চম্পাসারি বনাঞ্চল, সুকনা বনাঞ্চল, ছোট আদলপুর, মহানদী ফরেস্ট ইত্যাদিরও পার্বত্য পরিষদের এলাকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কথা ছিল। একই কথা ছিল শিলিগুড়ি মহকুমার ১৩টি মৌজার ক্ষেত্রেও। কিন্তু তা রূপায়িত হয়নি।

সাংসদ ও বিধায়ক তহবিলের অনেক কাজই পার্বত্য পরিষদের আওতার বাইরে রয়ে গিয়েছে। ঘিসিংয়ের দাবি, হয় এগুলি পরিষদকে দেওয়া হোক, নয়তো এই সব প্রকল্পের কাজ পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হোক।

তাঁর প্রশ্ন, পার্বত্য পরিষদের চেয়ে জনসংখ্যা অর্ধেক, এমন কয়েকটি রাজ্য, যেমন মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, সিকিম, অরুণাচল, মণিপুর ইত্যাদি বছরে ৩০০ কোটি টাকা বিশেষ কেন্দ্রীয় সহায়তা পায়। অথচ পার্বত্য পরিষদের ভাগ্যে বছরে জোটে সাকুল্যে ২২ কোটি ৩৩ লক্ষ টাকা। এই সাহায্য ৫০ কোটি টাকা করার দাবি জানিয়েছেন ঘিসিং।

একই ভাবে সাড়ে পাঁচ লক্ষ মানুষের রাজ্য সিকিমের সঙ্গে লোকসভা আসনের নিরিখে দার্জিলিংকে কেন এক পাতে ফেলা হবে, সেই প্রশ্নও তুলেছেন জি এন এল এফ-প্রধান।

ঘিসিংয়ের বক্তব্য, "সিকিমে লোকসভার আসন একটি। প্রায় ১৭ লক্ষ মানুষের জেলা দার্জিলিঙেও একটি মাত্র লোকসভা কেন্দ্র। তা-ও আবার উত্তর দিনাজপুরের চোপড়া এবং ইসলামপুর বিধানসভা আসন নিয়ে। ওই দু'টিকে বাদ দিয়ে দার্জিলিঙের জন্য একটি লোকসভা আসন দরকার। জেলায় পাঁচটির জায়গায় বিধানসভা আসনের সংখ্যা বাড়িয়ে করা উচিত আট।"

Centre wants DGHC poll on time: Pranab

HTC & PTI
Kolkata/Darjeling, Jan 17

A DAY after the Darjeeling Gorkha Hill Council chairman Subash Ghisingh threatened a 108-hour bandh in the hills if the state government notified the council polls, Union defence minister Pranab Mukherjee today made it clear that the Centre had no objection to a tripartite talk as suggested by the GNLF leader but, at the same time, it wanted the coming DGHC elections be held according to schedule.

"He (Ghisingh) wants a tripartite meeting (among the Centre, state and the Ghisingh-led Gorkha National Liberation Front). We have no objection. But we want the council elections held according to schedule. The issue of tripartite meeting and elections should not be tagged," Mukherjee told reporters here.

Ghisingh said in Darjeeling yesterday that the DGHC was formed following a 1988 tripartite agreement with the state, Centre and the GNLF and if needed he might withdraw as a signatory if "anything" went against the "aspirations" of the hill people in the review meeting.

The hill council election is almost a year overdue. As per the provisions of the Hill Council Act, the election has to be completed by March this year.

Mean while, the Opposition is becoming increasingly vocal in its frontal attacks on GNLF supremo Subash Ghisingh while scanning his 16-year rule.

Madan Tamang, president, All India Gorkha League (AIGL), has accused Ghisingh of crying wolf and raising "vague" issues

Pranab Mukherjee
Talks yes, but polls too

"before every election". He has also accused him of entering into covert deals and compromising the interests of the hill people. Tamang was speaking at a public rally organised jointly by the Peoples' Democratic Front and the CPI(M) at Chowk Bazar in Darjeeling today.

Tamang said Ghisingh should stick to his demand for a CBI probe into the murders of councillors Rudra Pradhan, C.K. Pradhan and Prakash Thing. "If he is not serious, the AIGL will move high court to demand a CBI probe into these murders," said Tamang. But he added that such a probe would expose Ghisingh and his councillors. He openly said the murders were insider jobs.

In the case of the murder of Prakash Thing, the accused, giving a voluntary statement before the Judicial Magistrate (under section 164 CRPC) had spoken of councillor Aitaraj Dewan's involvement.

In the C.K. Pradhan murder too, the accused had pointed to the involvement of councillors Tshering Sherpa and Roshan Rai, alleged Tamang. "Rudra was killed after he had threatened Ghisingh, as he was not initially given a party ticket before the (earlier) election. He was, however, given the ticket later and managed to win, but was murdered," said Tamang. He said the GNLF chief was free to go to court if any of the charges he levelled were false.

He also accused Ghisingh of misleading the people about Union home minister Shivraj Patil calling him and assuring him of a tripartite meeting to review the DGHC. Tamang maintained that it was the state government, instead, that had sent Ghisingh feelers, promising to arrange a meeting with the Centre if he withdrew his 108-hour bandh threat and chose to lie low.

18 JAN 2005

THE STATESMAN

17 JAN 2005

Ghisingh threatens 108-hr bandh

Statesman News Service

DARJEELING, Jan. 16. — GNLF president and DGAHC chairman Mr Subash Ghisingh, has threatened a 108-hour bandh, if the state government notifies the council elections.

Addressing a press conference after years here today, the GNLF leader also claimed that the Union home minister, Mr Shivraj Patil, had called him yesterday to "promise immediate resumption" of tripartite meetings to review the DGAHC.

"Both the Centre and the state government have responded positively to my recent statements, I expect the review meetings to be called shortly. But if the state government goes ahead and notifies the council elections, my party will call a 108-hour bandh in the Hills," Mr Ghisingh said.

The other "weapons" to counter the election, which is overdue by nearly a year, are: seeking court's injunction on the holding of the elections, "and even if that does not work", withdrawing unilaterally from the 1988 Tripartite Accord.

Mr Ghisingh admitted that Mr AK Maliwal, inspector-general of police (special), had been recently sent by the state government with a "positive message," which he would not disclose.

The last review meeting of the DGAHC between the Centre, state and the council was held in Delhi in February 2001. Mr Ghisingh came under a near-fatal ambush attempt on his way back from the meeting near Kurseong on 10 February 2001, after which he went into political hibernation.

The review meeting, which was supposed to have assessed the functioning of the DGAHC, was then never held.

Mr Ghisingh had, in his letter to the Prime Minister in October, urged for resumption of the review meetings, while pleading for cancellation of the council elections, scheduled for next month, on grounds that "international spying agencies" were threatening the stability of the region.

On the Opposition's allegation that he was only trying to avoid elections by bringing up the above issues, Mr Ghisingh said: "It is useless to contest elections, when what the council needs is repairs In Dubai, airplanes are condemned after five years of use this hill council we have been running for 16 years. So you can imagine what state it must be in."

Mr Ghisingh said the elections can be held only after the review meetings are over.

"I won't be able to tell you how long the meetings would take," he said.

State urban development minister Mr Asok Bhattacharya said it was "a good thing" on the part of Mr Ghisingh to go for the review meeting.

"However, he cannot stop the democratic processes in the meantime: the elections will be held next month," he said.

ঘিসিং ভোটে যাবেন কি না বলবে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক

কিশোর সাহা ● দার্জিলিং

কেন্দ্রের কাছ থেকে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বসার আশ্বাস পেয়ে সুর কিছুটা নরম করলেন জি এন এল এফ সুপ্রিমো সুবাস ঘিসিং।

রবিবার দার্জিলিং ট্যুরিস্ট লজে দলের কেন্দ্রীয় কমিটি ও পরিষদের কাউন্সিলরদের নিয়ে দীর্ঘ বৈঠকের পরে ঘিসিং প্রস্তাবিত বৈঠক শেষ না-হওয়া পর্যন্ত কোনও আন্দোলনে যাবেন না বলে জানিয়ে দিয়েছেন। ঘিসিং জানান, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল টেলিফোনে তাঁকে বৈঠকে বসার আহ্বান জানিয়েছেন। এ কথা জানালেও ঘিসিংয়ের কথায় হুমকির সুরও স্পষ্ট। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, ওই বৈঠক থেকে সমাধানসূত্র বেরিয়ে আসার আগেই যদি রাজ্য সরকার একতরফা পার্বত্য পরিষদ ভোটের বিজ্ঞপ্তি জারি করে তা হলে তিনি সংঘাতের রাস্তায় হাঁটবেন। সে ক্ষেত্রে ভোট রুখতে আগামী ২৪ জানুয়ারি থেকে পাহাড়ে লাগাতার ১০৮ ঘণ্টা বন্‌ধ ডাকার পাশাপাশি উচ্চ আদালতে স্থগিতাদেশও চাইবেন ঘিসিং।

এমনকী, কেন্দ্র ও রাজ্যের সঙ্গে '৮৮ সালের জুলাইয়ে যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তির ফলে পার্বত্য পরিষদের সৃষ্টি হয়েছে তা-ও একতরফা ভাবে বাতিল বলে ঘোষণা করবে জি এন এল এফ। তাতেও কাজ না-হলে পাহাড় যে পুরোপুরি অশান্ত হয়ে উঠবে সেই ইঙ্গিতও দিয়েছেন জি এন এল এফ প্রধান। পাহাড়ে ফের অশান্তি হলে তার দায় যে জি এন এল এফের উপরেই বর্তাবে সে কথা স্বীকার করেই ঘিসিং বলেন, "আশা করি কেন্দ্র কিংবা রাজ্য আমাদের হিংসার পথে ঠেলে দেবে না।"

এ দিকে, এ দিনই শিলিগুড়ি সার্কিট হাউসে সি পি এম, অখিল ভারতীয় গোর্খা লিগ, জি এন এল এফ (সি কে গোষ্ঠী) এবং সি পি আর এমের প্রতিনিধিরা বৈঠক করেন। বিকালে চার দলের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ফ্যাক্স পাঠিয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ভোট করার দাবি জানানো হয়। পুরমন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য বলেন, "পার্বত্য পরিষদের ক্ষমতা ও কাজকর্ম পর্যালোচনা হতেই পারে। তাতে ভোট প্রক্রিয়া আটকে থাকবে সেটা হতে পারে না। সে জন্যই মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সব জানিয়েছি।"

গত লোকসভা ভোটের সাত দিন আগে ঘিসিং তাঁর বিরোধী জোটের প্রার্থী তথা কংগ্রেস নেতা দাওয়া নরবুলাকে সমর্থন করেন। তাতে একযোগে বিপাকে

পড়ে সি পি এম এবং জি এন এল এফ বিরোধী দলগুলি। সি পি এম আসনটি হারায়। তার পরেই ঘিসিং সম্পর্কে নরম মনোভাব ঝেড়ে ফেলে সি পি এম পার্বত্য পরিষদ নির্বাচনে তাঁকে কোণঠাসা করতে পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবিদার দলের সঙ্গেও আসন সমঝোতা করে।

পাহাড়ে যে কোনও নির্বাচনের মুখে 'পৃথক গোর্খাল্যান্ড'-এর দাবি বরাবরই প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। '৮৮ সাল থেকে ঘিসিং গোর্খাল্যান্ডের তাস দেখিয়ে একটানা পার্বত্য পরিষদে ক্ষমতায় আছেন। বর্তমান পরিষদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে ২৬ মার্চ। তার আগেই ভোট শেষ হওয়ার কথা। রাজ্যের তরফে ১৮ ফেব্রুয়ারি পাহাড়ে ভোট করার কথা ভাবা হয়েছে। সে দিক থেকে দেখতে গেলে আসন্ন পরিষদ ভোটে ঘিসিংয়ের তুরুপের তাস বিরোধীরা ছিনিয়ে নিয়ে প্রথম রাউন্ডে এগিয়ে গিয়েছেন।

এই প্রেক্ষিতে গত সোমবার চকবাজারের সমাবেশে ঘিসিং ভোট বয়কটের হুমকি দিতেই পাহাড় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ঘিসিং ওই সমাবেশে জানান, পার্বত্য পরিষদের ক্ষমতা পর্যালোচনা করার জন্য ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকার পাশাপাশি পাহাড়ের তিন জন কাউন্সিলরের খুন ও তাঁর উপরে হামলার ঘটনার সি বি আই তদন্ত চেয়ে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে গত ৬ অক্টোবর চিঠি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কারও তরফে কোনও সাড়া নেই। এই অবস্থায় ফের পার্বত্য পরিষদের ভোট করার পক্ষপাতী নয় জি এন এল এফ। ঘিসিংয়ের হুমকির পরেই পাহাড় অশান্ত হয়ে ওঠার আশঙ্কা করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে গোয়েন্দারাও রিপোর্ট পাঠান। রাজ্য সরকারও পাহাড়ে শান্তিশৃঙ্খলা বজায় রেখে ভোট করানোর বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করে।

জি এন এল এফ প্রধান জানিয়েছেন, হুমকি দেওয়ার দু'দিনের মাথায় গত বুধবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফোন করে তাঁকে বৈঠকে বসার জন্য আহ্বান জানান। তার পরেই রাজ্য সরকারের তরফে লালকুঠিতেও দুত পাঠানো হয়। ঘিসিং বলেন, "কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও রাজ্য সরকারের পাঠানো দূতের সঙ্গে কথা বলে আমরা খুশি। আশা করি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ফলপ্রসূ হবে।"

কবে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে এবং তা কত দিন চলবে? ঘিসিং হাসতে হাসতে বলেন, "তিন-চার দিনের মধ্যে দিল্লি যাব। ২০০১ সালে এক বার ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হয়েছে। সে বার তো বেশ কয়েক দিন চলেছিল। এ বার ক'দিন চলে দেখা যাক। আমরাও দাবি মানার জন্য চাপ দেব। অন্য দু'পক্ষও চাপ দেবে। সব কিছু আলোচনা করতে তিন চার মাসও লাগতে পারে।"

প্রথমে রাউন্ডে পিছিয়ে পড়েছেন। কিন্তু ভোট প্রক্রিয়া পিছিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ঘিসিং যে বিরোধীদের টেক্কা দেওয়ার পথে এগোচ্ছেন সেটা কিন্তু পাহাড়বাসীর কাছে ইতিমধ্যেই স্পষ্ট।

17 JAN 2005

ঘিসিংকে কর্তৃত্বে রেখে ভোট না-করার আর্জি জানিয়ে মামলা

নিজস্ব সংবাদদাতা: দার্জিলিং পাহাড় ও গোর্খা পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন নিয়ে আবহাওয়া উত্তপ্ত হচ্ছে। সুবাস ঘিসিং নির্বাচন বয়কটের হুমকি দেওয়ার পরেই ঘিসিংয়ের কর্তৃত্বে পাহাড়ের ভোট হতে না-দেওয়ার দাবি জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করা হয়েছে। মামলা করেছেন গোর্খা লিগের সম্পাদক মদন তামাং।

তামাংয়ের মূল বক্তব্য, ঘিসিংকে চেয়ারম্যানের পদে রেখে পার্বত্য পরিষদের নির্বাচন হতে পারে না। কেননা ঘিসিং মেয়াদ-উত্তীর্ণ এক পরিষদের চেয়ারম্যান। কাজেই তিনি বেআইনি ক্ষমতা ভোগ করছেন। এখনই পরিষদ ভেঙে দিয়ে প্রশাসক নিয়োগের দাবি জানানো হয়েছে মামলার আবেদনে। সেই প্রশাসকই নির্বাচন পরিচালনা করবেন।

কেন এই পরিষদ 'বেআইনি', তা ব্যাখ্যা করেছেন গোর্খা লিগের সম্পাদক। তাঁর বক্তব্য, রাজ্য সরকার পার্বত্য পরিষদের মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার পরে এক বছর মেয়াদ বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু গোর্খা পার্বত্য পরিষদ গঠনের চুক্তিতে বলা আছে, কোনও কারণেই পরিষদের মেয়াদ বাড়ানো যাবে না। কাজেই রাজ্য সরকার মেয়াদ বৃদ্ধি করে বেআইনি কাজ করেছে। ফলে ঘিসিং এখন বেআইনি পরিষদের চেয়ারম্যান। তামাং বলেন, পরিষদ চলছে অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে। অধিকাংশ কাউন্সিলর নেই। ঘিসিং যা বলেন, সেই ভাবেই পরিষদ চলে। ফলে পরিষদ এখন দুর্নীতির আখড়া। বিরোধী দলের কোনও ভূমিকা নেই। পাহাড়ের উন্নয়ন থমকে গিয়েছে। রাজ্য সরকার পরিষদের কাজকর্মের বিষয়ে চোখ বন্ধ করে থাকে। এর ফলে পাহাড়ের মানুষ অবহেলিত।

আগামী সপ্তাহেই এই মামলাটি বিচারের জন্য উঠবে। রাজ্য সরকার ও পার্বত্য পরিষদের বক্তব্য জানার পরে হাইকোর্ট জানিয়ে দেবে, ঘিসিংকে ক্ষমতায় রেখে ভোট হবে কি না।

কয়েক দিন আগেই ঘিসিং চকবাজারে মিটিং করে রীতিমতো হুমকি দিয়ে বলেছেন, প্রয়োজনে তিনি ভোট বয়কট করবেন। ৭২ ঘণ্টা বা ১৪৮ ঘণ্টা পাহাড় বন্ধ করে দেবেন তিনি। ঘিসিংয়ের কণ্ঠে আবার পাহাড়ের সেই আগুন ঝরা দিনের হুঙ্কার। তাঁর হুমকির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যেই হাইকোর্টে মামলা করে আসরে নেমে পড়লেন পাহাড়ের নেত্রী রেণুলীনা সুব্বার ভাবশিষ্য মদন তামাং।

এ দিকে, জি এন এল এফের দার্জিলিং শাখার সভাপতি দীপক গুরুং বলেছেন, "অন্যান্য দল কী বলছে, কী করছে, আমরা সেই দিকে নজর রাখছি। ১৬ জানুয়ারি আমাদের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠক আছে। তার পরে আমাদের অবস্থান আরও স্পষ্ট করে দেব।"

ANANDABAZAR PATRIKA 14 JAN 2005

ঘিসিংয়ের ব্ল্যাকমেল

দীর্ঘ এক দশক ধরিয়া দার্জিলিঙ গোর্খা স্বশাসিত পার্বত্য পরিষদের নির্বাচিত সভাপতি এবং তাঁহার দল জি এন এল এফ-এর একচ্ছত্র অধিপতি রূপে বিরাজ করার পরও সুবাস ঘিসিং তাঁহার পুরানো খেলায় ফিরিয়াছেন। খেলাটি আর কিছুই নয়, রাজ্য সরকারের কাছে রকমারি অযৌক্তিক আবদার এবং তাহা পূরণ না হইলে ভোট বয়কটের, এমনকী পৃথক গোর্খাল্যান্ড রাজ্যের মৃত দাবিতে জঙ্গি আন্দোলন পুনরুজ্জীবিত করার হুমকি। ফেব্রুয়ারির ১৮ তারিখে গোর্খা পরিষদে নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গে ঘিসিং তাঁহার পুরানো ব্ল্যাকমেল-এর খেলা শুরু করিয়া দিয়াছেন। এ বারের বক্তব্য, '৯৯ হইতে ২০০৩ সাল পর্যন্ত পরিষদের তিন কাউন্সিলরের হত্যায় এবং তাঁহার নিজের উপর আক্রমণের ঘটনায় আন্তর্জাতিক গুপ্তচর চক্রের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদীরা লিপ্ত ছিল, যে-রহস্যের উন্মোচন না হইলে পরিষদের সদস্যরা নিরাপদ বোধ করিতেছেন না। আসলে ইহা সরকারকে চাপ দিয়া নিজের শর্তে ভোট করার অছিলা মাত্র।

মুশকিল হইল, রাজ্য সরকার তথা শাসক সি পি আই এম-এর নেতৃত্ব ইতিপূর্বে সুবাস ঘিসিংয়ের চাপে নতিস্বীকার করিয়াছে। ইতিপূর্বে একবার নির্বাচন এক বছরের জন্য তিনি ভোট স্থগিত করাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহাকে তুষ্ট রাখার জন্য রাজ্যের শাসকদের ব্যগ্রতা তাঁহার আবদারপ্রবণতায় ইন্ধন জোগাইয়াছে। এতটাই যে, নিজের দলের ভাঙন এবং কোঁদলের কারণে সংঘটিত হিংসাত্মক খুনোখুনির ঘটনাগুলিকেও তিনি অনায়াসে 'আন্তর্জাতিক চরচক্রের মদতপুষ্ট সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ' রূপে শনাক্ত করিয়া সেই অজুহাতে ভোট স্থগিতের বাহানা তৈয়ার করিয়াছেন। অথচ আসলে ইহার নেপথ্যে রহিয়াছে আসন্ন নির্বাচনে ভাল ফল করিতে না-পারার মূর্ত আশঙ্কা। এবং আশঙ্কাটি অমূলকও নয়। কেননা ঘিসিং ও তাঁহার জি এন এল এফ-এর জনসমর্থন উত্তরোত্তর হ্রাস পাইতেছে। গোর্খা পরিষদের প্রথম নির্বাচনে তাঁহার দল একাই ৯২ শতাংশ ভোট পাইয়াছিল। পরবর্তী নির্বাচনে এই হার এক ধাক্কায় ৫৬ শতাংশে নামিয়া আসে। আর সর্বশেষ নির্বাচনটিতে কমিয়া দাঁড়ায় ৪৮ শতাংশে। গত নির্বাচনে তাঁহার বিরোধীরা ৫২ শতাংশ ভোট পাইলেও ঐক্যের অভাবে পরিষদ গঠন করিতে পারেন নাই। এ বার তাঁহারা এককাট্টা। সি পি আই এম, সি পি আর এম, গোর্খা লিগ এবং জি এন এল এফেরই দলছুট গোষ্ঠী, প্রয়াত সি কে প্রধানের কালিম্পং-ভিত্তিক অনুগামীরা ঘিসিং-বিরোধী অভিন্ন মঞ্চে শরিক। দম্ভ, দুর্নীতি এবং অপদার্থতা ঘিসিংয়ের জনপ্রিয়তা বিপুলভাবে হ্রাস করিয়াছে। তাই তিনি নির্বাচন এড়াইতে ব্যগ্র।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে একজন নির্বাচিত রাজনীতিকের পক্ষে দরকষাকষির উপায় হিসাবে হিংসাত্মক আন্দোলনের হুমকি দেওয়া অসাংবিধানিক। ১৯৮৬ হইতে '৮৮ সাল পর্যন্ত আঠাশ মাস ব্যাপী গোর্খাল্যান্ড আন্দোলনকে ঘিসিং হিংসা ও সন্ত্রাসের পথেই চালিত করিয়াছিলেন। সে সময় দার্জিলিঙ পাহাড়ে অনেক রক্তপাত ঘটিয়াছে। জনপ্রিয়তা হ্রাস পাইলেও এখনও হিংসার আগুন উস্কাইবার ক্ষমতা তাঁহার সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সম্পর্কে অনিশ্চয়তা তাঁহাকে বেপরোয়া করিয়া তুলিতে পারে। কিন্তু সেই আশঙ্কায় সরকার যদি নির্বাচন স্থগিত করার মতো কোনও তোষণনীতির আশ্রয় লয়, সেটা চাপ সৃষ্টির জি এন এল এফ রাজনীতির কাছে পুনর্বার মাথা নোয়ানোই হইবে। শুধু তাহাই নহে, পার্বত্য দার্জিলিঙে ঘিসিংয়ের প্রতিপক্ষ রাজনীতির নির্বাচিত হইবার গণতান্ত্রিক অধিকারকেও খর্ব করিবে। সেই বঞ্চনা করার অধিকার কিন্তু রাজ্য সরকারের নাই। মুখ্যমন্ত্রী ঘিসিংকে চটাইবার ঝুঁকি লইয়াও গণতান্ত্রিক রীতিপদ্ধতি অক্ষুণ্ণ রাখার উপর জোর দিবেন তো?

ANADABAZAR PATRIKA 14 JAN 2005

Ghisingh in a spot over polls

Amitava Banerjee
Darjeeling, January 12

GNLF CHIEF Subash Ghisingh has fallen into his own trap, feel Opposition camps in the Darjeeling Hills.

"With the Hill Affairs Department of the State Government sending an order to DGHC's chief principal secretary and the district administration with the DGHC election dates, Ghisingh is in a tight spot. He is cornered over his statement saying that he does not want the DGHC election. He has no other option but to call a boycott," said Madan Tamang, president, All India Gorkha League (AIGL). "A boycott call would provide an advantage to the Opposition. What will Ghisingh do now? He has made a public proclamation that unless there is a CBI probe into the murders of the 3 councillors and into the assassination bid on him, he would not allow elections. There is no CBI probe and the elections will be held on February 8. Going back on his word and contesting elections will make him lose his credibility as a politician," added Tamang.

D.K. Pradhan of the GNLF-C was more vocal. "Elections are the main essence of a democracy. Who is Ghisingh to say that he would not allow elections?" he said.

Though the CPRM also said that a poll boycott by Ghisingh would be the Opposition's advantage, they expressed fears that such a call by the GNLF would disrupt normalcy. "It is, however, the duty of the state government to ensure free, fair and peaceful elections. Much depends on them. We assure them full cooperation if they are sincere in this task," said CPRM general secretary R.B. Rai.

Incidentally, the CPRM today held a central secretariat meeting to review the political scenario in the Hills, post Ghisingh's public meet.

"We had said more than once that we would extend all support to anyone pursuing the Gorkhaland demand, but we will not support Ghisingh's demand, as he has already forfeited his credibility," said D.S. Bomzan.

To win his support, Ghisingh would have to first send a letter to the state and the Centre stating that he was no longer a party to the tripartite DGHC Accord and then relinquish his chair, said Bomzan. "Just removing the red beacon from his white government car will not fool us anymore," he added.

Even the Opposition platform — People's Democratic Front — along with the CPI(M), has started to gear up for the forthcoming DGHC elections. Sawan Rai of the PDF said that the seat-sharing ratios between the CPRM, AIGL, GNLF-C and the CPI(M) would be announced on January 14.

While much activity was noticeable in the Opposition camps, the GNLF is maintaining a relatively low keynote after Ghisingh's public meeting. Deepak Gurung, GNLF Darjeeling Branch Committee president, said: "We will only decide our stand at a Central Committee meeting on January 16."

THE HINDUSTAN TIMES

13 JAN 2005

THE HINDUSTAN TIMES

11 JAN 2005

Ghisingh vows to relaunch Gorkhaland stir

Amitava Banerjee
Darjeeling, January 10

AFTER SIX years of growing irrelevance, GNLF chief Subash Ghisingh emerged today from the shadows of his Hill Council, threatened to walk out of it and dropped dark hints that he might have to re-launch a bloody struggle for his original goal: a separate homeland for Gorkhas.

Couching his words in ambiguity, Ghisingh told a public meeting that the Centre and the state, which had repeatedly failed to honour their ends of the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC) Accord, were forcing his hands.

Describing the meeting as a "turning point" for the Hills, Ghisingh said he had called the meeting to make public a letter he had sent to the Prime Minister, the Union home minister and the Bengal chief minister on October 6, 2004, drawing their attention to "constant security problems" in North Bengal created by an "international spying agency", which was also responsible for the turmoil in Nepal, Bhutan and the Northeast, the assassination of three DGHC councillors and the attempt on his own life in February, 2001.

"Three months have passed. Yet, neither the state nor the Centre has reacted to the letter. So it is time for me to stop being the DGHC chairman and emerge again as the GNLF leader," Ghisingh said. Unless the Centre ordered an immediate CBI inquiry into the councillors' murders and the assassination bid on him and unless an early alternate was found to the DGHC, the Hills people would not allow the Council elections to be held. "We will unilaterally withdraw our signature from the DGHC Accord, and thus the DGHC will cease to exist. This will pave the way for a renewal of the Gorkhaland agitation," Ghisingh warned.

The GNLF chief also claimed that during the signing of the tripartite DGHC accord in 1988, Jyoti Basu, the then chief minister, had requested him to accept the DGHC as an experiment. Directing his ire at the state government, Ghisingh said, "You will have to make way for Gorkhaland and you will be forced to pass it in your Assembly. We will start with dialogues. If this does not produce results, you will see what we are capable of. The naked *kukri* in the GNLF flag speaks for itself."

❋ **Related report on Page 5**

Postpone council polls, says Ghisingh

Statesman News Service

DARJEELING, Jan. 10. — If Sai Baba foretold the "imminent death" of the Darjeeling Autonomous Gorkha Hill Council on the eve of 1999 council elections, this time the "International Spying Agencies, more dangerous than the ISI" are out to destabilise the whole Himalayan belt.

Therefore, GNLF leader and the purveyor of such esoteric visions, Mr Subash Ghisingh, wants the council elections to be kept on hold this time. The state government is reportedly planning to hold them around 18 February.

Addressing a massive public meeting after a long hiatus today, the GNLF leader attributed the murders of three councillors and the attempt on his life on 10 February 2001 to international spying agencies. "Until these four cases are handed over to the CBI and the masterminds arrested, we will not allow the council elections to go ahead," Mr Ghisingh said.

The murdered councillors being referred to are: Rudra Kumar Pradhan, CK Pradhan and Prakash Theeng. Ironically, the Opposition has always accused Mr Ghisingh of being behind the murders.

Having a penchant for symbols, "North Bengal" took an ominous shade of meaning in Mr Ghisingh's speech today. Equating it with the ISI, the GNLF leader said: "North Bengal is responsible for destablising Nepal, North-east, Bhutan and Sikkim."

He indicated what he meant by North Bengal, when he said: "We do not trust the CPI-M of North Bengal, which is different from (that of) South Bengal. The North Bengal CPI-M is hand-in-glove with ISI. During the parliamentary elections, if Mr Buddhadeb Bhattacharjee, or finance minister, Dr Asim Dasgupta, had stood from Darjeeling, we would have lent our support.

The GNLF is to hold the meeting of its central committee on 16 January, after which the party is supposed to unveil its plan of action.

"We might go for a 72-hour or 108-hour protest," he said.

Opp hits back

DARJEELING, Jan. 10. — Mr Subash Ghisingh's statements today drew sharp reactions from the Opposition.

State urban development minister, Mr Asok Bhattacharya, said: "I refuse to comment on such a preposterous claim." But he was not forgiving over the GNLF president's allegation that the CPI-M in the region was also involved in the murder of three GNLF councillors and the attempt on his life. "Mr Ghisingh has a good knowledge about who were behind the murder of the three councillors. If he cooperates with the investigation, the truth will all be out," said Mr Bhattacharya. About Mr Ghisingh's threat to not allow DGAHC elections, the minister observed: "It is no surprise, the GNLF functions by threatening and scaring people. The GNLF does not believe in transparency."
— SNS

THE STATESMAN

11 JAN 2005

UPA sets up three-man panel on Telangana

By Our Special Correspondent

NEW DELHI, JAN. 5. The United Progressive Alliance (UPA) today announced the formation of a three-member group under the Defence Minister, Pranab Mukherjee, to suggest suitable follow-up action on the demand for creation of separate Telangana State, being insisted by its ally, the Telangana Rashtra Samiti.

Besides Mr. Mukherjee, the group would comprise the Rural Development Minister, Raghuvansh Prasad Singh of the Rashtriya Janata Dal, and the Communication and Information Technology Minister, Dayanidhi Maran of the Dravida Munnetra Kazhagam (DMK).

The group has been asked to submit its report in eight weeks to Ms. Gandhi, who is also Chairperson of the UPA.

The terms of reference indicates that the group will suggest steps to address the promise made in the National Common Minimum Programme that the demand would be considered at an appropriate time after due consultations and consensus, Congress leaders said.

CPI(M) sounded

Earlier, the UPA had sounded the Communist Party of India (Marxist) to nominate a member to the group but it was turned down on the ground that the party's opposition to the creation of smaller States was known.

There is considerable pull and counter-pull over the creation of Telangana between the Andhra Pradesh Congress leaders and their TRS counterparts.

The TRS chief and Union Labour Minister, K. Chandrasekhara Rao, had during November last year threatened to stay out of the UPA Coordination Committee meeting unless a categorical view was taken on it.

The UPA then announced that a small group would be set up to go into the issue of separate Telangana.

TRS welcomes move

Our Hyderabad Staff Reporter writes: The Telangana Rashtra Samiti, meanwhile, said that the constitution of the United Progressive Alliance (UPA) subcommittee to look into the demand for Statehood to Telangana was a 'milestone' in achieving its goal.

The TRS chief coordinator, K. Yadagiri Reddy, reacting to the decision of the UPA chairperson, Ms. Sonia Gandhi, to constitute the three-member panel, told *The Hindu* that the party welcomed the development which it described as a result of relentless efforts of its leader, K. Chandrasekhar Rao.

The party thanked Ms. Gandhi and the Prime Minister, Manmohan Singh, for taking steps to implement the national Common Minimum Programme in the context of formation of Telangana State.

THE HINDU 6 JAN 2005

THE HINDUSTAN TIMES

4 JAN 2005

KLO-Maoist ties a cause for army worry

HT Correspondent
Kolkata, January 3

THE GROWING bond between Nepal's Maoists and the Kamtapuri Liberation Organisation (KLO) could pose a major threat to India's security. The General Officer Commanding-in-Chief of Eastern Command, Lieutenant General Arvind Sharma, told reporters here on Monday that a "close watch" was being kept and action would be taken to severe these bonds.

Sharma said that while the flush-out operations in Bhutan had decimated KLO cadres, some of the outfit's top leaders have taken shelter in neighbouring countries. "We're aware that some militants still remain in southern Bhutan and they're in touch with the Maoists of Nepal," he said. The eastern army commander said that the Ulfa was also trying to forge links with the Maoists. "If these activities go on, it portends ill for our country, especially this region," he said. He added that the army was liaising closely with state agencies to keep a watch on the activities of the KLO.

Sharma said coordinated operations were "successfully on" on both sides of the Indo-Myanmar border to neutralise militants who had set up camps in that country. "We're operating on our side of the border while the Myanmar army is carrying out operations on their side," he said. The General termed talk of troops reduction in the Nathu La region as "premature". "Infrastructure is being built up to facilitate border trade. But its too early to even think of reducing troops, and more so because the Indo-Chinese border there has not been demarcated," he said.

The GOC-in-C said it would not be possible for the army to operate in the insurgency-affected areas without the Armed Forces Special Powers Act. "Essentially, the state government declares an area or the whole state as 'disturbed' after which this Act comes into force. If the Act is not in force, we'll be only a reactive force and will not be able to carry out counter-insurgency operations. We can't function in that manner in an insurgency situation, as militants will always have the upper hand. So the Act is absolutely essential for us," he explained.

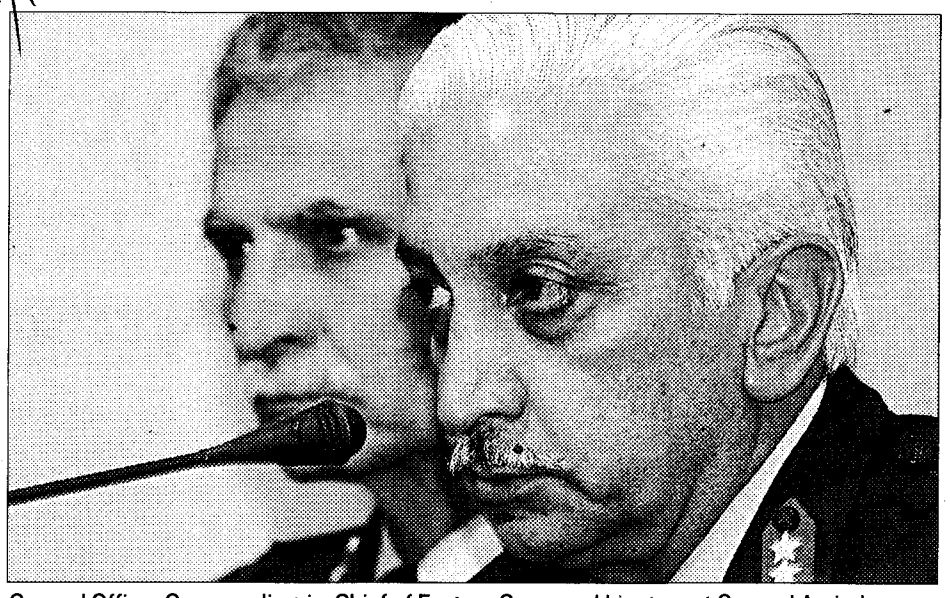

General Officer Commanding-in-Chief of Eastern Command Lieutenant General Arvind Sharma at the press conference on Monday.

Commenting on allegations of human rights violations, the General said that all offenders were dealt with promptly and sternly. "We have an efficient and foolproof mechanism to deal with all violators. Unlike the civil judicial process, ours is a faster process and punishment is handed down swiftly," he said. Sharma conceded there were "black sheep" in the army. "We're of the same stock as the rest of society and there will be people who cross the line. But we deal with them promptly," he added. He pointed out that programmes are held to sensitise the troops before they're inducted into counter-insurgency operations.

On the threat from Pakistan's ISI, the General said that ISI-sponsored activities in the western sector "had reached the point of diminishing returns". "So, over the past few years, the ISI has turned its attention to Eastern India and are using similar forces of countries whose interests are inimical to India to create mischief in this region. They've been able to establish a good network," said Sharma. He said that the army was working with the governments of the insurgency-affected states to standardise the rehabilitation packages for militants who surrender.